রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর বিচারালয়

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ আল কুরতুবী [রহ]

ভাষান্তর ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

আহসান পাবলিকেশন

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচ তলা), ঢাকা | ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ | ১৯১ বড় মগবাজার (দৈনিক সংগ্রামের সামনে)

প্রকাশকের কথা

রাসূলুল্লাহ্ [সা] একজন দক্ষ প্রশাসক এবং বিচারকও ছিলেন। রাসূল এবং প্রশাসক হিসেবে তিনি যেসব সমস্যা ও কার্যাবলী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সমাধা করেছেন বা তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। হিজরী ত্রয়োদশ শতকে স্পেনের কর্ডোভা নগরীর মুসলিম মনীষী ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মদ আল কুরতুবী [রহ] অত্যন্ত ধৈর্য ও পরিশ্রমের সাথে সেগুলোকে একত্রিত ও বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যস্ত করে **"আকদিয়াতুর রাসূল"** নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এ পর্যন্ত এ মহামূল্যবান গ্রন্থটি বিশ্বের বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে।

বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন এ মহামনীষীর সংকলিত গ্রন্থখানা সহজ ও সাবলীল ভাষায় বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আমরা আশা করছি বাংলাভাষী পাঠকদের কাছেও এ গ্রন্থখানা সমানভাবে সমাদৃত হবে। বিশেষ করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আজ ইনসাফ ও ন্যায় বিচার যেখানে দারুণভাবে উপেক্ষিত, মানুষের রচিত মনগড়া আইনের যাঁতাকলে মানবতা ধুঁকে ধুঁকে মরছে, সে পরিস্থিতিতে রাসূলে করীম [সা] এর অনুসৃত নীতি ও বিচার ফায়সালাই কেবল মানব সমাজে ইনসাফ ও আদল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। আমাদের আশা ও বিশ্বাস এই গ্রন্থখানি অধ্যয়নের মাধ্যমে পাঠকের হৃদয়ে সেই চেতনাই সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ্।

আগামী দিনের কাঙ্ক্ষিত সমাজ পরিবর্তনে তথা ইসলামী বিপ্লবের পথে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং কিয়ামতের কঠিন মুসিবতের সময় এর উসিলায় আমাদের নাযাতের ফায়সালা করে দেন, তাঁর দরবারে আজ এই দু'আ-ই করছি। আমীন।

লেখকের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا حَمْدَ نَفْسَهٗ وَاَضْعَافُ مَا حَمْدَهٗ خَلْقَهٗ حَتّٰي يَفِيْ حَمْدَهُمْ وَيَبْقِيْ حَمْدَهٗ لَااِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَحْدَهٗ وَصَلَّي اللّٰهُ تَعَلٰي حَبِيْبَهٗ وَخَيْرِ خَلْقِهٖ وعَلٰي اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ-

এটি এমন এক কিতাব, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর ঐ সকল বিচার-ফায়সালা বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নিজে সম্পাদন করেছেন। সহীহ সূত্রে যেসব বর্ণনা আমার নিকট পৌঁছেছে তার সংকলিত রূপ হচ্ছে এ বইটি।

ইসলামী শরী'আর উৎস থেকে যে ব্যক্তি বিচার-ফায়সালা করতে চায়, তার এমন কোনো স্বাধীনতা নেই যে, আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যে নির্দেশ দিয়েছেন এবং যার আলোকে রাসূল [সা] ফায়সালা করেছেন এবং যেসব ক্ষেত্রে সাহাবাদের ইজমা হয়েছে, তা বাদ দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কোনো ফায়সালা দেবে। অন্য কথায় আল কুরআন, সুন্নাতে রাসূল ও সাহাবাদের ইজমা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বিচার-ফায়সালার পথ নির্দেশনা নেয়া যাবেনা।

ইমাম মালিক [রহ], ইমাম আবু হানিফা [রহ] এবং ইমাম শাফিঈ [রহ] সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ঐ ব্যক্তির জন্য বিচারক নিযুক্ত হওয়া বৈধ নয়, যে কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, তাকওয়া ও দূরদর্শিতায় গভীর দক্ষতা না রাখে। ইমাম মালিক [রহ] বলেন, 'বিচারক ফায়সালা করার জন্য ইল্ম, তাকওয়া ও প্রজ্ঞা (দূরদর্শিতা)-এর প্রয়োজন। আজ আমি সবগুলো বৈশিষ্ট্য কারো মধ্যে দেখিনা, যদি ইল্ম ও তাকওয়া এ দুটো বৈশিষ্ট্যও থাকে তবু আমি তাকে বিচারক নিযুক্ত করার পরামর্শ দিচ্ছি।'

আবদুল মালিক ইবনু হাবীব [রহ] বলেছেন, "যদি ইল্ম নাও থাকে শুধু তাকওয়া এবং জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে তবুও ঠিক আছে, কেননা সে বুদ্ধির দ্বারা অপরের নিকট থেকে জেনে নিতে পারবে। যার কারণে তার মধ্যে সৎগুণাবলী সৃষ্টি হতে পারে, আর তাকওয়া বা পরহেজগারীর বদৌলতে সে সমস্ত খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে এবং যদি ইল্ম অর্জন করতে চায় তবে তাও পারবে। পক্ষান্তরে যদি বিবেক বুদ্ধিই না থাকে তবে সে কোনো কাজেই আসবে না।"

আবদুল্লাহ্ ইবনু মুহাম্মদ আল কুরতুবী

শিরোনাম বিন্যাস

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রথম অধ্যায়

হত্যা ও ফৌজদারী বিচার

আমি সর্বপ্রথম ঐ সকল বিচারের বর্ণনা করবো, যা নবী করীম [সা] হত্যা মামলায় করেছেন। সহীহ্ মুসলিম সহ অন্যান্য সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম হত্যা মামলার নিষ্পত্তি করবেন এবং বান্দার যাবতীয় আমলের মধ্যে প্রথমে নামাযের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন।

শির্কের পর নরহত্যা ছাড়া আর কোনো বড় গুনাহ নেই। রাসূলে আকরাম [সা] বলেছেন- 'মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট সমস্ত পৃথিবী ও তার যাবতীয় বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়া ততোটুকু ক্ষতিকর নয়, যতোটুকু ক্ষতিকর একজন মুসলমান নিহত হওয়া।' ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল তাঁর মুসনাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর মুসনাদে বাকী[১] ও বায্যারে বর্ণিত আছে, নবী করীম [সা] বলেছেন- 'যদি আসমান জমিনের সকল অধিবাসী একজন মুসলমানকে [অবৈধভাবে] হত্যা করার জন্য একমত পোষন করে, তবে আল্লাহ্ তাদের সবাইকে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'
অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে হত্যার জন্য মুখের অর্ধেক শব্দাংশ দিয়েও সাহায্য করবে, তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির করা হবে যে, তার কপালে লেখা থাকবে-'এ আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত।' বুখারী শরীফে আছে, হুজুরে পাক [সা] বলেছেন- 'কোনো মুসলমান যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো অবৈধ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত না হবে ততোক্ষণ দীনের পাকড়াও থেকে মুক্ত থাকবে।' আরো বলা হয়েছে- 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে, তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করেনি এবং কোনো মুসলমানের রক্ত নিয়ে বাহাদুরী করেনি [অর্থাৎ হত্যা করেনি], তাহলে আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে মাফ করে দেয়া।'

খাত্তাবীতে বর্ণিত - রাসূল [সা] বলেছেন, 'কোনো মুসলমান যতোক্ষণ কারো রক্তপাতের কারণ না হবে ততোক্ষণ সে পবিত্র ও (জাহান্নাম থেকে) মুক্ত। আর

---

১. বাকী স্পেনের এক হাফিজে হাদীসের নাম।

যখন সে রক্তপাতের কারণ হয়ে গেল তখন সে তার সমস্ত পূণ্য ও আযাদী নষ্ট করে দিলো।' ইমাম মালিক [রহ] বলেছেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে, সে কোনো হত্যাকান্ডে শরীক ছিলোনা তাহলে সেদিন তার কোন লজ্জা ও ভীতি থাকবে না।'

রাসূল [সা] এর প্রামাণ্য আমল

এখন আমরা হত্যাকান্ডের বিচার সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে অপরাধীদের জন্য বন্দীশালা বা জেলখানা সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রশ্ন হচ্ছে- নবী করীম [সা] ও হযরত আবুবকর [রা] কাউকে বন্দীশালায় রেখেছেন কি না? এ ব্যাপারে উলামাগণ দ্বিধা বিভক্ত। একদল বলেছেন- হযরত আবু বকর [রা] ও হুজুরে পাক [সা] এর কোন বন্দীশালা ছিলোনা এবং কাউকে তাঁরা বন্দী করে রাখেননি।

দ্বিতীয় দলের মতে-রাসূলে আকরাম [সা] মদীনায় এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে বন্দী করেছিলেন। এ সম্পর্কে আবদুর রাজ্জাক ও ইমাম নাসাঈ স্ব স্ব গ্রন্থে, বাহাজ ইবনু হাকিম তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন- (বর্ণনাকারী বলেন-) নবী করীম [সা] মদীনায় আমার সম্প্রদায়ের কিছু লোককে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ও বন্দী করে রেখেছিলেন। অন্য বর্ননায় আছে- নবী করীম [সা] এক ব্যক্তিকে কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে দিনের এক প্রহর বন্দী করে রেখেছিলেন। অবশ্য পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইবনু যিয়াদের 'আহকাম' নামক গ্রন্থে ফকীহ্ আবু সালেহ আইয়ুব ইবনু সুলাইমান থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম [সা] এমন এক ব্যক্তিকে বন্দী করলেন, যে এক গোলামকে তাঁর অংশ মুক্ত করে দিয়েছিলো। অতঃপর সে গোলামকে পুরোপুরি মুক্ত করে দেয়াটা নিজের জন্য অপরিহার্য মনে করলো। অন্য বর্ণনায় আছে- এ জন্য সে কিছু ছাগল ভেড়াও বিক্রি করেছিলো। ইবনু শো'বানের কিতাবে ইমাম আওযায়ী [রহ] থেকে বর্ণিত আছে- একবার এক ব্যক্তি ইচ্ছেকৃত এক গোলামকে হত্যা করে ফেললো। নবী করীম [সা] তাকে একশ' কোড়া ও এক বছরের নির্বাসন দিয়েছিলেন। গোলামের কোনো রক্তপণ নেননি। বরং তাকে একজন গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবনু শো'বান বলেন, নবী করীম [সা] কোড়া মারা ও বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর [রা]এর বন্দীশালা

ইবনু শো'বান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব [রা]এর একটি বন্দীশালা ছিলো এবং তিনি হাতিয়াকে দুষ্কর্মের অভিযোগে আটক করে রেখেছিলেন। আর সাবিগকে বন্দী করেছিলেন কারণ, সে সূরা আয-যারিয়াত, মুরসালাত ও নাযিয়াত ইত্যাদি সম্পর্কে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করেছিলো এবং লোকদেরকে ঢালাওভাবে গবেষণা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলো। এজন্য তাকে ইরাক অথবা বসরা নির্বাসন দিয়েছিলেন। সাথে সাথে এ ফরমানও জারী করেছিলেন যে, কেউ যেনো তার নিকট না বসে। পরে হযরত আবু মূসা আশয়ারী [রা]হযরত ওমর [রা]কে লিখেছিলেন এখন সে তওবা করেছে। এরপর তার সাথে কথা না বলার নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়েছিলো।

হযরত ওসমান [রা], আলী [রা] ও অন্যান্যদের বন্দীশালা

হযরত ওসমান ইবনু আফ্‌ফান [রা] যাবী বিন হারিসকে আটক করেছিলেন। সে বনু তামীম গোত্রের সন্ত্রাসী ছিলো। পরে বন্দী অবস্থায়ই সে মৃত্যু বরণ করে। হযরত আলী ইবনু আবী তালিব [রা] কুফায় জেলখানা স্থাপন করেছিলেন। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের [রা] মক্কা শরীফে লোকদেরকে আটক করে রাখতেন এবং নিজ বাড়ির বন্দীশালায় মুহাম্মদ ইবনু হানিফা [রহ]কে আটকে রেখেছিলেন। কারণ তিনি তার কাছে বাইয়াত নিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিতাবুল খাত্তাবীতে হযরত আলী [রা] সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বাঁশ দিয়ে একটি কয়েদখানা তৈরী করেছিলেন এবং তার নাম রেখেছিলেন নাফে'। চোরেরা সেটিকে উপড়ে ফেলার পর তিনি মাটির দেয়াল দিয়ে মজবুত এক কয়েদখানা নির্মাণ করেন। তার নাম রাখেন মুখাইয়িস। তারপর তিনি নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَانِيْ كَيِّساً مُكَيِّساً

بَنَيْتُ بَعْدَ نَافِعٍ مُخَيِّسًا

حِصْناً حَصِيْنًا وَّامِيْرًا كَيِّسًا–

"তোমরা কি আমার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখেছো,

আমি নাফি'র পর মুখাইয়িস তৈরী করেছি।

যা এক মজবুত কিল্লা এবং প্রশাসকও বিজ্ঞ।"

কুরআন সুন্নাহর আলোকে বন্দী করে শাস্তি প্রদান

মুসান্নাফ আবু দাউদে নযর ইবনু সুমাইল কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন- আমি নবী করীম [সা] এর নিকট আমার এক পাওনাদারকে হাজির করলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, 'তার সাথে সাথে লেগে থাকো। হে বনী তামীমের ভাই! তুমি তোমার কয়েদীর[২] সাথে কিরূপ আচরণ করতে চাও?'

তাছাড়া আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি যারা বন্দীশালা সম্পর্কে কথা বলেন তাদের পক্ষের দলিল। ইরশাদ হচ্ছে-

فَامْسِكُوهُنَّ فِيْ الْبُيُوتِ حَتَّي يَتَوَفَّا هُنَّ الْمَوْتُ–

তাদেরকে (অভিযুক্ত মহিলা) গৃহবন্দী করে রাখো, যতোদিন মৃত্যু এদেরকে তুলে না নেয়।

আর নবী করীম [সা] এর এ উক্তি যা তিনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন, এক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য বন্দী করে রেখেছিলো। তিনি বলেছেন-' হত্যা করো হত্যাকারীকে, বন্দী করো বন্দীকারীকে।' আবু উবাইদ [রা] বলেন-'বন্দী করো বন্দীকারীকে।' একথার তাৎপর্য হচ্ছে- বন্দী করো ঐ ব্যক্তিকে যে হত্যা করার জন্য লোকদেরকে বন্দী করে রেখেছিলো তাকে আমৃত্যু বন্দী ক'রে রাখো।

এরকম একটি কথা আবদুর রাজ্জাক তার গ্রন্থে বর্ননা করেছেন। বলা হয়েছে- হযরত আলী [রা] বন্দীদের বন্দী করে রাখতেন যতোদিন তার মৃত্যু না হতো।

যুদ্ধবন্দী কাফিরদের ব্যাপারে নবী করীম [সা] এর ফায়সালা

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস ইবনু মালিক [রা] হতে বর্ণিত- একবার বনী আকল অথবা বনী উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোক নবী করীম [সা] এর নিকট (মুসলমান হবার জন্য) এলো। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকুল না হওয়ায় তারা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন নবী করীম [সা] তাদেরকে যাকাতের উটের কাছে যাবার এবং তার পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেলো। কিছুদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে মোটা তাজা হয়ে উঠলো। একদিন তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে রওয়ানা হলো। এ খবর পাওয়া মাত্র নবী করীম [সা] তাদেরকে ধরার জন্য লোক পাঠালেন। বেলা বেড়ে উঠার পর তাদেরকে গ্রেফতার করে এনে হাজির করা হলো। তখন রাসূল [সা] এর নির্দেশে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হলো। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়া হলো তারপর তাদেরকে বন্দী রাখার নির্দেশ দিলেন যতোদিন তারা তওবা না করে।

আবু কিলাবা [রা] বলেন- তারা চুরি করেছিলো, হত্যা করেছিলো,ঈমান আনার পর কুফুরী করেছিলো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। এ জন্য তাদেরকে এতো কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিলো।

সাঈদ ইবনু যুবাইর মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক এবং মুহাম্মদ ইবনু সাইর- কিতাব আবি উবাইদে বর্ণনা করেছেন, এ ঘটনাটি ঘটেছিলো সূরা আল মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণের পূর্বে।

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِـي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا

وَيُصَلَّبُوْٓا وَتُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ–

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে দেয়া কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা। [সূরা আল মায়িদা-৩৩]

বুখারী ও মুসলিমে আছে, তারা সংখ্যায় আটজন ছিলো। গরম শলাকা দিয়ে চোখ ফুঁড়ে দেয়া হয়েছিলো, এটি আনাস [রা] এর বর্ণনা। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে আছে, আমি আনাস [রা] কে জিজ্ঞেস করেছিলাম,কিভাবে চোখ ফুঁড়ে দেয়া হয়েছিলো? তিনি বললেন, লোহার শিক গরম করে তাদের দু'চোখে এমনভাবে লাগানো হতো চোখ গলে পানির মতো বেরিয়ে যেতো।

হত্যাকারীকে কিভাবে হাজির করা হতো এবং তাকে হত্যা করার পদ্ধতি কী ছিলো?

মুসলিমে সামাক ইবনু হরবা হতে বর্ণিত হয়েছে, আলকামা ইবনু ওয়ায়েল তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- একবার আমরা নবী করীম [সা] এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে রশি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে রাসূলে আকরাম [সা] এর নিকট নিয়ে এলো এবং বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে।'

---

২. সাথে সাথে থাকা অর্থাৎ গৃহবন্দী বা নযর বন্দী, এটাও এক ধরনের কয়েদ।

তখন রাসূল [সা] জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি হত্যা করেছো?' কিন্তু সে কোনো উত্তর দিলো না? তখন রাসূল [সা] বাদীকে বললেন, সে যদি স্বীকার না করে তবে তোমাকে স্বাক্ষী হাজির করতে হবে। ইত্যবসরে হত্যাকারী বললো, 'হ্যাঁ, আমি হত্যা করেছি।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'কিভাবে হত্যা করেছো?' লোকটি বললো, আমি একটি গাছ থেকে লাকড়ী কাটছিলাম, লোকটি আমাকে গালি দিলো শুনে আমি রেগে গেলাম এবং মাথায় কুঠার দিয়ে আঘাত করলাম, ফলে সে মারা গেল। ঘটনা শুনে রাসূলে আকরাম [সা] তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নিকট কি এমন কোনো সম্পদ আছে যার বিনিময়ে তুমি বাঁচতে পারো?' সে বললো, 'আমার নিকট এ কুঠার এবং একটি কম্বল ছাড়া আর কিছুই নেই।' বলা হলো, 'তোমার সম্প্রদায় কি তোমাকে রক্তপণ দিয়ে মুক্ত করে নেবে?' সে বললো, 'আমি আমার সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।' তখন নবী করীম [সা] তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, 'তুমিতো জান তোমার সাথী ঐ ব্যক্তি যে তোমাকে নিয়ে যাবে (হত্যার জন্য)।' যখন বাদী তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেললো তখন তিনি বললেন, 'তাকে হত্যা করলে সেও হত্যার অপরাধে অপরাধি হবে।' এ কথা শুনে বাদী ফিরে এলো এবং বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে হত্যা করলে আমিও হত্যার অপরাধে অপরাধী হবো? কিন্তু একেতো আমি আপনার নির্দেশেই বন্দী করেছি।' রাসূল [সা] বললেন, 'তুমি কি এটা চাও না যে, সে তার এবং তার দ্বারা নিহত ব্যক্তির গুনাহ একাই বহন করুক?' সে বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেন নয়?' হুজুর [সা] বললেন, 'এরকমই হবে। (যদি তাকে তুমি হত্যা না করো।)' একথা শুনে লোকটিকে বাঁধন মুক্ত করে রশিটি দূরে ফেলে দিলো।'

অন্য বর্ণনায় আছে- যখন ঐ ব্যক্তি হত্যাকারীকে নিয়ে রওয়ানা দিলো তখন রাসূল [সা] বললেন, 'হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে।' একথা একজন তাকে গিয়ে বললো, অমনি সে তাকে ছেড়ে দিলো।

ইসমাঈল ইবনু সালেম বলেন, আমি হাবীব ইবনু আবি সাবিতের নিকট বর্ণনা করলাম তিনি বললেন, আমার নিকট ইবনু আশরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, নবী করীম [সা] মার্জনাকারীকে বললেন, 'তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে'। মুসনাদে ইবনে আবি শাইবায় ওয়ায়েল ইবনু হাজর আল হাজরামীর হাদীসটিও অনুরূপ। সেখানে বলা হয়েছে- নবী করীম [সা] নিহত ব্যক্তির ওলীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তাকে মা'ফ করে দেবে?' সে বললো, 'না।' তিনি বললেন, 'তবে কি তাকে হত্যা করবে?' বললো, 'হ্যাঁ, আমি তাকে হত্যা করবো।' একথা সে তিনবার বললো। রাসূল [সা] বললেন, 'যদি তুমি তাকে মা'ফ করে দাও তবে সে তার গুনাহর ভাগী হয়ে যাবে।'

মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবায় আবু হুরাইরা [রা] কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে নবী করীম [সা] এর দরবারে হাজির করা হলো। তিনি তাকে নিহত ব্যক্তির ওলীর নিকট সোপর্দ করে দিলেন। হত্যাকারী বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাকে হত্যা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। রাসূল [সা] নিহত ব্যক্তির ওলীকে বললেন, "যদি সে সত্য বলে থাকে তবে তাকে হত্যা করলে তুমিও জাহান্নামী হবে।" একথা শুনে নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে ছেড়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, সে রশি গুটিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলো। এরপর থেকে সে যুন্নুসয়া (রশিওয়ালা) বলে পরিচিত হয়ে গেল। উক্ত মুসান্নাফ ছাড়া অন্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে আকরাম [সা] বলেছেন, "মনের ভুলে এবং হাতের ইচ্ছেয় কাজটি হয়েছে।" নাসীঈ শরীফে আছে, (হত্যাকারীর ভাষ্য) আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাকে কখনো হত্যা করার ইচ্ছে পোষণ করিনি। রাসূল [সা] তার ওলীকে বললেন, 'যদি তার বক্তব্য সঠিক হয় এবং তুমি তাকে হত্যা করো, তাহলে তুমি জাহান্নামী।

ইসলামের প্রথম খুন যার কিসাস (বদলা) নেয়া হয়েছিলো

ইবনু ইসহাক বর্ণিত- একবার নবী করীম [সা] তায়েফ যাচ্ছিলেন। যাত্রা পথ ছিলো- নাখলায়ে ইয়ামানিয়া[৩] এবং মালিহ[৪] লুব্বা [৫] ও হিররাতুর রায়া[৬] এর উপর দিয়ে। হিররাতুর রায়া পৌঁছে নবী করীম [সা] একটি মসজিদ নির্মাণ করান এবং সেখানে নামায আদায় করেন। আমর ইবনু শুয়াইব আমাকে বলেছে, সেদিন তিনি সেখানে একটি খুনের বদলা নিয়েছিলেন। যা ছিলো ইসলামের প্রথম খুন যার (বদলা) নেয়া হয়েছিলো।

বনী লাইসের এক ব্যক্তি বনি ফুজাইলের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তখন রাসূলে আকরাম [সা] হত্যার শাস্তি স্বরূপ তাকে হত্যা করেন। ওয়াযিহায় বর্ণিত

---

৩. নাখলায়ে ইয়ামানিয়া একটি নদীর নাম যা মক্কা মুকাররমা হতে এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত।

৪.নজদবাসীরা এখান থেকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধেন ।

৫.দূর্গম পথ।

৬. কংকরময় দূর্গম পথ।

হয়েছে, তাকে শপথের [কাসামত][৭] এর প্রেক্ষিতে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। ওয়াযিহা এবং সারীর এ বর্ণিত হয়েছে- মুহাল্লিম ইবনু জাসামাহ্, আমের ইবনু আজবাত আশযায়ীকে হত্যা করে। তখন তার ওয়ারিশগণ শপথ করেছিলো। অতঃপর নবী করীম [সা] তাদেরকে দিয়াত (রক্তপণ) প্রদানের প্রস্তাব দেন। তখন তারা দিয়াত (রক্তপণ) দিতে রাজী হয়। তখন নবী করীম [সা] তাদেরকে রক্তপণ হিসেবে একশ' উট ধার্য্য করেন।

এঘটনার পর (হত্যাকারী) মুহাল্লিম অল্প ক'দিন বেঁচে ছিলো। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন- মাত্র সাতদিন জীবিত ছিলো। যখন তাকে দাফন করা হলো, তখন কবর তার লাশ বাইরে নিক্ষেপ করলো। ঐতিহাসিকগণ আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] তিনবার বলেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করোনা। এজন্য তাকে তিনবার দাফন করার পর তিনবারই কবর তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছিলো, এ ঘটনার পর রাসূল [সা] বলেছেন, জমিন এর চেয়েও বড় পাপীকে গ্রহণ করে কিন্তু একে গ্রহণ না করে আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিতে চান।

তারপর লোকজন তাকে পাহাড়ের উপত্যকায় রেখে আসে এবং সেখানে হিংস্র জন্তু জানোয়ার তার লাশ ভক্ষণ করে।

পাথর নিক্ষেপে হত্যা প্রসঙ্গে নবী করীম [সা] এর ফায়সালা

বুখারী শরীফে হযরত আনাস ইবনু মালিক [রা] থেকে বর্ণিত হয়েছে, একবার এক ইহুদী একটি মেয়ের মাথা পাথর দিয়ে থেতলে দেয়। অন্য বর্ণনায় আছে- এক ক্রীতদাসী অলংকার সজ্জিত হয়ে শহরের বাইরে গেলে এক ইহুদী তাকে পাথর নিক্ষেপ করে। মুমূর্ষ অবস্থায় মেয়েটিকে নবী করীম [সা] এর নিকট আনা হয়। তখন নবী করীম [সা] মেয়েটিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে মেরেছে? সে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, এবারো মেয়েটি মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর মেয়েটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। অতঃপর ইহুদীকে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। অবশেষে সে স্বীকার করলো। তখন রাসূলে করীম [সা] পাথর দিয়ে তার মাথা থেতলে দেবার নির্দেশ দিলেন। সহীহ্ মুসলিম ও মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল [সা] তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড দিলেন।

---

৭. যখন কোনো লোকালয়ে মৃত্যুদেহ পাওয়া যায় এবং সেখানকার অধিবাসীগণ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করে। তখন সেখানকার কতিপয় লোককে শপথ করানো হয়। এটাকে ইসলামী পরিভাষায় 'কাসামত' বলা হয়।

এ সম্পর্কে ফকীহদের মতামত

এ হাদীস থেকে জানা যায়, যে জিনিস দিয়ে হত্যাকারী হত্যা করবে তাকে সেই জিনিস দিয়েই হত্যা করতে হবে। যেমন কেউ পাথর অথবা লাঠি অথবা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যা করলে তাকেও পাথর কিংবা লাঠি বা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েই হত্যা করতে হবে। এ অভিমত ইমাম মালিক [রহ] এর। ইমাম আবু হানিফা [রহ] এর মতে হত্যাকারী যা দিয়েই হত্যা করুক না কেন তাকে তলোয়ার দিয়েই হত্যা করতে হবে। উল্লেখিত হাদীস হতে আরো একটি কথা প্রমাণিত হয়, পুরুষ কর্তৃক কোনো স্ত্রীলোক নিহত হলে বিনিময়ে ঐ পুরুষকে হত্যা করা যাবে। তৃতীয় আরেকটি মাসয়ালা হচ্ছে- অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইঙ্গিত করা মুখে বলার সমতুল্য।

গর্ভবতীকে প্রহার করে গর্ভপাত ঘটানো সম্পর্কে রাসূল [সা] এর ফয়সালা

বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা ইমাম মালিক এ বর্ণিত হয়েছে, বনী হুজাইলের দু'মহিলা ঝগড়া করে একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করে। আঘাতে ঐ মহিলার গর্ভপাত ঘটে যায়। নবী করীম [সা] জরিমানা স্বরূপ ঐ মহিলাকে একজন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে প্রদানের নির্দেশ দেন। মুসলিমের অপর হাদীসে আছে- দু'মহিলা ঝগড়া করে একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করলে তখন সেই মহিলা ও তার গর্ভস্থ সন্তান দু'জনই মারা যায়। অন্য বর্ণনায় আছে, উক্ত মহিলাকে তাবুর খুঁটি দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। মহিলা গর্ভবতী ছিলো এবং তারা পরস্পর সতীন ছিলো। যা হোক মহিলা নিহত হবার পর নবী করীম [সা] এর দরবারে মামলা দায়ের করা হলে তিনি নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারীনী মহিলার আসাবাদের[৮] ওপর চাপিয়ে দেন এবং গর্ভস্থিত সন্তানের জন্য গুররাহ্[৯] আদায়ের নির্দেশ দেন।

নাসাঈ শরীফে আছে- একজন অপরজনকে তাবুর খুঁটি দিয়ে প্রহার করে গর্ভস্ত সন্তানসহ তাকে হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ [সা] নিহত মহিলার গর্ভস্থ

---

৮. আছাবা মৃত ব্যক্তির ঐ আত্মীয়কে বলা হয়, মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদে যার কোনো নির্দিষ্ট অংশ নেই। বরং যাবিল ফুরুজগণ নিজ নিজ অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ (যদি থাকে) সে প্রাপ্ত হয়।

৯. গুররাহ্ ক্রীতদাস বা দাসীকে বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে দিয়াতের (রক্তপণ) অংশ, যার পরিমাণ ৫০০ দিরহাম।

সন্তানের বিনিময়ে গুররাহ্ আদায়ের নির্দেশ দেন এবং হত্যাকারী মহিলাকে হত্যা করা হয়। নাসাঈ ছাড়াও অন্যান্য কিতাবে এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে আছে- রাসূলুল্লাহ [সা] গর্ভস্থ সন্তানের বিনিময়ে গুররাহ্‌র মূল্য আদায় করলেন। যার পরিমাণ ৫০ দিনার অথবা ৬০০ দিরহাম। এটি হযরত কাতাদাহ্ ও মালিক ইবনু আনাস এর বর্ণনা।

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে ইকরামা থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক মহিলা আরেক মহিলাকে হত্যা করেছিলো, তাদের স্বামীর নাম ছিলো হাম্মল ইবনু মালিক এবং হত্যাকারীর নাম উম্মে আফীফ বিনতে মাসরূহ, বনী সা'দ ইবন হুযাইল গোত্রের মেয়ে। নিহত মহিলার নাম মালিকাহ্ বিনতে আওয়াইমির, বনী লিহইয়ান ইবনু হুযাইল গোত্রের মেয়ে। বুখারীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী করীম [সা] হত্যাকারী মহিলাকে হত্যা করেননি। হযরত আবু হুরাইরা [রা] এর হাদীস থেকে জানা যায়, নিহত মহিলার গর্ভস্থ সন্তানের বিনিময়ে গোলাম বা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু অভিযুক্ত মহিলা (শাস্তি প্রদানের আগেই) মৃত্যুবরণ করে। তখন নবী করীম [সা] তার স্বামী কন্যাদের ওয়ারিশ ঘোষণা করলেন এবং আসাবাদের ওপর দিয়াত নির্ধারণ করলেন।

নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে যদি সনাক্ত করা না যায়

মুয়াত্তায় এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন তার গোত্রের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাকে বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনু সুহাইল ও মুহায়্যিসা তাদের অস্বচ্ছলতার কারণে খায়বার চলে গিয়েছিলো। সেখানে এক ব্যক্তি এসে মুহায়্যিসাকে সংবাদ দিলো আবদুল্লাহ ইবনু সুহাইলকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁর লাশ কোনো কূপ অথবা ঝর্ণার মধ্যে গুম করে দেয়া হয়েছে। সে ইহুদীদের গিয়ে বললো, 'আল্লাহর কসম! তোমরা আমার ভাইকে হত্যা করেছো।' তারা বললো, 'না, আমরা তাকে হত্যা করিনি।' অতঃপর সে নিজ গোত্রের নিকট এসে সবকিছু খুলে বললো। পরিশেষে মুহায়্যিসা তার বড় ভাই হুয়ায়্যিসা ও আবদুর রহমান ইবনু সুহাইলকে সাথে নিয়ে নবী করীম [সা] এর নিকট গেলো। মুহায়্যিসা যেহেতু খায়বার গিয়েছিলো সেহেতু সেই আগে কথা বলতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, 'বড়দের প্রতি লক্ষ্য রাখো।' অর্থাৎ হুয়ায়্যিসাকে বলতে দাও। প্রথমে হুয়াইয়্যিসা সব ঘটনা বললো পরে মুহায়্যিসা বিস্তারিত জানালো। শুনে রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, 'ইহুদীরা হয় দিয়াত দেবে না হয় যুদ্ধ করবে।' তিনি ইহুদীদের লিখে জানালেন। উত্তর এলো-'আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি।' অতপর সকলে ঐ তিনজনকে বললেন, 'তোমরা শপথ করে বলো যে, ইহুদীরা তোমাদের ভাইকে হত্যা করেছে। তাহলে তোমরা দিয়াতের মালিক হয়ে যাবে।' তারা বললো- আমরাতো শপথ করতে পারিনা। কারণ আমাদের সামনে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়নি। নবী করীম [সা] বললেন, যদি ইহুদীরা কসম করে বলে, তারা হত্যা করেনি? তারা বললো-'ইয়া রাসূল্লুল্লাহ্! তারাতো মুসলমান নয়। আমরা কাফিরদের শপথ কি করে বিশ্বাস করবো।' অতপর রাসূলুল্লাহ্ [সা] নিজের পক্ষ থেকে একশ' উট দিয়াত আদায় করে দিলেন।

অন্য হাদীসে আছে- রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন -'যদি তোমাদের মধ্যে ৫০ জন তাদের যে কোনো একজনের বিরুদ্ধে শপথ করে তবে তাকে বেঁধে তোমাদের হাওয়ালায় দিয়ে দেয়া হবে।'

বুখারী শরীফে আছে, নবী করীম [সা] বললেন, 'তোমরা হত্যাকারীর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করো।' তারা নিবেদন করলো, 'আমাদের নিকট কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।' তিনি বললেন, 'তবে সে (ইহুদী) শপথ করবে।' তারা জবাব দিলো, 'আমাদের ইহুদীদের শপথ গ্রহণযোগ্য নয়। তখন হুজুরে পাক [সা] বিনা প্রমাণে রক্তপাতকে অপছন্দ করলেন এবং যাকাতের উট হতে (ইহুদীদের পক্ষ থেকে) দিয়াত আদায় করে দিলেন। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম [সা] প্রথমে ইহুদীদের শপথ করতে বললে, তারা শপথ করতে অস্বীকার করলো। পরে আনসারকে শপথ করতে বললেন। সেও শপথ করতে অস্বীকার করলো। তখন নবী করীম [সা] ইহুদীকে দিয়াত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।

হুয়ায়্যিসা এবং মুহায়্যিসা নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই ছিলো এবং আবদুর রহমান ছিলো তার আপন ভাই। আবদুর রাজ্জাক বলেন, ইসলামে এটাই প্রথম ঘটনা যা কাসামাতের[১০] (শপথের) মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে নিম্নোক্ত মাসয়ালাগুলো জানা যায়-

মাসয়ালা-১ এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো, কাসামাত বা শপথের মাধ্যমে হত্যার শাস্তি দেয়া যায়। যার প্রমাণ, নবী করীম [সা] এর বাণী- 'তোমরা কি

১০. যদি কোনো নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীকে সনাক্ত করা না যায় তবে মহল্লাবাসীর মধ্য থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করে বলবে, তারা হত্যা সম্পর্কে কিছুই জানেনা। তাহলে তারা হত্যার শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। তখন মহল্লাবাসী মিলে শুধু দিয়াত আদায় করলেই চলবে। এ পদ্ধতিকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'কাসামাত' বলে।

শপথ করবে এবং প্রিয়জনের খুনের বদলা নেবে? 'দ্বিতীয় মুসলিম শরীফের হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে, 'অতঃপর বেঁধে তোমার জিম্মায় দিয়ে দেয়া হবে।'

মাসয়ালা-২ প্রথমে অভিযোগকারীকে শপথ করাতে হবে।

মাসয়ালা-৩ শুধুমাত্র শপথ করতে অস্বীকার করলেই সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না, যতোক্ষণ অভিযুক্তরাও এ ব্যাপারে শপথ না করে।

মাসয়ালা-৪ জিম্মিরা যখন কারো অধিকার আদায় করতে অস্বীকার করবে, তখন প্রয়োজনে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ।

মাসয়ালা-৫ যে প্রশাসক হতে দূরে অবস্থানরত, তাকে যদি হাজির করা না যায়, লিখিত নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে।

মাসয়ালা-৬ বিচারক সাক্ষীদের অনুপস্থিতিতে রায় লিখতে পারেন।

মাসয়ালা-৭ কাসামাত বা শপথের ব্যাপারে শুধুমাত্র একজনের শপথ যথেষ্ট নয়।

মাসয়ালা-৮ জিম্মিদের ব্যাপারেও ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী ফায়সালা করতে হবে।

নবী করীম [সা] যাকাতের উট হতে ইহুদীদের পক্ষ থেকে যে দিয়াত আদায় করেছেন। মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এর খাত থেকেই তিনি তা আদায় করেছেন এবং তিনি একথাও জানতে পারেননি যে, নির্দিষ্ট কোনো ইহুদী তাকে হত্যা করেছে।

মাসয়ালা-৯ এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, কাউকে যাকাতের মাল থেকে নিসাব এর চেয়েও বেশী প্রদান করা যেতে পারে।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ [রহ] এ ব্যাপারে একমত যে, প্রথমে বাদীকে শপথ করার নির্দেশ দিতে হবে। তবে ইমাম শাফিঈ [রহ] বলেন- যদি নিহত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বলে যায়, অমুক আমার হত্যাকারী তাহলে বাদীকে শপথ করানোর প্রয়োজন নেই। আর যখন বাদী ও বিবাদীর মধ্যে শত্রুতা মূলক সম্পর্ক থাকবে যেমন ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে ছিলো তাহলে কাসামত বাধ্যতামুলক নইলে বাধ্যতামূলক নয়।

পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা

নাসাঈ ও ইবনু আবী শাইবায় হযরত বাররা [রা] থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমার মামা আবু বুরদার সাথে একবার আমি সাক্ষাৎ করলাম। তখন তার কাছে একটি ঝান্ডা ছিলো। তিনি বললেন, আমাকে নবী করীম [সা] ঐ ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন, যে পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিয়ে করেছে তাকে হত্যা করার জন্য। অন্য কিতাবে আছে- তার শিরোচ্ছেদ করার এবং তার সম্পদ লুটে নেয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

কিতাবুস্ সাহাবায় ইবনে আবু খুসাইমা থেকে বর্ণিত, খালিদ ইবনু আবু কারিমা, মুয়াবিয়া ইবনু কুররা এবং তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম [সা] তার পিতা অর্থাৎ মুয়াবিয়ার দাদাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছিলেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলো। ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন বলেন- এ হাদীসটি সহীহ।

মুসান্নাফ ইবনু আবী খুসাইমায় আছে- নবী করীম [সা] এক উম্মে ওয়ালাদ (দাসী) মারিয়ার সাথে তার চাচাতো ভাইয়ের অবৈধ সম্পর্কের গুজব শোনা যাচ্ছিলো। একদিন তিনি হযরত আলী ইবনু আবী-তালিব কে বললেন, যাও, যদি তুমি তাকে [অর্থাৎ মারিয়ার চাচাতো ভাইকে] মারিয়ার নিকট পাও তবে তার শিরোচ্ছেদ করবে। হযরত আলী (রা) তার নিকট এসে দেখলেন, সে এক পুকুরে সাতার কেটে নিজের শরীর ঠান্ডা করছে। তাকে বললেন, তোমার হাত বের করো। অতঃপর তিনি তাকে হাত ধরে সেখান থেকে উঠালেন। দেখলেন, সে নপুংসক, তার যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অঙ্গ নেই। তখন হযরত আলী (রা) তাকে ছেড়ে দিয়ে নবী করীম [সা] এর নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে নপুংশক।' অন্য হাদীসে আছে- তাকে এক খেজুর বাগানে পাওয়া গিয়েছিলো, তখন সে খেজুর সংগ্রহ করছিলো এবং একটি কাপড় তার শরীরে জড়ানো ছিলো। অকস্মাৎ যখন তরবারীর দিকে দৃষ্টি পড়লো অমনি সে কাঁপতে শুরুকরলো এবং তার শরীর থেকে কাপড় খুলে পড়ে গেলো। দেখা গেলো সে নপুংশক।

দু'টো জনপদের মাঝামাঝি কোনো লাশ পাওয়া গেলে

মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবায় হযরত আবু সাঈদ [রা] থেকে বর্ণিত, একবার একটি লাশ দুটো জনপদের মাঝামাঝি পাওয়া গেলো। তখন নবী করীম [সা] নির্দেশ দিলেন, জনপদ দুটোর দূরত্ব পরিমাপ করে নিকটতর জনপদকে দায়িত্ব নিতে হবে।

ওমর ইবনু আবদুল আযীয থেকে মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে- কতিপয় লোকের বাড়ির সামনে একবার একটি লাশ পাওয়া গেল। নবী করীম [সা] বললেন, 'অভিযুক্তকে শপথ করতে হবে, যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে তবে দিয়াতের অর্ধেক তাকে পরিশোধ করতে হবে [অবশিষ্ট অর্ধেক বাতিল হয়ে যাবে]।'

আহত হয়ে আরোগ্য লাভের পর ক্ষতিপূরণ আদায়

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির পা গোড়ালীসহ জখম করে। আহত ব্যক্তি নবী করীম [সা] এর কাছে এসে বললো, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে দিন।' তিনি বললেন, 'তোমার ক্ষতস্থান ভালো হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো।' কিন্তু সে তার কথায় অটল রইলো, বললো, এখন আমাকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে দিন। অগত্যা রাসূল [সা] তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো ঐ লোক ল্যাংড়া হয়ে গেছে তখন সে আক্ষেপ করা শুরু করলো, যে আমার শত্রু সে ভালো রইলো আর আমি খোঁড়া হয়ে গেলাম। নবী করীম [সা] তাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি ভালো না হয়ে ক্ষতিপূরণ নিয়ো না। কিন্তু তুমি আমার কথা অমান্য করেছো। আল্লাহ্ তোমাকে খোঁড়া বানিয়ে দিয়েছেন।' তখন নবী করীম [সা] নির্দেশ দিলেন, 'এ ব্যক্তির পর যে ল্যাংড়া অথবা জখম হবে সে যেনো সুস্থ না হয়ে ক্ষতিপুরণ আদায় না করে। কারণ তার ক্ষতস্থান ভালো না হয়ে তার মতো হতে পারে, অথবা ভালো হয়েও যেতে পারে। কিন্তু যে ক্ষত আরো অবনতির দিকে যাবে অথবা পঙ্গুত্বের পর্যায়ে পৌঁছবে, তার ক্ষতিপূরণ নেই তবে দিয়াত দিবে। আর যে ব্যক্তি জখমের বদলা নিলো এবং যার কাছ থেকে নিলো, যদি তার ক্ষত আরো মারাত্মক রূপ ধারণ করে তবে তার কাছ থেকে গৃহীত দিয়াত অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে এবং সে গুলো তাকে ফেরৎ দিতে হবে।'

আতা ইবনু আবী রাবাহ্ বর্ণনা করেন- জখমের জন্য কিসাস নির্দিষ্ট। ইমামের এ অধিকার নেই যে, তাকে প্রহার করবে কিংবা বন্দী করে রাখবে। তার থেকে তো কিসাসই নেয়া হবে। তোমাদের প্রভু কোনো কিছু ভুলে যান না। তিনি চাইলে প্রহার করার অথবা বন্দী করার শাস্তি নির্দিষ্ট করতে পারতেন। ইমাম মালিক [রহ] বলেছেন- 'তার থেকে কিসাস নেয়ার পর তার অপরাধের জন্য কোনো শাস্তি প্রদান করা যাবে না।'

দাঁত সম্পর্কে নবী করীম [সা] এর ফায়সালা

বুখারী, মুসলিমে হযরত আনাস ইবনু মালিক [রা] থেকে বর্ণিত- নযরের কন্যা এবং রবী'র বোন একবার এক মেয়েকে পাথর নিক্ষেপ করে, ফলে তার সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। এ ব্যাপারে নবী করীম [সা] এর দরবারে মামলা

দায়ের করা হলো। তিনি কিসাসের ফায়সালা দিলেন। তখন রবী ইবনু নযরের মা দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুকের কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে? আল্লাহর কসম! তা কখনো হতে পারে না।' রাসূল [সা] বললেন, 'সুবহানাল্লাহ্! হে উম্মে রবী' কিসাস তো আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা।' সে বললো, 'আল্লাহর কসম! এর থেকে কখনো কেসাস নেয়া যেতে পারে না।' একথা সে বার বার বলতে লাগলো। এমনকি দিয়াত পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত সে বলতে লাগলো। রাসূল [সা] বললেন- 'আল্লাহর বান্দার মধ্যে এমন কিছু বান্দা আছে যে আল্লাহর নামে শপথ করে তা পুরো করে।'

বুখারী ও মুসলিমে আছে, এক ব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তির হাত কামড় দিয়ে চেপে ধরলো। তখন ঐ ব্যক্তি হেচকা টানে তার মুখ থেকে হাত বের করে ফেললো। কিন্তু হাত বের করার সময় তার মুখের সামনের একটি দাঁত পড়ে গেলো। লোকজন এসে নবী করীম [সা] এ নিকট এর মিমাংসা চাইলো। তিনি বললেন, 'তোমরা উটের মতো এক ভাই অপর ভাইকে কামড়ে ধরবে, এটা কেমন কথা? যাও তোমাদের জন্য কোনো দিয়াত নেই।'

আবু দাউদে আছে, নবী করীম [সা] ঐ চোখ সম্বন্ধে বলেছেন যা স্থানচ্যুত হয়না বটে কিন্তু আঘাতের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এরূপ অবস্থায় দিয়াতের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করতে হবে। মদুওনা এবং মুয়াত্তায় হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত থেকে বর্ণিত হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্থ চোখের জন্য ১০০শ' দিনার প্রদান করতে হবে। ইমাম মালিক বলেন, এ ব্যাপারে মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি

মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে- একবার বনী আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা] এর কাছে এসে বললো, আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি। হযরত আবু বকর [রা] জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একথা আর কাউকে বলেছো? সে বললো, না। তখন হযরত আবু বকর [রা] বললেন, তুমি আল্লাহর কাছে মা'ফ চাও এবং গোপনীয়তা রক্ষা করো। আল্লাহ তোমার দোষ গোপন রাখবেন এবং তোমার তওবা কবুল করবেন। এ কথায় সে আশ্বস্ত না হয়ে হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব [রা]এর নিকট এলো এবং পূর্বের মতো বললো। হযরত ওমর [রা] ও হযরত আবু বকরের মত পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারলো না। অগত্যা নবী করীম [সা] এর নিকট এলো এবং বললো, আমার দ্বারা ব্যভিচার সংঘটিত হয়েছে। রাসূল মুখ ফিরিয়ে নিলেন। যখন সে তার কথার

উপর জিদ ধরে রইলো, তখন নবী করীম [সা] তার পরিবারের লোকদের ডাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ কি পাগল? এখন কি ও পাগলামী করছে? তারা উত্তর দিলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে সম্পূর্ণ সুস্থ ।

রাসূলে আকরাম [সা] তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত না অবিবাহিত? সে উত্তর দিলো, আমি বিবাহিত। তখন রাসূলে আকরাম [সা] তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড (রজম) দিলেন।

বুখারী শরীফে বর্ণনায় আছে- বনী আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী করীম [সা] এর নিকট এসে ব্যাভিচারের স্বীকারোক্তি করলো। রাসূল [সা] তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তো পাগলামীতে পায়নি? সে জবাব দিলো, না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বললো, হ্যাঁ। তখন নবী করীম [সা] এর নির্দেশে তাকে জানাযার স্থানে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো। যখন পাথর নিক্ষেপের ফলে দিক বিদিক জ্ঞানশুণ্য হয়ে সে দৌড়ে পালাতে লাগলো, তখন তাকে ধরে এনে আবার পাথর নিক্ষেপ করা হলো, যতোক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করলো। নবী করীম [সা] ঘটনা শুনে তার সম্পর্কে ভালো কথা বললেন এবং তার নামাযে জানাযা পড়ালেন।

আবু দাউদে (অতিরিক্ত) আছে, [নবী করীম বললেন] 'যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, অবশ্যই সে এখন জান্নাতের ঝর্ণাধারায় অবগাহন করছে।'

মুয়াত্তায় বলা হয়েছে, এক মহিলা রাসূল [সা] নিকট এসে বললো, আমি যিনা করেছি এবং যিনার কারণে গর্ভবতী হয়েছি। নবী করীম [সা] তাকে বললেন, তুমি চলে যাও, সন্তান প্রসব হলে এবং তার দুধপান করানোর সময় শেষ হলে এসো। যখন তার সন্তানের দুধ পানের মেয়াদ শেষ হলো তখন সে রাসূল [সা] এর দরবারে এসে উপস্থিত হলো। তিনি বললেন, তোমার এ সন্তানকে কারো দায়িত্বে দিয়ে দাও। যখন সে সন্তানকে অন্য একজনের দায়িত্বে রেখে এলো, তখন তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ দেয়া হলো। তার জন্য বুক সমান গভীর এক গর্ত খুঁড়া হলো এবং তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। অতপর নবী করীম [সা] তার জানাযার নামায পড়ালেন। হযরত ওমর (রা) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তার জানাযা নামায পড়লেন? এতো ব্যভিচারিনী। তিনি বললেন, এ মহিলা এমন তওবা করেছে তা যদি পৃথিবীবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয় তবে সকলের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে যে, সে (আল্লাহর ভয়ে) নিজের জীবন দিয়ে দিলো।

নাসাঈ শরীফে (আরো) আছে- রাসূল তাকে পাথর নিক্ষেপ করতে এলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে সজোরে একটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। তখন তিনি গাধার ওপর সওয়ার ছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে নিম্নোক্ত মাসয়ালাগুলো জানা যায়–

মাসয়ালা-১ যাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে তাকে বেত্রাঘাত বা কষাঘাত করা যাবে না।

মাসয়ালা-২ পাগলের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নবী করীম [সা] এর বাণী- 'সে কি পাগলামী করছে?'

মাসয়ালা-৩ কোনো অপরাধ করে গোপনে আল্লাহর নিকট তওবা করলে তিনি তা মা'ফ করে দেন। যেমন হযরত আবুবকর ও ওমর [রা] পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মাসয়ালা-৪ মুয়াত্তার বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, যিনার স্বীকৃতি একবার করলেই তাকে শাস্তি দেয়া যাবে। বার বার না করলেও চলবে।

নবী করীম [সা] ইহুদী ব্যভিচারীর শাস্তিতে রজমের নির্দেশ দিয়েছেন

মুয়াত্তায় বলা হয়েছে- একবার কয়েকজন ইহুদী নবী করীম [সা] এর কাছে এসে বললো, আমাদের এক মহিলা যিনা করেছে। রাসূল [সা] তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তওরাতে ব্যভিচারের জন্য কি শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে? তারা বললো, আমরা তাকে অপমাণিত করি এবং চাবুক মারি। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনু সালাম [রা] (যিনি পূর্বে ইহুদী পন্ডিত ছিলেন) বললেন, তোমরা মিথ্যে বলছো। তওরাতে যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যার কথা উল্লেখ আছে। তারা তাওরাত নিয়ে এলো এবং তা পাঠের সময় হাতের আঙ্গুল দিয়ে রজমের কথা লুকিয়ে রাখলো। আবদুল্লাহ ইবনু সালাম [রা] ইহুদী পন্ডিতকে বললেন, তোমার হাতের আঙ্গুল সরিয়ে নাও। যখন সে তা সরিয়ে নিলো তখন রজমের আয়াত বেরিয়ে গেলো। তখন রাসূলে আকরাম [সা] তাদের দু'জনকে রজমের (পাথর নিক্ষেপে হত্যার) নির্দেশ দিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর [রা] বলেন, আমি রজমের সময় লক্ষ্য করলাম, পুরুষটি বারবার ঝুকে পড়ছিলো; মনে হচ্ছিলো সে স্ত্রীলোকটিকে বাঁচাতে চাচ্ছে।

মায়ানিল কুরআনে হযরত জুযায [রা] হতে বর্ণিত হয়েছে খায়বারের ইহুদী সরদারদের মধ্যে যিনার প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হতো এবং তওরাতে বিবাহিত ব্যভিচারের শাস্তি রজমের কথা উল্লেখ ছিলো। যাহোক একবার এক ইহুদী পুরুষ ও মহিলা যিনা করে, তারা তার বিচারের জন্য নবী করীম [সা] এর শরনাপন্ন হলো। এই আশায় যে, তিনি হয়তো বিবাহিত ব্যভিচারের জন্য চাবুক মারার নির্দেশ দেবেন। তাদের এ ষড়যন্তের কথা আল্লাহপাক প্রচার করে দিলেন, নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে-

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ (ج) يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا (ط)

আল্লাহর কিতাবের শব্দসমূহ তার আসল স্থান থেকে সরিয়ে দেয় এবং লোকদেরকে বলে, তোমাদের এ নির্দেশ দেয়া হলে মানবে নইলে মানবেনা। (আল মায়িদা-৪৭)

আবু দাউদে আছে- এক ইহুদী পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচার করে ধরা পড়লো এবং তাদেরকে বিচারের জন্য নবী করীম [সা] এর দরবারে হাজির করা হলো। তখন রাসূল [সা] তাদের গোত্রের দু'জন বড়ো আলিমকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এদের ব্যাপারে তোমরা তাওরাতে কি নির্দেশ পেয়েছো?' তারা বললো, 'আমরা তওরাতে এই পেয়েছি, যদি চার ব্যক্তি এরকম সাক্ষ্য দেয়, তারা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের গুপ্তস্থান এমনভাবে মিলিত অবস্থায় দেখেছে, যেভাবে সুরমাদানির মধ্যে সুরমা শলাকা ঢুকানো থাকে। তবে তাদেরকে রজম করতে হবে।' রাসূল [সা] জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদেরকে রজমের বিধান কার্যকরী করতে তোমাদেরকে কে বাধা দিলো?' তারা বললো, 'এতে আমাদের আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। তাছাড়া আমরা হত্যাকে অপছন্দ করি।'

নবী করীম [সা] তাদের ব্যাপারে চারজন সাক্ষ্য চাইলেন, তারা চারজন সাক্ষ্য হাজির করলো। অতঃপর তিনি তাদের দু'জনকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করার নির্দেশ দিলেন।

এ হাদীসটি থেকে যে সব ফিক্হী মাসয়ালা জানা যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইহুদীরা যখন ইসলামের ফায়সালার ওপর রাজী থাকবে তখন ইহুদী আলিমদের

মতামত না নিয়েই ড়িাচারক রায় দিতে পারেন। দ্বিতীয় মাসয়ালা হচ্ছে- ইহুদীদের বেলায় গর্ত না খুঁড়ে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। যদি ইহুদীদেরকে গর্ত করে রজম করা হতো তাহলে পুরুষটি মহিলার প্রতি ঝুকে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারতো না। এটি ইমাম মালিক [রহ] এর মসলক। কতিপয় আলিমের অভিমত হচ্ছে বিচারক ইচ্ছে করলে গর্ত খনন করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন। তৃতীয় মাসয়ালা হচ্ছে- যাকে রজম করা হবে তাকে বেত্রাঘাত করা যাবেনা। সুনান আবু দাউদ এবং কিতাবুশ শরফে বর্ণিত হয়েছে- রাসূলাল্লাহ [সা] এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সহবাস করেছিলো এবং স্ত্রী তার জন্য তা হালাল করে দিয়েছিলো। যদি হালাল করে না দিতো তবে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার নির্দেশ দেয়া হতো।

অবিবাহিত ও অসুস্থ ব্যভিচারীর শাস্তি

মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে- একবার দু'ব্যক্তি রাসূল [সা] এর দরবারে মামলা দায়ের করলো, তাদের একজন বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন।' দ্বিতীয়জন বললো, হাঁ আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। তবে তার আগে আমাকে কয়েকটি কথা বলার অনুমতি দিন। নবী করীম [সা] বললেন, ঠিক আছে, বলো। সে বলতে লাগলো, আমার ছেলে তার নিকট চাকুরী করতো। সে তার স্ত্রীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। লোকজন আমাকে বলেছে, আমার ছেলে হত্যাযোগ্য অপরাধ করেছে। এ জন্য আমি তাকে (অর্থাৎ ঐ মহিলার স্বামীকে) একশ' ছাগল ও একটি দাসী ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। এরপর আমি বিজ্ঞ লোকদের সাথে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করেছি, তারা বলেছে- তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের নির্বাসন দেয়া হবে এবং ঐ মহিলাকে রজম করা হবে। রাসূল [সা] বললেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবো। তোমার ছাগল ও দাসী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। [তিনি তার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত করে এক বৎসরের নির্বাসন দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন, তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে স্বীকারোক্তি নাও। যদি সে স্বীকার করে তবে তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড দাও। তখন তার নিকট গিয়ে স্বীকারোক্তি চাওয়া হলো। সে স্বীকৃতি দিলো, অতঃপর তাকে রজম [পাথর নিক্ষেপে হত্যা] করা হলো।

ইমাম মালিক [রহ] বলেন- উক্ত হাদীসে আসীফ [عسيف] শব্দ রয়েছে যার অর্থ ভৃত্য। কতিপয় ওলামা বলেন- নবী করীম [সা] এর কথা, 'আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবো' এর অর্থ হচ্ছে আমি ওহীর ভিত্তিতে ফায়সালা করবো যদিও তা কুরআনে নেই। তার প্রমাণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী 'তাঁর কাছে কি গায়েবের ইলম আছে যে, তিনি নির্দেশ দেন।'

এ হাদীস থেকে কয়েকটি ফিক্হী মাসয়ালা জানা যায় -

মাসয়ালা - ১ যিনা করার পর কোনরূপ সন্ধি করে নেয়া অবৈধ।

মাসয়ালা - ২ হদ প্রয়োগের ব্যাপারে প্রতিনিধি নিয়োগ করা। ইমাম আবু হানিফা দ্বিমত পোষন করে বলেন- হদ প্রয়োগে প্রতিনিধি নিয়োগ বৈধ নয় বিশেষ করে সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে।

মাসয়ালা - ৩ ব্যভিচারীর একবার স্বীকারোক্তি প্রদান করাই যথেষ্ট।

মাসয়ালা - ৪ যার ওপর রজম অপরিহার্য তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে না।

মাসয়ালা - ৫ মাসয়ালার ব্যাপারে বিজ্ঞ আলিমের কাছে জিজ্ঞেস করা।

মাসয়ালা - ৬ কোনো মহিলার ওপর যিনার অপবাদ আরোপ করলে এবং তা প্রমাণ করতে না পারলে অপবাদ আরোপকারীকে শাস্তি প্রদান বাধ্যতামূলক।

মাসয়ালা -৭ বিধিবিধানের ব্যাপারে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য।

মাসয়ালা -৮ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার তার আছে।

মাসয়ালা -৯ অবিবাহিত ব্যাভিচারীকে নির্বাসন দেয়া যাবে।

মাসয়ালা-১০ মহিলা এবং ক্রীতদাসকে নির্বাসন দেয়া যাবে না। কারণ, মহিলাদের গোপনে থাকার কর্তব্য এবং ক্রীতদাস সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম বুখারী নির্বাসনের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে তাকে এলাকা থেকে বহিস্কার করে দিতে হচ্ছে। তিনি বুখারী শরীফের একটি শিরোনাম নির্বাচন করেছেন এ প্রসঙ্গে- 'অবিবাহিত পুরুষ মহিলা যিনা করলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করে নির্বাসনে পাঠানো।' গ্রন্থকার বলেন, নির্বাসন বলতে এতোটুকু দূরে তাকে যেতে বাধ্য করা যতোটুকু দূরে গেলে নামায কসর করা হয়।

মুয়াত্তায় ইমাম মালিক হযরত যায়িদ ইবনু আসলাম (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম [সা] এর জামানায় এক ব্যক্তি যিনা করে এবং তা স্বীকার করে। তখন নবী করীম [সা] একটি চাবুক চাইলেন। তাঁকে একটি পুরনো চাবুক দেয়া হলে

তিনি বললেন, এর চেয়ে ভালো চাবুক দাও। আবার যখন তাঁকে নতুন চাবুক এনে দেয়া হলো, তিনি বললেন, এর চেয়ে একটু নরম চাবুক আনো। এরপর এমন একটি চাবুক এনে দেয়া হলো, যা বেশী পুরনো নয় আবার একেবারে নতুনও নয়। তখন হুজুরে পাক [সা] এর নির্দেশে তাকে কোড়া মারা হলো।

উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে মানব মন্ডলী! তোমরা আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা থেকে বেঁচে থাকো। যে ব্যক্তি এ ধরনের অপবিত্র কাজ করে ফেলে তার উচিৎ গোপনে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া । আর যদি কেউ নিজেকে আমাদের সামনে প্রকাশ করে ফেলে, তবে তার ওপর আমরা আল্লাহর নির্দিষ্ট শাস্তি অবশ্যই প্রয়োগ করবো।

আবু উবাইদের কিতাবে আছে হযরত সা'দ ইবনু উবাইদাহ্ রাসূলে করীম [সা] এর কাছে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন, যে অত্যন্ত দূর্বল ও অসুস্থ ছিলো। তাকে তাঁর (অর্থাৎ সা'দের) দাসীদের মধ্যে এক দাসীর উপর অপকর্মে লিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। তখন রাসূলে করীম [সা] বললেন, একশ' শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট একটি ডালা নাও এবং তা দিয়ে তাকে একবার আঘাত করো। ইবনে কুতায়বার শরহে হাদীসে বলা হয়েছে তাকে কোড়া মারো। একথা শুনে লোকজন আরজ করলো, আমাদের ভয় হয় যে, সে মরে যাবে। বলা হলো, তাকে আস্কাল দিয়ে মারো। আস্কাল হচ্ছে খেজুরের (শুকনো) বাধা। মদীনাবাসী এটিকে গরক বলে।

ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি

হযরত আয়িশা [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করে আয়াত নাযিল হলো, তখন নবী করীম [সা] মিম্বারে দাঁড়িয়ে অবতীর্ণ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে লোকদের শুনিয়ে দিলেন। যখন তিনি মিম্বর থেকে নিচে নামলেন তখন দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন, তাদের হদ প্রয়োগের জন্য।

বুখারীতে হযরত উরওয়া [রা] থেকে বর্ণিত- ইফকের ঘটনার সাথে হিসান, মুসতাহ্ এবং হোমনা বিনতে জাহাশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য একটি দল ছিলো সক্রিয়। যার মূল নায়ক ছিলো মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনে আস্ সুলুল।

লিওয়াতাতের শাস্তি

নবী করীম [সা] লিওয়াতাতের [সমকামের] শাস্তি স্বরূপ কাউকে রজম করেছেন অথবা তার নির্দেশ দিয়েছেন, এমন কোনো প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র এতটুকু প্রমাণ আছে, তিনি লিওয়াতাতকারী এবং যার সঙ্গে লিওয়াতাত করা হয় তাদের উভয়কেই হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস [রা] ও আবু হুরাইরা [রা]।

হযরত আবু হুরাইরা [রা] -এর বর্ণনায় আরো আছে, চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। একথার ওপর হযরত আবু বকর [রা] ফায়সালা দিয়েছেন। আর এ ফায়সালা খাইরুল কুরুন এর পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্তের পর হযরত খালিদ [রা] এর নিকট লিখে পাঠান। এ ব্যাপারে হযরত আলী [রা] অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি এ অপকর্মের শাস্তি স্বরূপ সমকামীদের পুড়িয়ে হত্যা করার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস [রা] বলেছেন, যদি অবিবাহিত হয় তবে তাকে রজম করাই সমুচীন। ইবনু ফুজ্জার [রা] বলেন, সাহাবাগণ এ ব্যাপারে একমত।

হযরত আবুবকর [রা] বলেছেন, তাদের দুজনকে কোনো উঁচু দালানের ছাদ থেকে ফেলে দিতে হবে। হযরত আলী [রা] এর অপর বক্তব্য হচ্ছে, তাদের দুজনকে দেয়ালের নীচে দাঁড় করিয়ে তাদের দেয়াল চাপা দিয়ে হত্যা করতে হবে।[১১]

মুরতাদ ও জিন্দিকের শাস্তি

কোনো মুরতাদ অথবা জিন্দিককে নবী করীম [সা] হত্যা করেছেন, এরকম কোনো প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে নেই। তবে মুরতাদ ও জিন্দিকের শাস্তি যে মৃত্যুদন্ড, একথা নবী করীম [সা] বলেছেন এবং তা নির্ভরযোগ্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু বকর [রা] উম্মে কুরফা নামক এক মহিলাকে হত্যা করেছিলেন, সে ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো।

মাদকদ্রব্য সেবনের শাস্তি

বুখারী শরীফে হযরত উকবা ইবনু হারেস [রা] থেকে বর্ণিত। নুমানকে নবী করীম [সা] এর নিকট মাতাল অবস্থায় হাজির করা হলো, তখন তিনি ব্যাপারটি অপছন্দ করলেন এবং উপস্থিত সবাইকে তাকে প্রহার করতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তারা তাকে লাঠি ও জুতা পেটা করতে লাগলো। আমিও তাদের একজন ছিলাম, যারা তাকে মারতে দেখেছেন। হযরত আনাস [রা] বলেছেন, নবী করীম [সা] মাতালকে ছড়ি ও জুতা দিয়ে মেরেছেন। আর হযরত আবু বকর (রা) তাদেরকে ৪০ টি করে বেত্রাঘাত করেছেন।

সায়িব ইবনু ইয়াজিদ বলেছেন, নবী করীম [সা] এর সময়ে হযরত আবুবকর [রা] ও হযরত ওমর [রা] এর শাসনামলের প্রথম দিকে কোনো মাতালকে উপস্থিত করা হলে তাকে আমরা হাত, জুতা ও চাদর দিয়ে পিটাতাম। হযরত ওমর [রা] এর খিলাফতের শেষ দিকে এসে ৪০ টি বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। সীমালংঘনকারী ফাসিকদেরকে তিনি ৮০টি বেত্রাঘাতের বিধান জারী করেন।

অন্য এক হাদীসে হযরত উসমান ইবনু আফফান [রা] সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তার কাছে হুমরান এবং অপর এক ব্যক্তি ওয়ালিদ ইবনু উকবা এর বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হুমরান বলেন, সে মদ পান করতে দেখেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, আমি তাকে মদ বমি করতে দেখেছি। তখন হযরত ওসমান [রা] বললেন, সে বমি করে মদ ফেলে দিতে পারে না। আবার এমনও হতে পারে, তখন সে মদপান করেনি। তারপর তিনি হযরত আলী [রা] কে লক্ষ্য করে বললেন- হে আলী! উঠো তাকে বেত্রাঘাত করো। হযরত আলী [রা] আবার হযরত হাসান [রা] কে লক্ষ্য করে বললেন- হাসান উঠো তাকে বেত্রাঘাত করো। শুনে ইমাম হাসান [রা] বললেন- এ কাজ ঐ ব্যক্তির ওপর অর্পণ করুন যে এটাকে আনন্দের কাজ মনে করে। সম্ভবত হযরত হাসান, হযরত আলী [রা] এর ওপর কোন কারণে মনোক্ষুন্ন হয়েছিলেন। তারপর তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনু জাফর! তুমি বেত্রাঘাত করো। তখন সে উঠে বেত্রাঘাত করতে লাগলো এবং যখন বেত্রাঘাত শেষ হলো তখন তিনি বললেন, থামো! আর নয়। নবী করীম [সা] ও হযরত আবু বকর [রা] চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন এবং হযরত ওমর [রা] ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছেন। এ সবই সুন্নাত এবং আমি এটিই পছন্দ করি।

ইমাম শাফিঈ [রহ] চল্লিশ বেত্রাঘাতের নিয়মকে গ্রহণ করেছেন। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে আছে- রাসূল [সা] ৮০টি বেত্রাঘাত করেছেন।

চুরির শাস্তি

মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে- রাসূল [সা] একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কেটে দিয়েছিলেন। যার মূল্য ছিলো তিন দিরহাম। ইমাম মালিক বলেছেন, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া [রা] হিজরত করে মদীনায় আসেন এবং চাদর মাথার নীচে দিয়ে মসজিদে ঘুমিয়ে পড়েন। এমন সময় সেখানে এক চোর এসে চাদরটি নিয়ে পালাতে যায়। বিচারে তিনি তাকে হাত কেটে ফেলার নির্দেশ

১১. লিওয়াতাতের শাস্তি উভয়কে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সমস্ত সাহাবী একমত। কিন্তু কি ভাবে হত্যা করতে হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। -অনুবাদক।

দিলেন। শুনে সাফওয়ান [রা] বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এটা আশা করিনি। আমি তাকে আমার চাদরখানা দান করে দিলাম।' রাসূল [সা] বললেন, 'তুমি আমার এখানে অভিযোগ করার পূর্বে কেন এরূপ করলে না?'

নাসাঈ শরীফে আছে- একবার রাসূলে আকরাম [সা] এক চোরের হাত কেটে তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। বুখারী ও মুসলিমে আছে- একবার মাখজুমী গোত্রের এক কুরাইশী মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। নবী করীম [সা] তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ শুনে লোকজন খুব পেরেশান হয়ে পড়লো। কারণ সেই মহিলা ছিলো সম্ভ্রান্ত গোত্রের। তারা বলাবলি করতে লাগলো, উসামা ইবনু যায়িদ ছাড়া আর কে আছে? যাকে আল্লাহর রাসূল [সা] অত্যাধিক ভালোবাসেন। তারা হযরত উসামা [রা] কে বলে সুপারিশ করতে পাঠালেন নবী করীম [সা] এর কাছে। যখন তিনি রাসূলে করীম [সা] এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বললেন, তখন নবী করীম [সা] বললেন- 'হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা না করার ব্যাপারে সুপারিশ করতে এসেছো?' তখন হযরত উসামা ইবনু যায়িদ ভয় পেয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়েছে।' অতঃপর নবী করীম [সা] মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার হামদ্ ও সানা পেশের পর বললেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তবে আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।' অপর হাদীসে আছে, মাখজুমা গোত্রের ঐ মহিলাটি অলংকার ও আসবাবপত্র চেয়ে নিতো পরে তা অস্বীকার করতো। অতঃপর নবী করীম [সা] তার হাত কেটে দেয়ার নির্দেশ দেন।

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে- রাসূলে করীম [সা] এর নিকট এক ক্রীতদাসকে হাজির করা হলো, যে চুরি করেছিলো তাকে চারবার নবী করীম [সা] এর কাছে নেয়া হলো চারবারই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। পঞ্চমবার তাকে হাজির করা হলো। তখন রাসূল তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। পরে ৬ষ্ট বার তাকে আবার চুরির অপরাধে হাজির করা হলে তার একটি পা কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। ৭ম বার চুরির অপরাধে তার অপর হাত কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু ৮ম বার পুনরায় চুরি করলে তার দ্বিতীয় পাটিও কেটে দেয়া হয়।'

চুরির অপরাধে হত্যা

একবার নবী করীম [সা] এর দরবারে এক চোরকে হাজির করা হলো। তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো শুধু চুরি করেছে। তিনি বললেন, 'তার হাত কেটে দাও। কিছু দিন পর পুনরায় তাকে চুরির অপরাধে হাজির করা হলো। এবার তিনি বললেন- তাকে হত্যা করে ফেলো। লোকেরা বললো- হে আল্লাহর রাসূল! সে তো শুধু চুরি করেছে। তিনি বললেন- তার পা কেটে দাও। এভাবে সে বারবার চুরি করে ধরা পড়ায় তার চার হাত পা কেটে দেয়া হলো। হযরত আবু বকর [রা] এর শাসনামলে মুখ দিয়ে ধরে চুরি করার অপরাধে খলিফার নিকট হাজির করা হলে তাকে হত্যা করা হলো।

অধিকাংশ উলামার দৃষ্টিতে এ ঘটনাটি ঐ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট। ইমাম মালিক বলেন, পঞ্চমবার চুরির অপরাধে তাকে হত্যা করা যাবে। আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করবো। উসাইলী তার উস্তাদ বাগদাদী থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তা আমি তার চিঠিতে দেখেছি। সেখানে আছে- এক ব্যক্তি ছোট বাচ্চাদের চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলো। তাকে ধরে নবী করীম [সা] এর দরবারে হাজির করা হলো। তিনি তাকে হাত কেটে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে- রাসূল [সা] এর দরবারে এমন এক চোরকে আনা হলো, যে কিছু খাদ্যদ্রব্য চুরি করেছিলো। কিন্তু তিনি তার হাত কেটে দেয়ার নির্দেশ দেননি। সুফিয়ান [রা] বলেন- যে জিনিস এক দিনেই বিকৃত বা নষ্ট হয়ে যায়। যেমনঃ গোশত, তরকারী ইত্যাদি সেগুলো চুরি করলে হাত কাটা যাবেনা। তবে অন্য শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

নবী করীম [সা] এর মর্যাদা ও অধিকার ক্ষুন্নকারীর শাস্তি

শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, একবার এক ইহুদী মহিলা বিষ মেশানো গোশ্‌ত নবী করীম [সা]কে খেতে দেয়। সেই মহিলার নাম ছিলো, জয়নব বিনতে হারেস ইবনু সালাম। যখন গোশ্‌ত নবী করীম [সা] এর নিকট রাখা হলো তিনি সিনার এক টুকরো গোশ্‌ত উঠিয়ে খেতে শুরু করলেন। তাঁর সাথে বাশার ইবনু বাররাও খেতে বসেছিলেন। বাশার এক টুকরো গিলে ফেললেন কিন্তু নবী করীম [সা] গিলে ফেলার পূর্বেই টের পেলেন গোশ্‌তে বিষ মিশানো হয়েছে। তিনি মুখের গোশ্‌ত ফেলে দিলেন এবং বললেন- এ হাড় আমাকে বলে দিচ্ছে, এর সাথে বিষ মিশানো হয়েছে। মহিলাকে ডাকা হলো। সে স্বীকার করলো। বললো আমি এ কারণেই বিষ মিশিয়েছি, যদি আপনি

কোনো বাদশা হয়ে থাকেন তবে এ গোশ্ত খেয়ে শেষ হয়ে যাবেন এবং আমরাও বেঁচে যাবো। আর যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আপনি টের পেয়ে যাবেন এবং আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। নবী করীম [সা] তাকে মা'ফ করে দিলেন কিন্তু বাশার ইবনু বাররা ইন্তিকাল করলেন।

বুখারী, মুসলিম, কাজী ইসমাইল এবং ইবনু হিশাম এ ব্যাপারে একমত যে, নবী করীম [সা] তাকে মা'ফ করে দিয়েছিলেন। ইমাম আবু দাউদ এবং শরফুল মুস্তফা গ্রন্থের লেখক বলেছেন- নবী করীম [সা] একজন মুসলমানকে বিষাক্ত ছাগলের গোশ্ত খাইয়ে হত্যা করার অপরাধে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শরফুল মুস্তফা গ্রন্থে অন্য এক হাদীসে আছে, তিনি তাকে শূলে দিয়েছিলেন।

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে বর্ণিত হয়েছে- এক যাদুকরকে উপস্থিত করা হলে, তাকে বন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন এবং বলেন- যদি যাদুকরী তার পেশা হয়- তবে তাকে হত্যা করো। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল [সা] যাদুকরকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু সালাম তাঁর তাফসীরে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কথিত আছে- আয়িশা [রা] কে যাদু করার অপরাধে এক মুদাব্বারা[১২] দাসীকে তিনি হত্যা করেছিলেন। কিন্তু এ কথাটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে শুধুমাত্র এতটুকু প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, তিনি তাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এ রকম আরেকটি ঘটনা হযরত হাফসা [রা]এর সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজী ইসমাইল তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন- তিনি তাকে হত্যা করেছিলেন। তখন হযরত ওসমান [রা] অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন, কেন তিনি বিচারকের ফায়সালা ছাড়া এ সিদ্ধান্ত নিলেন।

ইবনু মুনযুর থেকে বর্ণিত- হযরত আয়িশা [রা] সেই দাসীকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং নবী করীম [সা] থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যাদুকরের শাস্তি তলোয়ার দিয়ে দিতে হবে।

এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে আপত্তি আছে। কারণ এটি ইসমাঈল ইবনু মুসলিমের বর্ণনা এবং সে দূর্বল রাবীর অন্তর্ভূক্ত।

নাসাঈ ও আবু দাউদে ইবনু আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত হয়েছে- এক অন্ধ ব্যক্তি শুনলো তার উম্মে ওয়ালাদ (দাসী) নবী করীম [সা] কে গালাগালি করছে। শুনে

১২. যে ক্রীতদাসীকে তার মালিক বলে-'আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।' এরূপ বাঁদীকে 'মাদাব্বারা' বলে। ক্রীতদাস হলে তাকে বলা হয় 'মুদাব্বার' এবং যে মালিক এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে 'মুদাব্বির' বলা হয়।-অনুবাদক।

সে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করে ফেললো। নবী করীম [সা] তাকে দিয়াত থেকে রেহাই দিয়েছিলেন।

এ হাদীস থেকে এ মাসয়ালা জানা যায় যে, নবী করীম [সা] কে কোনো ব্যক্তি গালি দিলে তাকে হত্যা করতে হবে। তার তওবা কবুল করা হবে না। ইবনু মানযার বলেছেন, একথার ওপর অধিকাংশ আলিম একমত কিন্তু আবু হানিফা [রহ] বলেন, জিম্মিদের মধ্য থেকে যদি কেউ নবী করীম [সা কে গালী দেয় তবে তাকে হত্যা করা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা [রহ] এর বক্তব্যের জবাবে বলা যেতে পারে, নবী করীম [সা] যখন কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার নির্দেশ, তখনতো সে জিম্মীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। রাসূল [সা] এর আদেশক্রমে একদল লোক তাকে হত্যা করার দায়িত্বে নিয়োজিত হয় এবং তাকে হত্যা করে। অন্য বর্ণনায় আছে- তার মাথা কেটে নবী করীম [সা] এর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।

হযরত আবু বকর [রা] কে এক ব্যক্তি গালাগালি করে ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে কষ্ট দেয়। এ ঘটনা দেখে হযরত আবু বুরজা আসলামী [রা] তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন আবু বকর [রা] আবু বুরজাকে লক্ষ্য করে বলেন- এ অধিকার আল্লাহর রাসূল [সা] এর জন্য নির্দিষ্ট।

নবী করীম [সা] কে গালি দিলে তাকে হত্যা করতে হবে একথা প্রমাণিত এবং তাঁকে অন্য কোনোভাবে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর ওপর অপবাদ আরোপ করার শাস্তিও গালির অনুরূপ। এটিকে ঈসা ইবনু কাসেম হতে তাঁর সংকলিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবনু ওয়াহাব মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন- যদি কেউ রাসূল [সা] কে অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থে কোনো পন্থা অবলম্বন করে, তাকে হত্যা করতে হবে।

ঈসার সংকলনে আরো বলা হয়েছে- তাকে তওবা করতে নির্দেশ দেয়া হবে এবং তওবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে। এটি ওয়াজিহায় বর্ণিত মলিক ও ইবনু কাসিম প্রমুখের মত। এ ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে- তাকে তওবা করার আহবান না জানিয়েই হত্যা করতে হবে। এটি ইবনু হাকিম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন।



দ্বিতীয় অধ্যায়

কিতাবুল জিহাদ [জিহাদ অধ্যায়]

ইবনু নুহাসের মাআনিল কুরআন, কাজী ইসমাঈলের আহ্‌কামুল কুরআন এবং সীরাতে ইবনু হিশামে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম [সা] হযরত আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ আসাদী [রা] কে একদল মুজাহিদ সমন্বয়ে এক অভিযানে পাঠান। সে দলে কোনো আনসার সাহাবী ছিলো না। ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, এ ঘটনা ছিলো রজব মাসের শেষ তারিখে। আহকামুল কুরআনে বলা হয়েছে, সে দিনটি ছিলো রজবের ৮ তারিখ। কেউ কেউ বলেছেন, সেটি ছিলো জমাদিউল উখরার ঘটনা। কেননা ইবনু হাজরামীর হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিলো জমাদিউল উখরার শেষ দিন অথবা রজব মাসের প্রথম দিন।

রাসূল [সা] আবদুল্লাহ্ ইবনু জাহাসকে পাঠানোর সময় একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, অমুক জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত তুমি এ চিঠি খুলে পড়বেনা। নিজের সঙ্গী সাথীদেরকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য বাধ্য করবে না। যখন তারা দু'দিনের পথ অতিক্রম করলো, তখন তিনি রাসূল [সা] এর নির্দেশ মোতাবেক চিঠিখানা খুলে পাঠ করলেন। সেখানে লেখা ছিলো, যখন তুমি আমার এ চিঠি পড়বে তখন তুমি মক্কা ও তায়েফের মধ্যস্থিত নাখলার দিকে রওয়ানা দেবে এবং সেখানে পৌঁছে কুরাইশদের অপেক্ষা করবে আর তাদের গতিবিধি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবে।
যখন তিনি চিঠি পড়া শেষ করলেন তখন তাঁর মুখ দিয়ে বেড়িয়ে পড়লো।

اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ–

[নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।]

তারপর বললেন, আমি স্বেচ্ছায় এবং সন্তুষ্ট চিত্তে এ নির্দেশ পালন করবো। অতঃপর সাথীদের লক্ষ করে বললেন, যে আমাদের সাথে যেতে চাও, সে সামনে অগ্রসর হও। আর যে ফিরে যেতে চাও সে ফিরে যেতে পারো। কেননা তোমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করাতে রাসূল [সা] নিষেধ করেছেন।

কাজী ইসমাঈল এবং নুহাস বলেছেন, এ ভাষণ শোনে দু'ব্যক্তি ফিরে গিয়েছিলো আর ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেছেন, কোনো ব্যক্তি ফিরে যায়নি।[১] যখন

১. এ বর্ণনাটিই সঠিক।

তারা নাজরান নামক স্থানে পৌঁছলে ফরা প্রান্তরে [বিশ্রামের সময়] হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস এবং উতড়্বা ইবনু গযওয়ানের উট হারিয়ে যায়। তারা তাদের উটের সন্ধানে লেগে যান। আবদুল্লাহ্ ইবনু জাহাশ অবশিষ্ট সাথীদের নিয়ে রওয়ানা হন এবং নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে যান, যেখানে নবী করীম [সা] তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এমন সময় তারা দেখতে পেলেন কিশমিশ, চামড়া ও অন্যান্য দ্রব্য নিয়ে কুরাইশদের কাফেলা যাচ্ছে। কাফেলার সাথে ওমর ইবনু আল্ হাজরামী, আবদুল্লাহ ইবনু উবাদ এবং মালিক ইবনু উবাদাও আছে। তা ছাড়া ছফদ [যার আসল নাম আমর ইবনু মালিক] এর ভাই ও সে কাফেলায় ছিলো।

মুসলমানগণ পরস্পর পরামর্শ করলেন, যদি আজ রাতে তাদেরকে কিছু না বলি তবে তারা হেরেমে প্রবেশ করবে। আর যদি আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে আক্রমণ করি তবে হারাম মাসে হত্যা করা হবে। তাঁরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। পরিশেষে তারা কাফিলা আক্রমণ করে মালামাল ছিনিয়ে নেবার ব্যাপারে সবাই একমত হলেন। ওয়াকিদ ইবনু আবদুল্লাহ্ তামিমী আমর ইবনু আল হাজরামীকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করলেন এবং সেই পাথরের আঘাতেই সে মৃত্যু বরণ করলো। ওসমান ইবনু আবদুল্লাহ্ হাত থেকে ছুটে দৌঁড়ে পালালো। এক কথায় তাঁরা তাদেরকে বিপর্যয়ের ফেলে দিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনু জাহাশ ও তার সাথীরা কাফিলার সমস্ত মালামাল ও বন্দী দু'জনকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছুলেন। রাসূল [সা] তাদেরকে বললেন, হারাম মাসে আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেইনি। বন্দী ও মালামাল গ্রহণের ব্যাপারে তিনি নিরব রইলেন। নবী করীম [সা] এর আচরণ দেখে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। মনে করলেন, তারা নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি। অন্যান্য মুসলমান ভাইয়েরা পর্যন্ত তাদের ওপর নারাজ।

এদিকে কুরাইশরা বলাবলি করতে লাগলো, মুসলমানগণ নির্লজ্জভাবে হারাম মাসে রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছে এবং মালামাল লুট করেছে ও লোকদের বন্দী করেছে। যে সমস্ত মুসলমান ইহুদীদের বিরোধিতা করতো তারা বললো, এ ঘটনা শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছে। ইহুদীরা ফাল গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত দিলো, আমর ইবনু আল হাজরামীকে ওয়াকিদ হত্যা করেছে এবং আমর عمر থেকে عَمَرَتُ الْحَرْبُ [যুদ্ধ বিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী] আর হাজরামী حَضْرَمِي থেকে حَضَرَتْ

العَرَبُ [যুদ্ধ অত্যাসন্ন] এবং ওয়াকিদ وَقِد থেকে وَقَدَتِ الحَرْبُ (যুদ্ধের আগুন ভরে উঠেছে) বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ফাল গ্রহণের ফলাফল তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত করে দিলেন। তখন আল্লাহ্ দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করে দিলেন-

يَسْئَلُنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَال فِيْهِ (ط) قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرَ (ط) وَصَدَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكَفَرَبِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَمِ (ق) وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ (ج)

লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা কি? আপনি বলে দিন এ মাসে যুদ্ধ করা বড়ো অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর কাছে এর চেয়েও বড়ো অন্যায় হচ্ছে আল্লাহর পথ থেকে লোকদের ফিরিয়ে রাখা। আল্লাহ্কে অস্বীকার ও অমান্য করা; ঈমানদারদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করা এবং হেরেমের অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিস্কার করা।' [আল- বাকারা]

অর্থাৎ ইবনু হাজরামীকে হত্যা করার চেয়েও উপরোক্ত গুনাহ্গুলো মারাত্মক। মুসলমানগণ যে ব্যাপারে পেরেশান ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তার ফায়সালা করে দিলেন। তখন নবী করীম [সা] কাফেলার সমস্ত মালামাল ও বন্দীদেরকে গ্রহণ করলেন। কুরাইশরা তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেবার প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠায়। রাসূল [সা] দূতকে বলে দেন যতোক্ষণ পর্যন্ত সা'দ ইবনু আবু ওক্কাস ও ওতবা ইবনু গাযওয়ান ফিরে না আসবে, ততোক্ষণ আমি তোমাদের বন্দীদেরকে ছাড়বো না। কেননা, আমি উক্ত দু'জনের ব্যাপারে চিন্তিত। যদি তোমরা তাদের হত্যা করে থাকো তাহলে আমিও তোমাদের বন্দী দু'জনকেও হত্যা করবো। হযরত সা'দ ও ওতবা এসে রাসূল [সা] এর সামনে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল [সা] তাদের মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্ত করে দিলেন। পরে হাকীম ইবনু কিসারী মুসলমান হয়ে যায় এবং বীরে মাউনার ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন। আর উসমান ইবনু আবদুল্লাহ্ মক্কায় ফিরে যায় এবং কুফ্রী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

মক্কীর হিদায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, এটাই ছিলো ইসলামের প্রথম লড়াই এবং প্রথম গণিমতের মাল যা কাফেলা থেকে পাওয়া গিয়েছিলো। আর এ হচ্ছে প্রথম নিহত ব্যক্তি যাকে হত্যা করা হয়েছিলো। কাজী ইসমাঈলের আহ্কামুল কুরআন গ্রন্থে আছে- প্রথম নিহত হয়েছিলো এক মুশরিক। ইবনু ওয়াহাব এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে মাক্কী বলেন, নবী করীম [সা] সমস্ত মালামাল ফেরত দিয়েছিলেন এবং নিহত ব্যক্তির দিয়াত বা রক্তপনও আদায় করে দিয়েছিলেন। আর ঘটনাটি ঘটেছিলো হিজরতের চৌদ্দ মাস পর।

গুপ্তচর ও গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে

বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে আয়াস ইবনু সালমা ইবনু উকু হতে বর্ণিত হয়েছে, এক মুশরিক গুপ্তচর নবী করীম [সা] এর নিকট আসছিলো। তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে বসা ছিলেন। যখন সে কাছাকাছি পৌঁছলো তখন নবী করীম [সা] বললেন, ঐ ব্যক্তিকে ধরে আন এবং হত্যা কর। তখন লোকজন তাকে ধরার জন্য বেরিয়ে গেলো। আয়াস [রা] বলেন, আমার পিতা ঘোড়া দৌড়ে তাকে ধরে আনলেন এবং তার উটনীও নিয়ে এলেন। অতঃপর তাকে হত্যা করলেন। নবী করীম [সা] নিহত ব্যক্তির মালামাল তাকে গণিমত হিসেবে প্রদান করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আবু রাফে [রা] বলেন, আমি হযরত আলী ইবনু আবু তালিব [রা] কে বলতে শুনেছি, নবী করীম [সা] যুবায়ের, মিকদাদ ও আমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমরা খুব তাড়াতাড়ি রওযায়ে খাক নামক স্থানে পৌঁছবে এবং সেখানে উটের ওপর আরোহী এক মহিলাকে দেখবে। তার কাছে একটি পত্র আছে। তোমরা পত্রটি নিয়ে আসবে। 'কিতাবুল ফযল' এ আছে- তোমরা দু'জন তার থেকে পত্রটি নিয়ে আসবে এবং তাকে ছেড়ে দেবে। যদি সে পত্র দিতে অস্বীকার করে তবে তাকে হত্যা করবে। বর্ণিত আছে- নবী করিম [সা] জিব্রাঈল [আ] কর্তৃক খবর পেয়েছিলেন। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছিলো আমার ঘোড়া আমাকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই রওযায়ে খাকে পৌঁছে গেলাম এবং উদ্দিষ্ট মহিলাকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, তুমি পত্রটি আমাদের দিয়ে দাও, অন্যথায় তোমাকে বিবস্ত্র করে আমরা তার সন্ধান করবো। শুনে মহিলা তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করে দিয়ে দিলো। আমরা তা নিয়ে রাসূল [সা] এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখা গেলো, হযরত হাতিব ইবনু আবী বালতায়া মক্কার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুশরিকদের সম্বোধন করে রাসূল [সা] এর কিছু আচরণ ও গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য পাচার করেছে।

রাসূল [সা] জিজ্ঞেস করলেন, হাতিব! এটা কি? সে উত্তর দিলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। কারণ আমি এমন এক লোক, কুরাইশদের মাঝে বড়ো হয়েছি কিন্তু আমি তাদের বংশের কেউ নই। আপনার সাথে যে সব মুহাজির আছেন মক্কায় তাদের বংশধর আছে। যারা তাদের পরিবার ও সম্পদের হিফাজত করছে। আমি চেয়েছিলাম যেহেতু আমার

কোনো বংশগত সম্পর্ক নেই তাই তাদেরকে কিছু ইহ্‌সান করি, যেন তারা আমার পরিবার পরিজনকে এ উসিলায় কিছু সাহায্য সহযোগীতা করে। এ সিদ্ধান্ত মুরতাদ ও কুফরীর দিকে ফিরে যাবার নিমিত্তে করিনি। একথা শুনে হুজুর [সা] উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, সে তোমাদের সত্য কথাই বলেছে। হযরত ওমর [রা] উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এ মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন, এ তো বদর যুদ্ধের অংশ গ্রহণ করেছে। তুমি কি জানো না, যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলে দিয়েছেন, যা চাও করো, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। অতঃপর আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। ইরশাদ হচ্ছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (ج) (الي اخر الاياة)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তোষ লাভের মানসে (দেশ ছেড়ে ঘর হতে) বের হয়ে থাকো তবে আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধু বানিয়ে নিয়োনা। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতোপূর্বেই অস্বীকার করেছে। (সূরা আল মুমতাহিনা-১)

আবু উবাইদ, তাঁর কিতাবুল আমওয়াল এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, উষ্ট্রারোহী যে মহিলার নিকট পত্র পাওয়া গিয়েছিলো তার নাম ছিলো- সারা। রাসূল [সা] মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হিশাম বলেছেন, ঐ মহিলা ছিলো মুজায়না গোত্রের।

সামনুন বলেন, যখন কোন মুসলমান দারুল হরবের কাফিরদের সাথে অন্যদের চিঠিপত্র বা অন্য কোন মাধ্যমে যোগাযোগ করবে তখন তাকে হত্যা করতে হবে। তাকে তাওবা করার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করা যাবে না। তার মাল সম্পদ ওয়ারিশগণ পাবে। অন্যদের মতে তাকে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে কঠিন শাস্তি দিতে হবে এবং তাকে দীর্ঘ মেয়াদ জেলে আটক রাখতে হবে এবং কাফিরদের কাছ থেকেও তাকে অনেক দূরে রাখতে হবে।

ইবনে কাসেম বলেছেন, তাকে তওবা করার কারণে মুক্তি না দিয়ে বরং হত্যা করতে হবে। কেননা সে যিন্দিকের মতো। আল্লাহ্ বলেছেন

এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা তোমাদের কথা কাফেরদের নিকট বলে দেয়। আর এরাই হচ্ছে গুপ্তচর।

সানমুনের কথাই অধিকতর সঠিক। যার প্রমাণ হাতিব সংক্রান্ত হাদীস এবং হযরত ওমর [রা] কর্তৃক তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত।

যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে ফায়সালা

ইবনু ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন- রক্তপাতের কারণে যারা বন্দী হতো নবী করীম [সা] তাদেরকে হত্যা করতেন। বদর যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিলো তাদের মধ্যে একমাত্র উকবাকে আসেম ইবনু সাবিত শিরোচ্ছেদ করেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত আলী ইবনু আবী তালিব [রা] শিরোচ্ছেদ করেন।

ঐতিহাসিক ইবনু হিশাম বলেছেন- নযর ইবনু হারিসকে হযরত আলী ইবনু আবী তালিব [রা] বন্দী করে রাসূল [সা] এর সামনে তাকে হত্যা করেছিলেন ছাফরা নামক স্থানে।

ইবনু হিশামের নিজস্ব গবেষণা হচ্ছে- তাকে আছিল নামক জায়গায় হত্যা করা হয়েছিলো। ইবনু হাবীব বর্ণনা করছেন- সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। [এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ভালো জানেন যে, উপরোক্ত বর্ণনায় কোনটা সঠিক।

ইবনু কুতায়বা বলেছেন- বদর যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছিলো রাসূল [সা] তাদের মধ্যে তিনজনকে হত্যা করেছিলেন। তারা হচ্ছে- উকবা বিনু আবু মুয়ীত, তায়ীমা ইবনু আদ্দী এবং নযর ইবনু হারিস। বাকীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। মুক্তিপণের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ধার্য করা হয়েছিলো চার হাজার এবং সর্বনিম্ন ছিলো মুসলমানদের লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মুক্তি। ইবনু ওয়াহাব বলেন, তখন মদীনাবাসী অল্প সংখ্যক লোক লেখা পড়া জানতো।

ইবনু সালামের তাফসীরে আছে- রাসূল [রা] বন্দীদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে যারা চেয়েছে তারা মক্কা চলে গেছে। 'কিতাবুল আ'রাব' এবং নুহাসের 'মাআনিল কুরআনে' হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ [রা] হতে বর্ণিত হয়েছে- যখন বদর যুদ্ধের বন্দীদের হাজির করা হলো, তখন রাসূল [রা] সাহাবাদের নিকট বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। হযরত আবু বকর [রা] বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এরাতো আপনারই গোত্রের কাজেই এদেরকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন। যাতে পরবর্তীতে এরা তওবা করার সুযোগ পায়।

হযরত ওমর [রা] বললেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্! এরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং আপনাকে দেশান্তর করেছে আর এদের যুদ্ধারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কাজেই এদেরকে শিরোচ্ছেদ করুন। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন-

مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰي حَتّٰي يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ (ط) تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا (ق) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ (ط) وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

কোন নবীর জন্য এটা শোভা পায়না যে, তার কাছে বন্দী থাকবে যতোক্ষণ সে জমিনে শত্রু বাহিনীকে খুব ভালো করে মথিত না করবে। তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও, অথচ আল্লাহ্ চান আখিরাতের। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী। (সূরা আনফাল-৬৭)

হাসান বসরী বলেছেন, এ ব্যাপারে কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়নি বরং তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেবার ফায়সালা গ্রহণ করেন। চার হাজার করে মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল [সা] সেদিন কোনো রক্তপাত সংঘটিত করেননি।

কিতাবুস শরফে আছে- ইসলামে সর্বপ্রথম যার মাথা ঝুলানো হয় সে হচ্ছে আবু উজ্জা। বর্শার মাথায় গেঁথে তা মদীনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সীরাত গ্রন্থ সমূহে বলা হয়েছে- বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে আবু উজ্জা ও আমর ইবনু আবদুল্লাহ্ কবি ছিলো। তারা লোকদের রাসূল [সা] এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো কবিতা ও গাঁথার মাধ্যমে। তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূল [সা] উবাই ইবনু হলফকে হত্যা করেছিলেন। তার ঘাড়ে ছোট একটি বল্লমের খোঁচা লেগেছিলো, সাথে সাথে তার ঘাড়ে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছিলো। তখন সে হত্যাকান্ড বন্ধ করে দিয়ে চিৎকার করতে থাকে, 'মুহাম্মদ আমাকে মেরে ফেলছে।' কাফির কুরাইশরা বললো, তোমার মনে ভয় ঢুকে গেছে তাই প্রলাপ বকছো। আল্লাহর ঐ দুশমন- শারফ নামক স্থানে প্রাণ ত্যাগ করে। উহুদ যুদ্ধে মাত্র ৭০০শ মুসলমান জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করছিলো আর বিপক্ষে কাফির সৈন্য ছিলো তিন হাজার।

বুখারী শরীফে আছে- হযরত সা'দ ইবনু মায়াজ [রা] উমাইয়া ইবনু খালফকে মক্কায় এসে বললেন, আমি নবী করীম [সা] কে বলতে শুনেছি, তোমাকে তিনি হত্যা করবেন। সে বললো, তা তো আমি জানিনা। একথা শুনার পর সে ভীষণ

ঘাবড়ে গেলো। যখন বদর যুদ্ধের দিন ঘনিয়ে এলো তখন আবু জাহেল লোকদেরকে উত্তেজিত করতে লাগলো। কিন্তু উমাউয়া ইবনু খালফ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রইলো। আবু জাহেল তার কাছে এসে বললো, 'হে আবু সাফওয়ান! যদি তুমিই বসে পড়ো তবে তো তোমার দলের সব লোকই বসে পড়বে। তুমি হচ্ছো দলপতি, কাজেই তোমাকে ঘাবড়ালে চলবে না।' তখন উমাইয়া বললো, ঠিক আছে তুমি যখন এতো করে বলছো তখন আমি ভালো একটি উট ক্রয় করে নেবো।

তখন সে তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললো, হে সাফওয়ানের মা! তুমি আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও। স্ত্রী বললো, তুমি বলো কি! মদীনার সেই বন্ধুর কথাটি তুমি ভুলে বসে আছো? সে বললো, না ভুলিনি। তবে আমি কিছুদুর গিয়েই ফিরে আসবো। পরে সে যখন বদর অভিমুখে রওয়ানা হল তখন কিছুদুর গিয়েই উটকে পেছনে ফেরাতে চাইলো কিন্তু উট শুধু সামনের দিকে এগুতে লাগলো। আবার কিছু দূর গিয়ে উটকে ফেরাবার চেষ্টা করলো কিন্তু উট আর তার কথা শুনলো না। এমনি ভাবে আল্লাহ্ তাকে বদর প্রান্তরে পৌঁছে দিলেন। নুহাস বলেন, তাকে আল্লাহর রাসূল [সা] নিজ হাতে হত্যা করেছেন।

ইয়ামামার সর্দার আবু উমামাকে বন্দী করে রাসূল [সা] এর সামনে উপস্থিত করা হলো। তখন তাঁর নির্দেশে তাকে মসজিদে বেঁধে রাখা হলো। রাসূল [সা] প্রতিদিন তিনবার তার কাছে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাতে লাগলেন। কিন্তু সে অস্বীকার করতে লাগলো। অবশেষে তাকে প্রস্তাব দেয়া হলো, যদি তুমি চাও তোমাকে মুক্ত করে দেয়া হবে, আর যদি চাও তবে মুক্তিপণ নেয়া হবে, তাছাড়া যদি তুমি চাও যে তোমাকে হত্যা করা হোক তবে তোমাকে হত্যা করা হবে। সে বললো, আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে এক নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। আর যদি মুক্তিপণ চান তাহলে দাবী অনুযায়ী পরিশোধ করা হবে। আর যদি মুক্তি দেন তাহলে এক কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে মুক্তি দেবেন। আল্লাহর কসম! আমি নিরূপায় হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবো না। অতঃপর রাসূল [সা] এর নির্দেশে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। সে রাসূল [সা] এর ব্যবহারে এতো মুগ্ধ হয় যে, সাথে সাথে বলে উঠে-

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ–

[আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, আপনি আল্লাহর রাসূল]

আসবাগ ইবনুল মাওয়ায এর গ্রন্থে বলেছেন- ইমামের উচিত কোনো বন্দীকে হত্যার পূর্বে তার নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা এবং তাকে জিজ্ঞেস করা যে, যারা তাকে বন্দী করেছে তাদের কারো সাথে তার কোনো চুক্তি হয়েছে কিনা? ইবনু আব্বাস [রা] বলেন, রাসূল [সা] বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নেয়া, তাদেরকে সৌজন্যতা প্রদর্শন করে ছেড়ে দেয়া, মৃত্যুদন্ড দেয়া কিংবা গোলাম বানানোর ইখতিয়ার দিয়েছেন, যেটি খুশী করতে পারেন।

বনী কুরাইযা ও বনি নাযীরের ব্যাপারে ফায়সালা

বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে- আহযাব যুদ্ধের সময় হযরত সা'দ ইবনু মায়াজ [রা] কে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, ফলে তাঁর বাহুর প্রধান রগ কেটে যায়। রাসূল [সা] তাঁর ক্ষতস্থান আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দেন, তবু তার ক্ষতস্থান ফুলে ইনফেকশন হয়ে যায়। তখন তিনি আল্লাহর নিকট দুআ করেন, "ইয়া আল্লাহ! আমাকে বনী কুরাইযার পরিণতি না দেখিয়ে মৃত্যু দিওনা।" এরপর তার ক্ষতস্থান সাময়িক ভাবে ভালো মনে হয়। এদিকে বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর হযরত সা'দ ইবনু মায়াজকে বিচারক মেনে নেয়। তখন রাসূল [সা] তাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর পাঠান। তিনি অল্প দূরেই থাকতেন। খবর পেয়ে গাধার পিঠে করে এসে উপস্থিত হলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকটবর্তী হলেন তখন হুজুর [সা] জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের নেতাকে এগিয়ে আনো। লোকজন তার দিকে এগিয়ে গেল। তিনি এসে নবী করীম [সা] এর কাছে বসে পড়লেন। হুজুরে পাক [সা] তাঁকে বললেন, এরা তোমাকে বিচারক মনোনীত করেছে।

হযরত সা'দ বললেন- আমি তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিচ্ছি, যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন সকল পুরুষকে হত্যা করা হবে। শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করা হবে এবং তাদের মালামাল (গনিমতের মাল হিসেবে) বন্টন করা হবে। রায় শুনে রাসূল [সা] বললেন- নিশ্চয়ই তুমি মহান আল্লাহর ইচ্ছেনুযায়ী ফায়সালা করেছো। তখন তাদের শিশু ও মহিলাদেরকে কিল্লা থেকে বের করে মদীনার বনী নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা যিনি বিনতে হারিস নামে খ্যাত তার বাড়ি নিয়ে বন্দী করে রাখা হ' এবং সক্ষম পুরুষদেরকে শিরোচ্ছেদ করা হয়।

তাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ৬/৭ শ'। তার মধ্যে তাদের সর্দার হুয়াই ইবনু আখতার এবং কা'ব ইবনু আসা'দ ও ছিলো। আরেক দলের মতে তাদের সংখ্যা ছিলো আটশ' থেকে এক হাজার।

কা'ব ইবনু আসাদকে যখন নবী করীম [সা] এর দরবারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন বনী কুরাইযা তাকে উদ্দেশ্য করে বললো- হে কা'ব! আমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে? সে উত্তর দিলো, তোমরা কি সর্বদা বোকাই রইলে? তোমরা দেখছো না আহবানকারী নমনীয় হবার পাত্র নয় এবং তোমাদের কাছ, থেকে যে যাচ্ছে সে আর ফিরে আসছে না। এতো আল্লাহ্র ইচ্ছেনুযায়ী হত্যা। আয়িশা [রা] বলেছেন- তাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছাড়া আর কোনো স্ত্রীলোককে হত্যা করা হয়নি। নিহত মহিলার নাম ছিলো বুনানা। এ কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো যে, সে খালদু ইবনে সুয়াইদকে উপর থেকে যাতা (চাককী) ফেলে হত্যা করেছিলো।

আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই ইবনু সুলুল হযরত সা'দ ইবনু মায়াযকে বনী কুরাইযার ব্যাপারে সুপারিশ করলো এবং বললো- তারা আমার দু'বাহুর মধ্যে একটি বাহু (স্বরূপ)। তাছাড়া তাদের মাত্র তিনশ' লোক সসস্ত্র বাকী ছয়শ' নিরস্ত্র। সা'দ [রা] তাকে বললেন- সা'দ শপথ করেছে, আল্লাহর সাথে যারা ষড়যন্ত্র করে তাদের কারো কোনো সুপারিশ গ্রহন করা হবে না। যাহোক তাদেরকে হত্যা করে বাড়ী পৌঁছা মাত্র তাঁর অসুখ বেড়ে গেলো এবং সেই অসুখেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইবনু শিহাব মুখতাছারে মদুওনায় বর্ণনা করেছেন, বনু নাযীরের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো তৃতীয় হিজরীর মুহাররম মাসে। কেউ কেউ বলেছেন ৪র্থ অথবা ৫ম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের ৯ তারিখে।

২৩ দিন তাদেরকে অবরোধ করে রাখা হয়েছিলো। আয়িশা [রা] বলেছেন, ২৫ দিন তাদেরকে অবরোধ করে রাখা হয়েছিলো।

অন্য বর্ণনায় আছে- রাসূল [সা] ২১ রাত তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন। অতঃপর তারা সন্ধি করার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন এবং বলে দেন, 'তাদেরকে মদীনা হতে বহিস্কার করা হবে।' তারা এ শর্ত মেনে নেয়। রাসূল [সা] তাদেরকে প্রতি তিন পরিবারের মালামাল একটি উটে যা নেয়া যায় সেই পরিমাণ নিয়ে যেতে এবং অবশিষ্ট মালামাল রেখে যেতে নির্দেশ দেন। তখন তারা শাম (সিরিয়া) এর দিকে চলে যায়।

এটাই তাদের হাশর বা জমায়েত হওয়ার স্থান।

আবু উবাইদ কিতাবুল আহমওয়ালে বর্ণনা করেছেন- ইহুদীদেরকে বলা হয়েছিলো, তোমরা রাসূল [সা] এর ফয়সালা মেনে নাও। কিন্তু তারা বললো, আমরা সা'দ ইবনু মায়াযের ফায়সালা মানবো। হুজুর [সা] বললেন- ঠিক আছে তার ফায়সালার ওপরই আস্থা রাখো।

আবু দাউদ শরীফে আছে- বনী নাযীর বনী কুরাইযার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ছিলো এবং তাদের উভয় গোত্রই হারুন [আ] এর বংশধর। কিতাবুল মুফাদ্দালে বর্ণিত হয়েছে- বনী নাযীরকে নির্বাসন দেয়ার কারণ হচ্ছে- একবার নবী করীম [সা] তাদের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং তাঁর সাথে একদল সাহাবাও ছিলো। তাদের সাথে আলোচনার বিষয় ছিলো বনু কিলাব গোত্রের নিহত দু'ব্যক্তির দিয়াত সম্পর্কে। যাদেরকে আমর ইবনু উমাইয়া হত্যা করেছিলো। তারা বললো- হে আবুল কাশেম! আমরা আপনার রায় মেনে নেবো। এদিকে তারা গোপনে পরামর্শ করলো, রাসূল [সা] কে তারা হত্যা করবে। আমর ইবনু জাহাশ নাদেরী বললো, আমি ছাদের ওপর চড়ে সেখান থেকে পাথর ফেলে দেবো। সালাম মাশকুম বললো, তোমরা একাজ করোনা, আল্লাহর কসম! তোমরা যা ইচ্ছে করেছো অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন। তাছাড়া এটা আমাদের ও তাদের মধ্যের কৃত ওয়াদার পরিপন্থী। এদিকে রাসূলে পাক [সা] এর নিকট তাদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ পৌঁছে গেলো। অন্য বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি জিব্রাইল [আ] কর্তৃক সংবাদ পেয়েছিলেন। তৎক্ষনাৎ তিনি সেখান থেকে উঠে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। দেখাদেখি সাহাবীগণও তার অনুসরণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল চলে এলেন অথচ আমরা বুঝতেও পারলাম না। তখন হুজুর [সা] বললেন, ইহুদী বিশ্বাস ঘাতকতার ইচ্ছে করেছিলো, আল্লাহ্ আমাকে অভিহিত করেছেন।

তিনি মদীনায় পৌঁছে তাদের নিকট সংবাদ পাঠালেন তোমরা আমাদের শহর থেকে চলে যাও, কারণ তোমরা গাদ্দারী করেছো। কাজেই আমাদের সাথে বসবাস করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। তোমাদেরকে দশ দিনের অবকাশ দিলাম। এরপর যাকে পাওয়া যাবে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।' এদিকে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই তাদেরকে সংবাদ পাঠালো, 'তোমরা নিজের ঘর থেকে নড়বেনা। আমার দু'হাজার যোদ্ধা যুবক তোমাদের কিল্লায় এসে তোমাদের সাথে মিলবে। তা ছাড়া বনী কুরাইযা ও বনী গাতফান হতেও তোমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সহযোগীতা পাবে।'

একথা শুনে বনী নাযীরের সর্দার দারুন মানসিক স্বস্তি লাভ করলো এবং দাম্ভিকতার সাথে নবী করীম [সা] কে সংবাদ পাঠালো, 'আমরা নিজেদের ঘর ছাড়বো না তোমাদের যা খুশী তা করতে পারো।' অতঃপর রাসূল [সা] আল্লাহু আকবার বলে সাহাবীদেরকে তাদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন এবং হযরত আলী ইবনু আবি তালিবের হাতে ঝান্ডা তুলে দিলেন।

যখন তারা এদৃশ্য দেখলো তখন সবাই কিল্লার ভেতর গিয়ে আশ্রয় নিলো। এদিকে বনী কুরাইযা নিরবতা অবলম্বন করলো। বনী গাতফান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো। রাসূল [সা] তাদেরকে অবরোধ করে রাখলেন এবং তাদের খেজুর বাগানসমূহ ধ্বংস করে দিলেন। তখন তারা খবর পাঠালো, আমরা আপনাদের শহর ছেড়ে চলে যেতে রাজী। রাসূল [সা] বলে পাঠালেন, আমরা তোমাদের কথা বিশ্বাস করিনা। যদি যেতে চাও, তবে অবিলম্বে চলে যাও। আত্মরক্ষার অস্ত্র ছাড়া এবং যা কিছু উটে করে নেয়া সম্ভব তাছাড়া আর কিছু নিতে পারবেনা।' তারা এ শর্ত মেনে নিয়ে চলে যায়। তাদের অবশিষ্ট মালামাল ও অস্ত্রসস্ত্র নবী করীম [সা] এর হস্তগত হয় এবং তিনি বনী নাযীর থেকে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ মালামাল নিজের প্রয়োজনের জন্য রেখে দেন। এ সমস্ত মাল তিনি বন্টন করেননি কেননা এটা ছিলো সম্পুর্ণরূপে আল্লাহ্ প্রদত্ত দান। এতে মুসলমানগণ কোনো যুদ্ধ বা ঝুকির সম্মুখীন হয়নি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, 'যারা তোমাদের মধ্যে এরূপ কাজ করে তাদের শাস্তি আর কী হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্চিত ও অপদস্ত হবে।' [সূরা আল বাকারা ১০ম রুকু]

আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা আরো ইরশাদ করেন-

'যেন পাপীদেরকে অপমানিত করে।'-[সূরা আল হাশর: ১ম রুকু]

তিন হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে নবী করীম [সা] বনী কুরাইযার ওপর চড়াও হন। তাদেরকে ১৫দিন অবরোধ করে রাখা হয়। তারা বলে পাঠায় যে, তাদের কাছে যেন আবু লুবাবাহ [রা] কে পাঠানো হয়। তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন। বনী কুরাইযা তাদের ব্যাপারে তাঁর সাথে পরামর্শ করে। তিনি নিজের ঘাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে বুঝালেন তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। পরে তিনি তার ভুল বুঝতে পেয়ে অনুতপ্ত হন। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েন এবং বলেন, আমিতো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের খিয়ানত করেছি। তখন তিনি

রাসূল [সা] এর নিকট না গিয়ে সোজা মসজিদে গিয়ে একটি খুটির সাথে নিজেকে বেঁধে রাখলেন। যতোক্ষণ আল্লাহ্ তার তওবা কবুলের সুসংবাদ না দিয়েছেন ততোক্ষণ তিনি এভাবেই নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। শুধু নামায ও হাজতের সময় তার বাঁধন খুলে দেয়া হতো।

অতঃপর বনী কুরাইযা নবী করীম [সা] এর কাছে নতি স্বীকার করলো। তাদের ব্যাপারে তিনি মুহাম্মদ ইবনু মুসলিমকে নির্দেশ দিলেন। তিনি গিয়ে তাদের মশকগুলো উল্টে দিলেন তারপর আবদুল্লাহ ইবনু সালাম [রা] কে আদেশ দিলেন পরিত্যক্ত মালামাল সংগ্রহের জন্য। যে সমস্ত মাল তাদের পরিত্যক্ত কিল্লায় পাওয়া গিয়েছিলো তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধাস্ত্র যেমন- দেড় হাজার তলোয়ার তিনশ' বর্ম, এক হাজার বর্শা, পাঁচশ' ঢাল এবং শরাবের মটকী। মটকীগুলোকে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিলো। সেই গনীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করা হয়নি।

আওস গোত্র তাদের ব্যাপারে রাসূল [সা] কে বলছিলো, তাদেরকে মা'ফ করে দেয়ার জন্য। কারণ তারা তাদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলো। নবী করীম [সা] তাদের ফায়সালা সা'দ ইবনু মায়ায [রা] এর ওপর ন্যাস্ত করেছিলেন। সা'দ [রা] তাদের যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন সকল পুরুষকে হত্যা, নারী ও শিশুদের বন্দী এবং তাদের মালামাল গনিমত হিসেবে বন্টনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূল [সা] বলেছিলেন- তোমার ফায়সালা সাত আসমান জমিনের বাদশাহ অনুরূপ ফায়সালা হয়েছে। অতঃপর তাদের সক্ষম ব্যক্তিদেরকে হত্যা করা হলো। যাদের সংখ্যা ছয়শ' থেকে সাতশ' পর্যন্ত ছিলো। নবী করীম [সা] তাঁর জন্য রেহানা বিনতে আমরকে রাখলেন এবং লুণ্ঠিত মালামাল জমা করার নির্দেশ দিলেন। সমস্ত মাল এবং বন্দীদের পাঁচ ভাগে ভাগ করে এক পঞ্চমাংশ রেখে অবশিষ্টগুলো মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। সর্বমোট তিন হাজার বাহাত্তর ভাগ হয়েছিলো। দু'অংশ ঘোড়ার জন্য এবং এক অংশ আরোহীর জন্য এ ভাবে বন্টন করে দিলেন। অবশ্য রাসূল [সা] বন্দীদের মধ্যে অনেককে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আবার কাউকে দান করে দিয়েছিলেন। আবার কাউকে খেদমতে লাগিয়ে ছিলেন।

ইমাম মালিক [রহ] বলেছেন- নবী করীম [সা] বনী কুরাইযার মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করেছেন কিন্তু বনী নাযীরের সম্পদ থেকে বের করেননি।

মক্কা বিজয়ের দিন নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কে

মুয়াত্তা, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে- মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম [সা] যখন পবিত্র মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিলো। মক্কায় প্রবেশ করে শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলার পর এক লোক এসে বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! ইবনু খাতাল বাইতুল্লাহ্ গেলাফের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে। তিনি বললেন, "তাকে হত্যা করো।"

ইবনু শিহাব হতে ইবনু মালিকের বর্ণনাও অনুরূপ।

বুখারী ও মুসলিমে আরো বলা হয়েছে- তিনি সেদিন এক উটনীর ওপর সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর পেছনে উসামা ইবনু যায়িদ বসা ছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আহতদের হত্যা করা যাবে না। পলায়নরত কোনো ব্যক্তির পশ্চাৎ ধাবন করা যাবে না, বন্দীদের হত্যা করা যাবে না। যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে অবস্থান করবে সে নিরাপদ।

নাসাঈ ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূল [সা] বললেন, 'যে কা'বা ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, আর যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ এবং যে অস্ত্র সমর্পণ করবে সেও নিরাপদ, যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে তারাও নিরাপদ।' এভাবে তিনি সব লোককে নিরাপত্তা প্রদান করলেন। শুধুমাত্র চারজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক ছাড়া। ইবনু হাবীব বলেছেন, ছয়জন পুরুষ ও চারজন স্ত্রী। কারণ তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ড ঘোষনা করা হয়েছিলো। যদিও তারা কাবা ঘরের গেলাফ ধরে ঝুলে থাকে। নাসাঈ ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী আবদুল্লাহ্ ইবনু খাতাল, ইকরামা ইবনু আবু জাহেল, মুকাইশ ইবনু ছাবাবা এবং আবদুল্লাহ্ ইবন সা'দ ইবনু আবু সুরাহ এর মৃতদন্ড ঘোষণা করা হয়েছিলো। আবদুল্লাহ ইবনু খাতালকে, কা'বা শরীফের গেলাফের নিচে আত্মগোপন অবস্থায় পাওয়া যায়। দেখামাত্র তারকে সাঈদ ইবনু হারিসা এবং আম্মার ইবনু ইয়াসির একযোগে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করেন। মুকাইশ ইবনু ছাবা'কে লোকজন বাজারে নিয়ে হত্যা করে। নবী করীম [সা] ইবনু খাতালের মালামাল আটক করেননি। ইবনু হিশাম বলেছেন, মুকাইশকে তার গোত্রেরই এক ব্যক্তি হত্যা করে এবং আবদুল্লাহ্ ইবনু খাতালকে সাঈদ ইবনু হারিস ও আবু বুরজা আসলামী এক সঙ্গে হত্যা করেন। ইকরামা সমুদ্রপথে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে যায়। তখন নাবিক যাত্রীদের লক্ষ্য করে বলে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর

ইবাদতে মশগুল হয়ে হয়ে যাও। কারন অন্যান্য দেবদেবীরা এ বিপদ থেকে বাঁচাতে অক্ষম। একথা শুনে ইকরামা বলে উঠে, 'আল্লাহর কসম! এখানে যদি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে না পারে তবে শুকনো জমিনেও আর কারো বাঁচানোর ক্ষমতা নেই। প্রভু আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি এ যাত্রা থেকে বেঁচে যাই তবে মুহাম্মদ [সা] এর কাছে গিয়ে আমি আমাকে তাঁর হাতে সোপর্দ করে দেবো। কেননা আমি তাকে অত্যন্ত দয়ালু হিসেবে জানি। 'অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করে। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ ইবনু আবু সুরাহ হযরত ওসমান [রা] এর কাছে গিয়ে আত্মগোপন করে। রাসূল [সা] যখন লোকদের বাইয়াত করাচ্ছিলেন তখন তাকে বাইয়াতের জন্য হাজির করা হয় এবং আরজ করা হয়, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে বাইয়াত করান।' এভাবে তিনবার বলা হলো, কিন্তু তিনি তিনবারই নিরবতা পালন করলেন। অবশেষে তার বাইয়াত গ্রহন করেন। তারপর সাহাবাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা যখন আমাকে তার বাইয়াতের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত দেখলে তখন উঠে তাকে হত্যা করলে না কেন? তারা আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার মনের কথা কি করে জানবো? আপনি যদি আমাদেরকে একটু ইঙ্গিত করতেন, তবেই হতো। তিনি বললেন, 'এ কাজ নবীর দ্বারা শোভা পায়না।'

ইবনু হিশামের হাওয়ালা দিয়ে ইবনু হাবীব বলেছেন- নবী করীম [সা] উল্লেখিত পুরুষ ও স্ত্রী ছাড়া হেরাছ ইবনু নাযীর ইবনু ওয়াহাব ইবনু আবদে মানাফ ইবনু কুশাইকেও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আলী ইবনু আবী তালিব [রা] তাকে বন্দী করে হত্যা করেন।

ইবনু হাবীব উল্লেখিত মহিলাদ্বয় ছাড়া আরো দু'জন মহিলার কথা বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ্ ইবনু খাতালকে হত্যা করার পর যারা রাসূল [সা] এর বিরুদ্ধে কুৎসা মূলক করে গান গেয়েছিলো। একজনের নাম ছিলো ফারতানা এবং অপরজনের নাম কারইয়াবাহ। ফারতানা পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায় ও হযরত ওসমান [রা] এর খিলাফতকালে ইন্তেকাল করে। কারইয়াবাহ ও সারাকে হত্যা করা হয়। হিন্দা বিনতে উতবাও মুসলমান হয় এবং বাইয়াত গ্রহণ করে।

ইবনে ইসহাক বলেছেন, সারাকে রাসূল [সা] নিরাপত্তা প্রদান করেন। সে ওমর ইবনু খাত্তাব [রা] এর শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলো, পরে এক দূর্ঘটনায় নিহত হয়। আবু উবাইদ কিতাবুল আমওয়ালে লিখেছেন, এই সারা-ই হাতিব [রা] এর পত্র মক্কায় নিয়ে যাচ্ছিলো।

ইবনু ইসহাক আরো বলেছেন- রাসূল [সা] আবদুল্লাহ্ ইবনু আবু সূরাহকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ সে মুসলমান হওয়ার পর নবী করীম [সা] এর কাতিবে ওহী বা ওহী লিখকের দায়িত্ব পালন করতো। পরে মুরতাদ হয়ে যায় এবং শির্কে লিপ্ত হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনু খাতালও অবশ্য মুসলমান হয়েছিলো। একবার রাসূল [সা] তাকে একজন আনসার ও তার এক মুসলমান চাকর সহ কোনো দায়িত্ব দিয়ে এক জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে এক মনজিল অতিক্রম করার পর চাকরকে তার জন্য একটি ছাগল যবেহ্ করে রান্না করার নির্দেশ দেয়। চাকর তার কথা না শুনার কারণে চাকরকে হত্যা করে এবং মুরতাদ হয়ে পালিয়ে যায়। আর হেরাছ ইবনু নাযীর ঐ সমস্ত লোকদের অন্যতম যারা মক্কায় থাকাকালীন অবস্থায় হুজুর [সা] এর সাথে দুর্ব্যাবহার করতো এবং হযরত আব্বাস ইবনু মুত্তালিব [রা] যখন হযরত ফাতিমা ও উম্মে কুলসুমকে মদীনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে একটি কাঠ দিয়ে তাদেরকে প্রহার করে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলো। মুকাইশ এক আনসারীকে হত্যা করেছিলো, যিনি তার ভাইকে ভুলবশতঃ হত্যা করেছিলেন। উক্ত আনসারীকে হত্যা করে সে মুরতাদ হয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়।

ইবনু হিশাম বর্ণনা করেছেন- প্রথম নিহত ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন যার দিয়াত আদায় করা হয়েছিলো, তিনি হচ্ছেন জয়নাব বিনতে উকু। বনু কা'ব তাকে হত্যা করেছিলো। তিনি তার দিয়াত বাবদ ১০০শ' উট আদায় করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে খাজায়া গোত্র, এবার তোমরা হত্যা বন্ধ করো, কেননা হত্যা তো অনেক হয়েছে।

ইবনু হাবীব বলেন- রাসূল [সা] বনী খাজায়াকে বনী বকরের বিরুদ্ধে আসর পর্যন্ত যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইবনু হিশাম বলেন, ঘটনাটি হচ্ছে, হুদাইবিয়ার বৎসর নবী করীম [সা] ও আহলে মক্কার মধ্যে যে সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিলো তাতে একটি শর্ত ছিলো "যে গোত্র বা দল যার সাথে ইচ্ছে মিলে থাকতে পারবে।" বনী খাজায়া গোত্র মুসলমানদের সাথে এবং বনী বকর গোত্র আহলে মক্কার পক্ষ অবলম্বন করে। সন্ধি বলবত থাকাবস্থায় একদিন হঠাৎ করে বনী বকর গোত্র বনী খাজায়া গোত্রের ওপর হামলা করে বসে এবং তাদের পর্যদস্ত করে দেয়। এ ঘটনার পর আমর ইবনু সালেম এসে নবী করীম [সা] কে সব ঘটনা জানায় এবং তাঁর সাহায্য কামনা করে। ঐ সময় মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি চলছিলো। তখন রাসূল [সা] তাদেরকে মুকাবিলা করার অনুমতি দেন।

আবদুল্লাহ. ইবনু সালাম তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, সেদিন বনী খাজায়া কর্তৃক মক্কায় যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো , তাদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ জন।

আবু সুফিয়ান অভিযোগ করলো- ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কুরাইশদের শস্যক্ষেত ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। রাসূল [সা] বললেন- আজকের পর আর কোনো কুরাইশের সাথে যুদ্ধ হবে না এবং আর কাউকে বন্দী করে হত্যা করা হবে না।

নামাযে কসর করার নির্দেশ

ইবনু হাবীব বলেন- যখন রাসূল [সা] মক্কা বিজয়ের পর সেখানে ১৫ রাত অবস্থান করেন। তখন তিনি নামায কসর করতে থাকেন। বুখারী শরীফে হযরত ইবনু আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - মক্কায় নবী করীম [সা] ১৯ দিন অবস্থান করেন এবং নামায কসর করেন। আনাস [রা] বলেছেন, আমরা রাসূল [সা] এর সাথে মক্কায় ১০ দিন অবস্থান করি এবং নামায কসর আদায় করি। ইবনু আব্বাস [রা] বলেন- তিনি ১৯ দিন অবস্থান করে কসর আদায় করেন যদি বেশী থাকতেন তবে পুরো নামাযই আদায় করতেন। ইমাম শাফিঈ বর্ণনা করেন, তিনি মক্কা বিজয়ের পর সেখানে ১৮ দিন অবস্থান করেন এবং কসর আদায় করেন। আবু দাউদে হযরত জাবির [রা] থেকে বর্ণিত - নবী করীম [সা] তাবুক যুদ্ধে ২০ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে তিনি কসর আদায় করেন।

খায়বারের ইহুদী নেতৃবৃন্দ

বর্ণিত আছে, নবী করীম [সা] বিশ থেকে ত্রিশ দিন খায়বার অবরোধ করে রাখেন। পরে তারা এই শর্তে সন্ধি করে নেয় যে, কোনো জিনিস নবী করীম [সা] থেকে গোপন করা হবে না। তিনি বললেন- 'হে হাকীকের বংশধরেরা! মনে হয় তোমাদের শত্রুতা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে। তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে যা কিছু দিয়েছো তা থেকে আমি বিরত হবো না। তাছাড়া তোমরা এ প্রতিশ্রুতি আমাকে দিয়েছো যে, কোনো কিছু আমার কাছ থেকে গোপন রাখবে না। যদি রাখো তাহলে তোমাদের রক্ত আমাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে।' রাসূল [সা] জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের আসবাবপত্র কোথায়? তারা বললো- আমরা সবকিছু যুদ্ধে খরচ করে ফেলেছি। বর্ণনাকারী বলেন- অতঃপর তিনি সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তাদের খানা তল্লাশী করে সবকিছু দখল করে নেয়ার জন্য। অতঃপর তাদেরকে হত্যা করা হলো।

ইবনু ওকবা তাঁর গ্রন্থে বলেন- তারা এ শর্তের ওপর সন্ধি করেছিলো যে, তাদের কোনো কিছুই নবী করীম [সা] থেকে গোপন করবে না এবং তাদের পরনের কাপড় ছাড়া আর তারা কোনো কিছুর ওপরই মালিকানা দাবী করবে না। যদি কিছু গোপন করে তাহলে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

আবু উবাইদা বলেন- আমার নিকট ইয়াজিদ বর্ণনা করেছেন, হুবাই ইবনু খাতাব নবী করীম [সা] এর সাথে এই চুক্তি করেছিলো যে, সে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা করবে না। চুক্তিতে আল্লাহকে জামিন বানিয়েছিলেন। যখন বনী কুরাইযার দিন এলো তখন তাকে এবং তার ছেলে সালমাকে রাসূল [সা] এর নিকট উপস্থিত করা হলো। রাসূল [সা] বললেন, 'এবার উচিত জবাব নাও।' তারপর বাপ বেটার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হলো। আবু উবাউদ আরো বলেছেন- তিনি কিছু লোককে আবুল হাকিকের নিকট পাঠিয়েছিলেন, যেন তাকে হত্যা করা হয়। তারা তাকে হত্যা করে। তার এক ধনভান্ডার ছিলো। তাকে মশকুল জামাল [উটের চামড়া] বলা হতো। একের পর এক সর্দার তার তত্ত্বাবধান করতো। সে সেগুলো গোপন করে ফেললো। এ জন্য চুক্তি মোতাবেক নবী করীম [সা] তাকে হত্যা করেছিলেন।

ওয়াকিদী বলেছেন- সেই রত্নাগারে প্রায় দশ হাজার দীনার মূল্যের মালামাল ছিলো।

আহযাব যুদ্ধ ও বনী গাতফান

আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো উহুদ যুদ্ধের দু'বছর পর। রাসূল [সা] মদীনার তিন দিকে পরিখা খনন করছিলেন। শত্রুপক্ষ দশ রাত মুসলমানদেরকে অবরোধ করে রেখেছিলো। মুসলমানগণ এতে বিচলিত ও পেরেশান হয়ে পড়ে, তখন রাসূল [সা] আল্লাহর দরবারে দু'আ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। প্রভু! যদি আপনার ইচ্ছে এই হয়ে থাকে যে, আপনার ইবাদত করা না হোক...... । অতঃপর তিনি মদীনার খেজুর বাগানের উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের শর্তে বনী গাতফান গোত্রকে অবরোধ প্রত্যাহার এবং প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ করে সংবাদ দেন। কিন্তু তারা উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দাবী করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ [সা] হযরত সা'দ ইবনু মায়ায ও সা'দ ইবনু উবাদাহ্ [রা] কে ডেকে পাঠান যারা খাযরাজ গোত্রের সর্দার ছিলেন। পুরো ঘটনা খুলে বললেন। তারা বললেন- ইয়া

রাসূলাল্লাহ্! এটা কি আপনার প্রতি কোনে নির্দেশ? তিনি বললেন, নির্দেশ হলে তো তোমাদের সাথে পরামর্শ করার কোনো প্রয়োজনই পড়তো না। এটা আমার নিজস্ব মতামত যা তোমাদের নিকট বললাম। তখন তারা বললেন- 'আমরা জাহেল ছিলাম। তখনও কাউকে কিছু দিয়ে সন্ধি করিনি। আর আজ আমরা মুসলমান,সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের সহায়। আল্লাহর কসম! আমরা তাদের সাথে তরবারী দিয়ে ফায়সালা করবো।' রাসূল [সা] বললেন- 'এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত।'

কাফিরদের সাথে সন্ধি

আবু উবায়দাহ্ বলেছেন- কাফিরদের সাথে সন্ধি করা হবে, না যুদ্ধ করতে হবে সে ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। একদল বলেন, তাদের সাথে সন্ধি করা বৈধ। তাদের দলিল হচ্ছে নিম্নোক্ত আয়াত দু'টো-

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَيَ اللّٰهِ (ط) اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ٥

হে নবী! যদি শত্রুপক্ষ শান্তি ও সন্ধির জন্য আগ্রহী হয় তবে তুমিও তার জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু শোনেন ও জানেন। [সূরা আল আনফালঃ ৬১]

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَي السَّلْمِ (ق) وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ(ق) وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ٥

অতএব তোমরা সাহসহীন হয়ে পড়ো না এবং সন্ধি করে বসো না। আসলে তোমরাই বিজয়ী হবে, কেননা আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন। তোমাদের আমল তিনি কখনো বিনষ্ট করবেন না। [সূরা মুহাম্মদ- ৩৫]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় প্রমাণ করে, মুসলামানগণ ইচ্ছে করলে সন্ধি করতে পারে। তবে সক্ষম অবস্থায় সন্ধির প্রস্তাব মুসলমানগণ আগে না দেওয়া উত্তম। এটি ইমাম মালিক [রা] এর অভিমত।

অন্য দলের মতে- 'কোনো অবস্থাতেই কাফিরদের সাথে সন্ধি করা যাবে না। ততোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতোক্ষণ তারা ইসলাম গ্রহণ না করে অথবা জিযিয়া দিতে রাজী না হয়।'

ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত - যখন মুসলমানগণ যুদ্ধ করতে করতে দূর্বল হয়ে যাবে, তখন কোনো কিছুর বিনিময়ে সন্ধি করা বৈধ। অন্য বর্ণনায় আছে- মুয়াবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান ও আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ান এরূপ

করেছেন। এ বর্ণনাটি ইমাম আওযায়ী [রহ] এর। সন্ধির ব্যাপারে ইমাম মালিকের দলিল হচ্ছে- সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াকে নবী করীম [সা] এই বলে ওয়াহাব ইবনু আমেরকে নিজের চাদর দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সাফওয়ানের জন্য দু'মাসের নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। তাকে বলা হলো- সন্ধি করে নাও। সে বললো, অসম্ভব! আমি সন্ধি করবো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্পষ্ট ঘোষণা না দেবে যে, রাসূল [সা] তোমাকে চার মাসের অবকাশ দিয়েছেন।

গণিমতের মাল

বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে আছে- গনিমতের মালে নবী করীম [সা] ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং যারা বাহন ছাড়া তাদের জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেছেন। এটি রাসূল [সা] এর আমলের দ্বারা প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে উলামাগণ একমত। তবে ইমাম আবু হানিফা বলেন, ঘোড়া ও তার সওয়ারীর জন্য দু'অংশ এবং যাদের ঘোড়া নেই তাদের জন্য এক অংশ। তিনি মুযমা ইবনু হারিসা বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসাবে পেশ করেন। সেখানে বলা হয়েছে- রাসূল [সা] খায়বার যুদ্ধে প্রত্যেক সওয়ারীকে দু'অংশ এবং পদাতিককে এক অংশ গণিমতের মাল প্রদান করেছেন। ইবনু মুবারকের হাদীসেও অনুরূপ বলা হয়েছে। এ দু'টো বর্ণনাও তাদের জন্য দলিল নয়। কেননা ইবনু আব্বাস [রা] খায়বারের গনিমত বন্টন সংক্রান্ত বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেছেন। একমাত্র আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর [রা] ছাড়া সমস্ত সাহাবীই বিপরীত বর্ণনা করেছেন। খায়বারের গণিমতের মাল হুদাইবিয়ার ১৪শ সাহাবীর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। আহলে হুদাইবিয়ার মধ্যে একমাত্র জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ অনুপস্থিত ছিলেন না। তবু নবী করীম [সা] তার জন্য অংশ রেখে ছিলেন। সকল অভিযানেই নবী করীম [সা] ঘোড়ার জন্য দু'অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ এ ভাবে বন্টন করেছেন।

ইবনু ইসহাক বলেছেন- বনী কুরাইযার অভিযানে ৩৬জন অশ্বারোহী ছিলো। মদুওনায় বর্ণিত হয়েছে- এটিই ছিলো মুসলমানদের প্রথম গণিমতের মাল যেখানে বন্টনের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। সমস্ত মাল পাঁচ ভাগে বন্টন করা হয়েছিলো এবং সে ধারা এখনো অব্যহত আছে। কাজী ইসমাঈল বলেন, আমার মনে হয় পাঁচ ভাগে বন্টনের নির্দেশ তারপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদীসে কোনো সময়ের উল্লেখ নেই। তবে নিশ্চিত বলা যায়, এক পঞ্চমাংশ এর বর্ণনা হুনাইনের যুদ্ধে গনীমতের ব্যাপারে এসেছে। যে সব যুদ্ধে রাসূল [সা] অংশ গ্রহণ করেছেন এ হচ্ছে তাঁর অংশ গ্রহনে সর্বশেষ যুদ্ধ।

ওয়াকিদী বলেন- কিতাবুল মুফাজ্জালে বর্ণিত হয়েছে, গনিমতের মাল পাঁচ ভাগে বন্টনের নির্দেশ সর্বপ্রথম বনী কাইনুকার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যা বদর যুদ্ধের এক মাস তিন দিন পর সংঘটিত হয়েছিলো। রাসূল [সা] তাদেরকে ১৫ দিন অবরোধ করে রাখেন অতঃপর তারা সন্ধি করতে রাজী হয়। হুজুর [সা] বলে দেন, তোমাদের সম্পদ আমাদের জন্য এবং তোমাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যা তোমাদের জন্য।

তারা এ শর্ত মেনে নেয়। তখন রাসূলে করীম [সা] তাদের মালামাল পাঁচ ভাগে ভাগ করেন।

বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা

বায্যার বলেছেন- বদর যুদ্ধে মোট ৩১৩ জন মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে ৭৭ জন মুহাজির এবং ২৩৬জন আনসার। মুহাজিরদের ঝান্ডা ছিলো হযরত আলী [রা] এর হাতে এবং আনসারদের ঝান্ডা ছিলো হযরত সা'দ ইবনু উবাদা [রা] এর হাতে। তাদের মধ্যে ২০ জন ছিলো ক্রীতদাস আর ঘোড়া ছিলো তিনটি। একটি যুবায়ির [রা] এর, একটি মিকদাদ [রা] এর এবং অপরটি মুরশাদ ইবনু আবু মারছাদ [রা] এর। ৭০টি উট ছিলো। পালাক্রমে সেগুলোর ওপর আরোহন করা হতো। যেমন হুজুরে পাক [সা], হযরত আলী [রা] ও মুরশাদ [রা] এক উটের ওপর পালাক্রমে আরোহণ করতেন; আবার হামজা [রা], যায়িদ ইবনু হারিসা, আবু কুবাশা [রা] এবং আম্বাসা [রা] এক উটের ওপর পালাক্রমে আরাহণ করতেন। যায়িদ ইবনু হারিসা ও আম্বাসা ছিলেন রাসূল [সা] এর মুক্ত করে দেয়া গোলাম।

ঐতিহাসিক ইবনু হিশাম বলেছেন- বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানের সংখ্যা ছিলো ৩১৪। ৮৩ জন মুহাজির, ৬১ জন আউস গোত্রের এবং ১৭০ জন খাযরাজ গোত্রের।

কাজী ইসমাঈল বলেন, উবাদাহ্ ইবনু সামিত [রা] বলেছেন, আমরা রাসূল [সা] এর সাথে বদর অভিমুখে রওয়ানা হলাম। যখন আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে কষ্ট দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন একদল তাদেরকে হত্যা করার জন্য পেছনে গেলো, একদল রাসূল [সা] এর সাথে রইলো, অপর একদল মুশরিকদের মালামাল সংগ্রহে লিপ্ত হলো। যখন মুশরিকদের পশ্চাৎধাবনকারী দল ফিরে এসে তাদের মালের অংশ চাইলো। তারা বললো- আমরা কাফিরদের পশ্চাৎধাবন করে হটিয়ে দিয়ে এসেছি, অতএব আমাদের অংশ দাও। যারা রাসূল [সা] এর সাথে ছিলো,

তারা বললো, আমরা অংশ পাবার অধিক হকদার কেননা আমরা রাসূল [সা] এর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিলাম। যারা ময়দানে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছিলো, তারা বললো- এ মাল আমাদের। তখন সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়। কাজী ইসমাঈল বলেন- বনী নাযীরের কাছ হতে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদ তিনজন আনসার এবং সমস্ত মুহাজিরের মধ্যে নবী করীম [সা] বন্টন করে দিয়েছিলেন। আনসারগণ হচ্ছেন, হযরত সাহ্ল ইবনু হানিফ [রা], আবু দাজানা [রা] ও হারিস ইবনু সাম্মা [রা]। এভাবে বন্টন করে দেয়ার কারণ হচ্ছে- মুহাজিরগণ নিঃস্ব অবস্থায় মদীনায় হিজরত করে। তখন রাসূল [সা] আনসারদের সাথে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দেন। আনসারগণ তাদের দ্বীনি ভাইদের সব কিছু সমানভাবে বন্টন করে দিয়েছিলেন। যখন রাসূল [সা] এর সামনে বনী নাযীরের মালসম্পদ হাজির করা হলো, তখন তিনি বললেন- হে আনসারগণ! তোমরা যেভাবে তোমাদের সম্পদ আনসার ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছো সে ভাবে এগুলোও তোমাদের মধ্যে ভাগ করে নাও। আর যদি চাও তবে সবগুলো মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারো। তখন আনসারগণ সম্মত হলেন এবং নবী করীম [সা] সমস্ত সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। এতে মুহাজিরগণ চলার মত সম্পদের অধিকারী হলেন। আনসারদের মধ্যে মাত্র তিন ব্যক্তি অস্বচ্ছলতার কারণে (মুহাজিরদের সাথে) উক্ত সম্পদের অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া আর কোনো আনসার সে সম্পদ হতে কোন অংশ গ্রহণ করেননি।

অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ

ইবনু হিশাম, ইবনু হাবীব এবং ইবনু সাহ্নুন বর্ননা করেছেন- তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ্ এবং সা'দ ইবনু যায়েদ [রা] বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তাঁরা তখন শামে (সিরিয়া) গিয়েছিলেন। রাসূল [সা] গনিমতের মালে তাদের দু'জনের অংশ রেখেছিলেন। বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে- হযরত উকবা ইবনু আমের আনসারী [রা] বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন বলেছেন, আমি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিনি কিন্তু বাইয়াতে আকাবায়[২] অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

---

২. বাইয়াতে আকাবা হচ্ছে নবী করীম [সা] এর হিযরতের পূর্বে হজ্জের সময় আকাবা নামক এক পাহাড়ের গুহার বাইয়াত বা শপথ। - অনুবাদক।

ইবনু সাহ্নুন এবং ইবনু হাবীব বর্ণনা করেছেন- আবু লুবাবা [রা], হারিস ইবনু হাতিব [রা] ও আসেম ইবনু আদী [রা] নবী করীম [সা] এর সাথে যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে ফেরত ছিলেন। আবু লুবাবা [রা] কে মদীনার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনু উম্মে মাকতুম [রা] কে ইমামতের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে গণিমতের অংশ দিয়েছিলেন। হারিস ইবনু সাম্মাহ [রা] রুহা নামক স্থানে গোপনে পাহারা দেবার দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার জন্যও নবী করীম [সা] গনিমতের মালের অংশ রেখেছিলেন।

ইবনু হিশাম বলেছেন, খাত ইবনু যাবির ইবনু নুমান [রা] এর জন্য রাসূল [রা] গনিমতের অংশ রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, হযরত ওসমান ইবনু আফ্ফান [রা] তাঁর স্ত্রী রোকাইয়া বিনতে রাসূলাল্লাহ্ [সা] এর অসুস্থতার কারণে যুদ্ধে যেতে পারেননি, হুজুর [সা] তার জন্য অংশ রেখেছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমরা কি এর সওয়াব পাবো না? তিনি বলেছিলেন- হ্যাঁ, তোমাদের সওয়াব অবশ্যই তোমরা পাবো।

ইবনু হাবীব বলেন- অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশ প্রদান নবী করীম [সা] এর জন্য খাস ছিলো। তাঁর ইন্তিকালের পর সমস্ত মুসলমান এ ব্যাপারে ইজমা করে নিয়েছেন যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির কোনো অংশ নেই।

ইবনু ওয়াহাব ও ইবনু নাফি, ইমাম মালিক [রহ] থেকে বর্ণনা করেছেন- যখন ইমাম কাউকে কোনো দায়িত্ব প্রদান করবেন তখন সে তার অংশ পাবে। ইমাম মালিক [রহ] থেকে একথাও বর্ণিত হয়েছে, সে কোনো অংশ পাবে না। সাহনুন বলেন- আমি মালিক [রহ] এর প্রথম মতের পক্ষে ।

বুখারী ও অন্যান্য বর্ণনায় আছে- ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী করীম [সা] ইবনু ওমর [রা] কে ফেরত দিয়েছিলেন কারণ তখন তাঁর বয়স ছিলো চৌদ্দ বৎসর। আহ্যাব যুদ্ধের সময় তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো পনের বৎসর।

ইবনু হাবীব বলেন- নবী করীম [সা] মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে এবং দাসদের জন্য কোনো অংশ বের করতেন না। কিন্তু যদি কোনো দাস অংশ গ্রহণ করতো তবে তাকে এমনিই কিছু দিয়ে দিতেন। বুখারী শরীফে আছে- রাসুল [সা] উট ও ছাগল বন্টন করেছেন এবং প্রতি একটি উটের জন্য দশটি ছাগল নির্ধারণ করেছেন।

আনফাল (অতিরিক্ত) এর বর্ণনা

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু কাতাদা [রা] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা রাসূলুল্লাহ্ [সা]এর সাথে হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যখন উভয় পক্ষ যুদ্ধ শুরু করলো তখন মুসলমানগণ ঘাবড়ে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। আমি দেখলাম, এক মুশরিক একজন মুসলমানকে কাবু করে ফেলছে। তখন আমি চুপি চুপি তাকে তার পেছন থেকে আক্রমণ করলাম। সে তৎক্ষনাৎ ঘুরে আমাকে এমন ভাবে ঝাপটে ধরলো, আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে গেলাম। যাহোক কিছুক্ষন পর তার হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে এলো, সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়লো। আমি হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব [রা] এর নিকট এসে বললাম- লোকদের হলো কি? তিনি উত্তর দিলেন- আল্লাহর ইচ্ছে। যখন লোকজন এসে জড়ো হলো, তখন রাসূল [সা] ঘোষণা করলেন- "যে ব্যক্তি কোনো শত্রুকে হত্যা করবে এবং একজন সাক্ষী হাজির করতে পারবে তাকে সেই শত্রু কর্তৃক পরিত্যাক্ত সমস্ত মাল দিয়ে দেয়া হবে।" তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমার একটি আবেদন আছে। তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূল [সা] এভাবে তিনবার বললেন। আবু কাতাদা [রা] বলেন, যখন আমি পুনরায় দাঁড়ালাম তখন রাসূল [রা] বললেন, আবু কাতাদা কি কিছু বলতে চাও? আমি সমস্ত ঘটনা তাঁর নিকট বললাম। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আবু কাতাদা সত্য কথা বলেছে। আর নিহত ব্যক্তির সমস্ত মালামাল আমার কাছে আছে। তাকে কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করে দিন। হযরত আবু বকর [রা] ঐ ব্যক্তির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বললেন, না, আল্লাহর কসম! তা হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল [রা] এমন সিংহের দিকে নজর দিবেন না, যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে জিহাদ করেন। আর নিহত ব্যক্তির মালামাল তোমাকে দিয়ে দেবেন।

বুখারী শরীফে কিতাবুল আহকামে বর্ণিত আছে- আবু বকর [রা] বললেন, কক্ষনো নয়, এ সমস্ত মাল আল্লাহ্র সিংহের মধ্য থেকে এক সিংহকে বঞ্চিত করে কুরাইশের এক দুর্বল লোককে দেয়া যেতে পারে না। তখন নবী করীম [সা] ইরশাদ করলেন, তুমি সত্য বলেছো। সবগুলো মাল তাকে দিয়ে দাও। আবু কাতাদা [রা] বলেন, প্রাপ্ত সম্পদ থেকে আমি জেরা (যুদ্ধের পোশাক) বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে একটি বাগান ক্রয় করি। এটি ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম প্রাপ্ত সম্পদ।

নিহত ব্যক্তির সম্পদ কি হত্যাকারীর প্রাপ্য?

বুখারী শরীফে বলা হয়েছে- নিহত ব্যক্তির সম্পদ হত্যাকারীর প্রাপ্য। এটা গণিমতের মালের পাঁচ ভাগের বহির্ভূত একটি অংশ। এর থেকে গণিমতের মাল হিসেবে অংশ বের করা যাবেনা। ইমাম মালিক এবং তাঁর সঙ্গীরা বলেন- তা গণিমতের মালের অন্তর্ভূক্ত। তাদের দলীল হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি-

وَعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ

জেনে রাখো, গনীমত হিসেবে তোমরা যা কিছু পাবে তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে । [সূরা আল- আনফাল- ৪১]

তারা আরো বলেন- গনীমতের এক পঞ্চমাংশ থেকে দেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ বন্টন করে দেয়া হয়েছে। গনীমতের মাল বন্টন না করে কোনো অংশ পৃথক করে রাখা জায়েয নেই।

আমাদের [অর্থাৎ লেখকের] বক্তব্য হচ্ছে নবী করীম [সা] হুনাইন যুদ্ধে প্রথম বারের মতো গণিমতের মালে পাঁচ ভাগের বহির্ভূত অতিরিক্ত দান করেছিলেন। কারণ - আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁকে গনিমতের মালে পাঁচ ভাগের ব্যক্তিক্রম করা ও কাউকে কিছু দেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে- এ আয়াত খায়বার ও বনী নাযীরের অভিযান উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া নবী করীম [সা] এর কথা- 'নিহত ব্যক্তির সম্পদ হত্যাকারীর' -হুনাইন যুদ্ধ চলাকালিন নয় বরং যুদ্ধ যখন স্তিমিত হয়ে গেছে তখনকার। এটি যদি মিমাংসিত কথা হতো তা হযরত আবু কাতাদা [রা] এর অজানা থাকার কথা নয়। কেননা, তিনি ছিলেন রাসূল [সা] এর শাহ্ সওয়ার ও জলীলুল কদর [উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন] সাহাবী। নিহত ব্যক্তির সম্পদ হত্যাকারী পাবে এটি যদি কোনো আইন হতো তাহলে তিনি সে সম্পদের দাবী করতেন। রাসূল [সা] এর বার বার ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজন ছিলো না।

আরো প্রমাণ হচ্ছে- নবী করীম [সা] তাকে সে সম্পদ শুধু একজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দিয়ে দিয়েছেন। কোনো শপথগ্রহণ করেননি। যদি তা প্রকৃত গনমিতের সম্পদ হতো তাহলে তা প্রদানের জন্য আরো শক্তিশালী দলিল ও সাক্ষ্যের প্রয়োজন হতো যা অন্যান্য ব্যাপারে হয়ে থাকে।

আরেকটি দলিল হচ্ছে- যদি নিহত ব্যক্তির সম্পদ হত্যাকারী পাবে একথার বাধ্যবাধকতা থাকতো -তাহলে তাঁর কোনো সাক্ষ্য নেই ভেবে তিনি চুপ থাকতেন এবং বন্টন স্থগিত রাখতেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, এটি একটি অতিরিক্ত উপহার ছিলো।

ইমাম মালিক [রহ] বলেন- হুনাইনের দিন ছাড়া আর কোনো দিন রাসূল [সা] এরূপ বলেছেন এই মর্মে কোনো বর্ণনা আমার কাছে পৌঁছেনি। এমনকি হযরত আবু বকর [রা] এবং হযরত ওমর [রা] এরকম করেছেন তারও কোনো প্রমাণ আমি পাইনি।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন- মুয়ায ইবনু আমর ইবনু জমূহ এবং মুয়ায ইবনু আযরা উভয়ে আনসার সাহাবী ছিলেন। তাঁরা বদর যুদ্ধের দিন আবু জাহেলের সাথে তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করলেন। তারপর রাসূল [সা] কে সংবাদ দিলেন। রাসূল [সা] জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা দু'জনের কে তাকে হত্যা করেছো? উভয়ে বললেন, আমি তাকে হত্যা করেছি। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তোমাদের তলোয়ার মুছে ফেলেছো? তারা না সূচক জবাব দিলেন। রাসূল [সা] তাদের তরবারী দেখলেন তারপর বললেন- তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছো কিন্তু তার মাল সামান পাবে মুয়ায ইবনু আমর ইবনু জুমূহ।

বুখারী ছাড়া অন্যরা লিখেছেন- আবু জাহেল যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তখন আবদুল্লাহ্ ইবনু মাউদ [রা] তাকে দেখলেন তলোয়ার দিয়ে লোকদের ফিরিয়ে রাখছে। তিনি তার কাছে গিয়ে ঘাড়ে পা রেখে বললেন- 'হে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ্ কি তোমাকে অপমানিত করলেন? আবু জেহেল বললো, 'হে অধম ছাগলের রাখাল! তুমি এখন আমার নাগালের বাইরে অবস্থান করছো।' আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ তখন তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন। কিছু হলো না। অতঃপর আবু জাহেলের তলোয়ার নিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন এবং সেই তলোয়ার নিয়ে নবী করীম [সা] এর কাছে হাজির হলেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাকে তলোয়ারটি দিয়ে দিলেন। আবু জাহেলকে প্রথম মুয়াজ ইবনুল জুমূহ আঘাত করেছিলেন।

মুসলমানদের ঐ সমস্ত সম্পদের বর্ণনা যা মুশরিকদের হস্তগত হয়

বুখারী শরীফে আছে- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর [রা] এর এক ঘোড়া মাঠে চরার সময় শত্রুপক্ষ ধরে নিয়ে যায়। পরে যখন মুসলমানগণ তাদের ওপর বিজয়ী হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর শাসনামলে ঐ ঘোড়া তাঁকে ফেরত দেয়া হয়। তাঁর এক গোলাম পালিয়ে রোমে চলে যায়। যখন মুসলমানগণ হযরত আবু বকর [রা] এর শাসনামলে রোম বিজয় করেন তখন আবদুল্লাহ্ [রা] কে সেই গোলাম ফেরত দেয়া হয়। মদুওনাহ, ওয়াজিহা ও অন্যন্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে- মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিজের হারিয়ে যাওয়া এক উট গনিমতের মালের অন্তর্ভূক্ত দেখতে পেয়ে নবী করীম [সা] কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি দেখো, গনিমতের মাল বন্টন করা হয়ে গেছে তবে তার মূল্য নেয়ার অধিকার তোমারআছে, যদি তুমি তা চাও।

বুখারী ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে- মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল [সা] এর কাছে আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, আকিল আমাদের জন্য,কোন্ ঘরটি অবশিষ্ট রেখেছে? আরো বললেন- আমরা সকলকে ইনশাআল্লাহ্ বনী কিনানা উপত্যকায় পাঠাবো যা মুহাচ্ছাবে অবস্থিত। তারা সেখানে যাবে কারণ বনী কিনানা কুরাইশদের সুরে সুর মিলিয়ে বনী হাশিমের বিরুদ্ধে শপথ করেছিলেন যে, তারা মুসলমানদের সাথে কোনো লেনদেন করবে না এবং তাদেরকে তাদের সাথে জায়গা দেবেনা।

যখন নবী করীম [সা] হিজরত করেন তখন আকিল বনী হাশিমের সমস্ত সম্পদ দখল করে নেয়। ইসলাম গ্রহণের পরও সেগুলো তার কাছে ছিলো। পরে হুজুরে পাক [সা] ফরমান জারি করেন, ইসলাম গ্রহণ করার সময় যে ব্যক্তি যে সম্পদের অধিকারী ছিলো তাকে তার সেই সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। খাত্তাবী বলেন, সে আবদুল মুত্তালিবের ঘর বিক্রি করে দিয়েছিলো। কেননা তা আবু তালিব ওয়ারিশ হিসাবে পেয়েছিলো। হযরত আলী [রা] তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে ওয়ারিশ পাননি। আর রাসূল [সা] এর কোনো ঘর ছিলো না। কারণ দাদা জীবিত থাকাবস্থায় তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেছিলেন। তাছাড়া আবদুল মুত্তালিবের জীবদ্দশায় তাঁর অধিকাংশ সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় তার সম্পদ আবু তালিবের হস্তগত হয়। পরবর্তীতে আকিল তার মালিক হয়। যে সব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মদিনা হিজরত করেছিলেন, মুশরিকগণ তাদের সমস্ত সম্পদ দখল করে বিক্রি করে দিয়েছিলো।

জিম্মী ও হারবী কর্তৃক প্রদত্ত উপহার

ইবনু সাহ্নুনের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম [সা] আবু সুফিয়ান, জিম্মী, ওয়াহাই, মকুকাশ প্রমুখ কর্তৃক প্রদত্ত হাদীয়া গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও তাদের মধ্যে অনেককে হাদীয়া বা উপঢৌকন পাঠাতেন। তবে মাজাশানীর উপহার তিনি কবুল করেননি।

মাকুকাশ প্রদত্ত হাদীয়ার মধ্যে ছিলো মারিয়া নামক এক দাসী যার গর্ভে নবী করীম [সা] এর ঔরসে ইব্রাহীম নামক এক ছেলের জন্ম হয়েছিলো। তা ছাড়া একটি গাধা এবং খচ্চরও ছিলো। তিনি সেগুলো নিজের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ওফাতের পূর্বপর্যন্ত সেই গাধা ও খচ্চর ছিলো। বাদশাহ্ মকুকাশের কাছ থেকে হযরত হাতিব ইবনু বালতায়া [রা] এ সমস্ত হাদিয়া নিয়ে এসেছিলেন। কারণ তাঁকে রাসূলে আকরাম [সা] ৬ষ্ঠ হিজরীতে উক্ত বাদশাহর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আরো বর্ণিত আছে, তিন জন দাসী নবী করীম [সা] এর নিকট উপহার পাঠিয়েছিলেন। নবী করীম [সা] তার থেকে জাহম ইবনু হুজাইফা [রা] এর দায়িত্বে তুরকা নামের দাসীকে দিয়ে দেন এবং মারিয়ার বোন শিরীনকে হাসান ইবনে সাবিত [রা] কে দেন, যার গর্ভে আবদুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেন।

মুসলিম শরীফে আছে- ফরওয়া ইবনু নুকাছাহ্ রাসূল [সা] কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলো। হুনায়নের যুদ্ধের দিন তিনি তার উপর সওয়ার ছিলেন।

আবু উবাদা তার কিতাবুল আমওয়ালে বলেছেন- আমের ইবনু মালেক নবী করীম [সা] কে একটি ঘোড়া উপহার দেয়, কিন্তু তিনি তা ফেরত দেন এবং বলেন, আমরা মুশরিকদের উপহার গ্রহণ করতে পারি না। এরকম কথা তিনি আয়াজ মাজাশায়ীকেও বলে দিয়েছিলেন। আবু উবাদা বলেন, তিনি যখন আবু সুফিয়ানের উপহার গ্রহণ করেছিলেন, তখন মক্কার অধিবাসীদের সাথে সন্ধি চুক্তি বলবত ছিলো। মাকুকাশ বাদশাহর উপহার গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে- রাসূল [সা] তার নিকট যে দূতকে পাঠিয়েছিলেন তিনি তাকে অত্যন্ত সমাদর করেছিলেন। তাছাড়া তিনি নবুয়্যতের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দূতকে নিরাশ করেননি।

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায়, তিনি যে সব মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছে পোষণ করতেন তাদের পাঠানো কোনো উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না।

আল্লাহ্ কর্তৃক তার রাসূল [সা] কে গণিমতের মাল প্রদান

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু যায়িদ থেকে বর্ণিত এক হাদীস দ্বারা শিরোনাম করা হয়েছে যে, নবী করীম [সা] মুয়াল্লিফাতুল কুলুব (মনোতুষ্টির জন্য অমুসলিমকে দান) ও অন্যান্যদের গণিমতের এক পঞ্চমাংশ হতে প্রদান করেন। জাহেরী বলেছেন, আমাকে আনাস [রা] বর্ণনা করেছেন, যখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম [সা] কে হাওয়াজিন গোত্রের সম্পদ গনিমত হিসেবে প্রদান করলেন। তখন তিনি কুরাইশদের বেশী বেশী করে উট দান করতে লাগলেন। এ সময় আনসারদের মধ্যে কতিপয় লোক মন্তব্য করলেন, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল [সা] কে মাফ করুন। তিনি শুধু কুরাইশদের দিয়েই যাচ্ছেন, আমাদের কোনো খবর নিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারী হতে এখনো রক্ত ঝরছে। আনাস [রা] বলেন, কথাটি রাসূল [সা] এর কানেও গেল। তিনি তাদেরকে এক চামড়ার তাবুতে একত্র করার নির্দেশ দিলেন এবং আরো বললেন, সেখানে অন্য কোনো লোক যেন না থাকে। অতঃপর তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এগুলো কেমন কথা, যা তোমাদের থেকে আমার নিকট পৌছেছে?

তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারা বললেন, আমাদের নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি একথা বলেনি বরং কতিপয় যুবক একথা বলেছে। রাসূল [রা] বললেন, 'আমি এজন্য তাদেরকে দিচ্ছি যে, তারা কদিন আগেও কাফির ছিলো। তোমরা কি এটা পছন্দ করোনা, ঐ লোকেরা মাল সম্পদ নিয়ে ঘরে ফিরবে এবং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ফিরে যাবে?' তারা উত্তর দিলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা রাজী আছি।

আবু দাউদ শরীফে হযরত যুবাইর ইবনু মুতয়িম [রা] থেকে বর্ণিত হয়েছে, তারা বলেছিলো, যখন খায়বার বিজয় হয় তখন রাসূল [সা] বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের মধ্যে স্বজনপ্রীতি করে অংশ প্রদান করেছেন। আর বনী নওফল ও বনী আবদে শামসকে বঞ্চিত করেছেন। একথা শোনে আমি ও হযরত উসমান [রা] নবী করীম [সা] এর নিকট গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বনী হাশিমের মর্যাদাকে অস্বীকার করিনা। কেননা আপনার কারণেই তাদের মর্যাদা।কিন্তু আমাদের ভাই বনী মুত্তালিবের অধিকার কতটুকু? আপনি তাদেরকে দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করছেন? অথচ আমাদের উভয়ের

সম্পর্ক সূত্র এক।[১] তিনি উত্তর দিলেন, আমি এবং বনী মুত্তালিবের মধ্যে পার্থক্য নেই। এমনকি জাহেলিয়াতের সময়েও ছিলো না আর ইসলামের সময়ও নেই। আমরা এবং তারা তো একই। একথা বলে তিনি এক হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে অপর হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করালেন।

অন্যান্য বর্ননায় আছে, তিনি বললেন, ঠিক আছে তোমরা ততোদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করো যতদিন না তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে হাউযে কাউসারে মিলিত হও। আবু যায়িদও এরূপ বর্ণনা করেছেন।

যাদেরকে নবী করীম [সা] প্রাধান্য দিয়ে বেশী বেশী উট দান করেছিলেন, তারা হচ্ছে- আকরা ইবনু হারিস, উয়াইনা ইবনু হাসান প্রমুখ। ইবনু হিশাম -আবু সুফিয়ান, তাঁর ছেলে মুয়াবিয়া, হাকিম ইবনু হাজাম, হারিস ইবনু হিশাম, সুহাইল ইবনু আমর, হুয়াইতাব ইবনুল আবদুল উজ্জা, আলা ইবনু হারিস, উয়াইনা ইবনু হাসান এবং আকরা ইবনু হাবিসের নাম বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফে আছে নবী করীম [সা] বলেছেন, 'আমি কিছু লোককে তাদের অধৈর্য ও অতৃপ্তির কারণে দান করেছি। আবার কিছু লোককে তাদের কল্যাণ ও মনের প্রশান্তির উপর ছেড়ে দিয়েছি।'

কিছু দূর্বল ঈমানদার কর্তৃক গণিমতের মাল বন্টনে অসন্তোষ প্রকাশ

হুনাইন যুদ্ধে গণিমতের মাল বন্টনের সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আল্লাহর কসম! এটা এমন এক বন্টন যেখানে কোনো ইনসাফ করা হয়নি এবং আল্লাহর সন্তোষ অর্জন লক্ষ্য নয়। ঐ ব্যক্তি ছিলো বনী তামীম গোত্রের। রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন-'ওরে হতভাগা! যদি আমিই ইনসাফ না করি তবে আর কে ইনসাফ করবে?' এটি একটি দীর্ঘ হাদীস। ওয়াকেদীর ছাত্র ইবনু সা'দ এটি বর্ণনা করেছেন।

একবার হযরত আলী [রা] ইয়েমেন থেকে নবী [সা] এর নিকট কিছু স্বর্ণ পাঠান। তখন রাসূলে আকরাম [সা] তা চারভাগ করে একভাগ আকরা ইবনু হাবিসকে, একভাগ যায়িদ আল খাইলকে, একভাগ আলকামা ইবনু আলাছাহকে এবং একভাগ উয়াইনা ইবনু হাসানকে দেন। এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো, আমি এমন একটি বন্টন দেখলাম যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন লক্ষ্য নয়।

একথা শুনে রাসূল [সা] রেগে গেলেন। এক কালো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, প্রথম দিন হতে আজ পর্যন্ত আপনি কোনো ইনসাফ করেননি।

১. হাশিম, মুত্তালিব, নওফল ও আবদে শামস চার সহোদর, সকলেই আবদে মুন্নাফের ছেলে।

মুশরিকদের রাখা বস্তু

ইবনু ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন- যখন নবী করীম [সা] খায়বার অবরোধ করেন তখন তাঁর কাছে কতিপয় লোক এসে বলে, আমাদেরকে কিছু দিন। তিনি তাদেরকে কিছুই দিলেন না। যখন তাঁরা কিছু কিল্লা বিজয় করলেন তখন মুসলমানের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এক থলে চর্বি নিয়ে এলো। গণিমতের মালের দায়িত্বে নিয়োজিত কা'ব ইবনু আমর ইবনু যায়িদ আনসারী তাকে দেখে ফেললেন এবং ধরে আনলেন। সে ব্যক্তি বলতে লাগলো, আল্লাহর কসম! এটা আমি তোমাকে দেবো না। যতোক্ষণ আমাকে আমার সাথীদের কাছে নিয়ে না যাও। তিনি বললেন, এটা আমাকে দিয়ে দাও, লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেই। সে অস্বীকার করলো। দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো। রাসূল [সা] বললেন- 'ঐ ব্যক্তির থলে তার কাছেই রেখে দাও, যেন সে তার সাথীদের কাছে নিয়ে যেতে পারে।'

বনী নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পদ

ইমাম বুখারী ও আবু উবাইদ বর্ণনা করেছেন, বনী নাযীরের সম্পদ যা আল্লাহ্ তাঁকে দান করেছিলেন, তা এমনভাবে হস্তগত হয়েছিলো, তার জন্য কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি। এ ছিলো নবী করীম [সা] এর জন্য নির্দিষ্ট। যা থেকে তিনি পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন এবং অবশিষ্ট সম্পদ থেকে যুদ্ধের ঘোড়া ও সম্পদ ক্রয় করতেন। বনী নাযীরের পরিত্যাক্ত সম্পদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়নি। কারণ তা ছিলো রাসূল [সা] এর জন্য নির্দিষ্ট। তবে বনী কুরাইযা হতে প্রাপ্ত সম্পদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছিলেন। কেননা তা যুদ্ধের বিনিময়ে হস্তগত হয়েছিলো।

বনী নাযীরের ঘটনা সম্পর্কে আবু উবাইদ বলেছেন, বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর সংঘটিত হয়েছিলো। বুখারীর বর্ণনাও অনুরূপ। ইবনু আবু যাইদ মুখতাসার মদুওনায় ইবনু শিহাবের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, বনী নাযীরের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো ৩য় হিজরীর মুহাররম মাসে। অন্য বর্ণনায় আছে- ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো এবং সূরা হাশর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়।

খায়বারের গণিমতের মাল বন্টন

ইমাম মালিক [রহ] বলেছেন, খায়বারের গণিমতের মাল মোট আঠারো ভাগ করে ১৮শ' লোকের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিলো। প্রতি ১০০শ' লোকের জন্য এক ভাগ। (অর্থাৎ আঠারো ভাগকে আঠারো শ' ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো।)

আবু উবাইদ বলেছেন, খায়বারের সমস্ত সম্পদকে মোট ৩৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো তার প্রতি ভাগ ছিলো ১০০ শ' ভাগের সমষ্টি। অর্ধেক রেখেছিলেন রাসূল [সা] এর নিজের জন্য ও রাষ্ট্রীয় জরুরী অবস্থার জন্য। অবশিষ্ট অর্ধেক উপরোক্ত নিয়মে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। যখন সমস্ত ভূখন্ড রাসূল [সা] এর হস্তগত হয়ে গেলো। তখন এমন লোকজন পাওয়া গেলোনা যারা ঐ সম্পূর্ণ ভুখন্ডকে আবাদ করতে পারে। তখন তিনি অর্ধেক ফসল দেবার শর্তে ইহুদীদের কাছে বর্গা দিয়েছিলেন। ওয়াজিহায় বর্ণিত আছে- বনী নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পদ হতে নবী করীম [সা] ৭টি বাগান দান করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর [রা] বলেছেন, যদি আমার পরবর্তী লোকদের জন্য ভয় না হতো তবে আমি বিজিত সমস্ত সম্পদ লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেভাবে রাসূলে আকরাম [সা] খায়বারের সম্পদ বন্টন করে দিয়েছিলেন।

ইমাম মালিক ও আবু উবাইদ বর্ণনা করেছেন, হযরত বেলাল ও তাঁর কতিপয় সঙ্গী হযরত ওমর [রা] এর কাছে গিয়ে বললেন, শাম (সিরিয়া) এর বিজিত জমি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিন। এ ব্যাপারে হযরত বেলাল [রা] বেশী রকম চাপ প্রয়োগ করলেন। তখন হযরত ওমর [রা] দু'আ করলেন, 'আল্লাহ্! তুমি বেলাল ও তাঁর সাথীদের থেকে আমাকে রক্ষা করো।' এরপর বছর যেতে না যেতেই সবাই মৃত্যু বরণ করলেন।

ইবনু হিশাম বলেছেন, খায়বারের যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। ইমাম মালিক বলেন, খায়বারের যুদ্ধ হয়েছিলো শীতকালে। যুদ্ধ চলাকালে রাসূল [সা] এর কাছে সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মনে হয় আমরা যুদ্ধ করতে পারবো না। রাসূল [সা] প্রশ্ন করলেন, কেন? তাঁরা বললেন, শীত ও ক্ষুধার তীব্রতার কারণে। একথা শুনে নবী করীম [সা] আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন, 'ইলাহী! আজ তাদেরকে এমন একটি কিল্লার বিজয় দিন, যেখানে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ও চর্বি থাকে।' সেদিনই খায়বার বিজয় হয়ে গেলো।

ইবনু হিশাম বলেছেন, খায়বারের মাল হুদাইবিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিলো। যারা খায়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যারা অনুপস্থিত ছিলেন প্রত্যেককেই তিনি গণিমতের মাল দিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন না। নবী করীম [রা] তাঁর অংশ উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রাপ্ত অংশের সমান নির্ধারণ করেছিলেন।

মুফাযযাল বলেছেন - নবী করীম [সা] তাদেরকে পর্যন্ত খাদ্য সামগ্রী দান করেছিলেন যারা আহলে ফাদকদের সঙ্গে রাসূল [সা] এর পক্ষ থেকে সন্ধি করতে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে মুহায়্যিসা ইবনু মাসউদ [রা] অন্যতম। তাকে তিনি ত্রিশ ওয়াসাক যব দিয়েছিলেন।

কাফিরদের সাথে কৃত সন্ধি রক্ষা ও দূতকে হত্যা না করা

আবু দাউদ শরীফে হযরত নাঈম ইবনু মাসউদ [রা] হতে বর্ণিত হয়েছে- মুসায়লামা একটি পত্র লিখে [দু'জন দূতের মাধ্যমে] নবী করীম [সা] এর নিকট পাঠালো। যখন তিনি পত্রখানা পাঠ করলেন তখন আমার উপস্থিতিতেই তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা দু'জন কোন কথার উপর বিশ্বাসী? তারা উত্তর দিলো, পত্রে যা লিখা আছে আমরা সেই কথার উপর বিশ্বাসী। তখন রাসূল [সা] বললেন, আল্লাহর কসম! যদি দূত হত্যা অবৈধ ঘোষণা করা না হতো তবে অবশ্যই আমি তোমাদের দু'জনকে হত্যা করতাম।

আবু রাফে [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে কুরা্ইশরা রাসূল [সা] এর কাছে পাঠিয়েছিলো, যখন আমি রাসূল [সা] এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন মনে হলো] আমার অন্তরে ইসলাম প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি আর তাদের কাছে ফিরে যেতে চাইনা। শুনে তিনি বললেন, 'আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারিনা এবং দূতকেও বাধা দিতে পারি না। বরং তুমি এখন চলে যাও। তারপর যদি তোমার মনের অবস্থা বর্তমান থাকে যা এখন অনুভব করছো, তবে তুমি চলে এসো।' সত্যিই সেদিন তিনি চলে গিয়েছিলেন এবং পরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বুখারী শরীফে আছে- আবু জান্দাল শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় খুঁড়াতে খুঁড়াতে এসে রাসূল [সা] এর কাছে হাজির হলেন। শিকলের ঘর্ষণে তাঁর জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছিলো। হুজুরে আকরাম [সা] শুধু সন্ধির এ শর্তের কারণে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠায়েছিলেন, যাতে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি তাদের কাছে থেকে পালিয়ে মুসলমানদের কাছে যায়, তবে তাকে ফেরত পাঠাতে মুসলমানগণ বাধ্য থাকবে।

আবু সুফিয়ান খাত্তাবী শরহে গারীবুল হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আবু জান্দালের ব্যাপারে নবী করীম [সা] এর আশংকা ছিলো না বিধায় তাকে তার পিতা ও বাড়ির দিকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তবে যে সব স্ত্রীলোক এসেছিলো

তাদেরকে ফেরত পাঠাননি। এ ব্যাপারে আল্লাহই সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন যে, কাফিরদের নিকট তাদেরকে ফেরত পাঠিও না। এ আলোচনা তাদের জন্য দলীল, যারা আল কুরআনের সাথে হাদীসও মানসুখ হওয়ার দাবী করেন। বুখারী শরীফে বলা হয়েছে, আবু জান্দালকে নবী করীম [সা] তার পিতা সুহাইল ইবনু আমরের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

তার কারণ হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে তিনটি শর্ত লিখা ছিলো। শর্তগুলো হচ্ছে-

১. যারা মক্কা থেকে পালিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হবে তাদেরকে মুসলমানগণ মক্কায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে।

২. যদি কোন মুসলমান (মুরতাদ হয়ে) পালিয়ে মক্কায় আসে তবে তাকে পুনরায় মুসলমানদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে না।

৩. আগামী বছর মুসলমানগণ মক্কায় আসবে এবং মাত্র তিন দিন অবস্থান করতে পারবে। মক্কায় প্রবেশের সময় তাদের কাছে আত্মরক্ষার জন্য কোষাবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া আর কোনো অস্ত্র সাথে আনতে পারবেনা।

সন্ধির ব্যাপারে রাসূলে আকরাম [সা] মন্তব্য করেছেন, সন্ধি ছিলো আমাদের জন্য (ঘরের) চৌকাঠের ন্যায়। অর্থাৎ তার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ।

যাহোক আবু জান্দাল যখন উপস্থিত হয়েছিলো তখনও সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করা হয়নি। বুখারী শরীফে কিতাবুল শুরুত অধ্যায়ে বলা হয়েছে- আবু জান্দালের পিতা সুহাইল ছিলো ঐ লোকদের অন্যতম যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলো।

এক বর্ণনায় আছে- হুদায়বিয়ার দিন সাবিয়া আসলামী মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়েছিলো। কিছুক্ষণ পর তার স্বামী খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছলো এবং বললো, হে মুহাম্মদ! আমার স্ত্রীকে আমার সাথে ফেরত যেতে দাও। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন-

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের নিকট কোনো মুসলমান মহিলা হিজরত করে আসে... শেষ পর্যন্ত।

অতঃপর রাসূল [সা] মহিলাকে ডেকে শপথ নিলেন। সে বললো, প্রকৃত মাবুদের শপথ! ইসলামের সৌন্দর্য এবং তাঁর প্রতি অনুরাগই আমাকে আপনাদের সাথে মিলিত করেছে। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ [সা] তার স্বামীকে ডেকে তার মোহরের টাকা ফেরত দিলেন এবং যা তার পেছনে খরচ করেছিলো তাও হিসেব করে তাকে দিয়ে দিলেন। তবু তার স্ত্রীকে ফেরত পাঠালেন না।

নিরাপত্তা প্রদান ও মহিলা নিরাপত্তা প্রদানকারী

তাফসীরে ইবনু সালামে কালবী হতে বর্ণনা করা হয়েছে, মুশরিকদের মধ্যে কিছু লোক যাদের সাথে মুসলমানদের কোনো সন্ধি বা চুক্তি ছিলো না। তারা সংবাদ পেয়েছিলো, নিষিদ্ধ মাস অতিক্রান্ত হলেই মুসলমানগণ তাদের ওপর আক্রমণ করবে। এজন্য তারা রাসূলে আকরাম [সা] এর নিকট এলো, যেন তারা মুসলমানের সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। নবী করীম [সা] তাদের ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো শর্তে রাজী না হওয়ায় তাদের সাথে কোন চুক্তি করা সম্ভব হয়নি। তখন তাদেরকে ফিরে যেতে বলেন। তখন নিষিদ্ধ মাস ছিলো না। তারা ছিলো বনী কায়েস ইবনু সালাবা গোত্রের খৃষ্টান। পরবতীতে তাদের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং অবশিষ্ট লোক খৃষ্টান রয়ে গিয়েছিলো।

মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বায় বর্ণিত আছে- মুসলিম বাহিনী কিছু মাল নিজেদের হস্তগত করে। যা নবী করীম [সা] এর কন্যা জয়নাব [রা] এর স্বামীর নিকট (গচ্ছিত) ছিলো। যুদ্ধের সময় সে পালিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু রাতে সে জয়নাব [রা] এর ঘরে উপস্থিত হলো, তার সেই মাল নিয়ে যাবার জন্য। রাতে জয়নাব [রা] এর আশ্রয়ে রইলো। যখন নবী করীম [সা] ফজরের নামায আদায় করার জন্য দাঁড়ালেন এবং তাকবীর দেয়া হলো, তখন জয়নাব [রা] মেয়েদের কাতার থেকে উচ্চস্বরে বললেন, উপস্থিত লোকেরা! তোমরা শুনে রাখো, আমি আবুল আসকে আশ্রয় দিয়েছি। রাসূল [সা] সালাম ফিরিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন, 'যা আমি শুনলাম তা তোমরাও শুনেছো।' তারা বললো, হ্যাঁ আমরাও শুনেছি। তিনি বললেন, 'ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমি একথা শোনার আগে ঘটনা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিলো না। অবশ্যই মুসলমানদের মধ্যে কোনো এক আদনা মুসলমানও যদি কাউকে আশ্রয় দেয় তবে সে নিরাপদ।'

তারপর তিনি ভেতরে গেলেন এবং কন্যাকে বললেন, তার সেবা যত্ন করতে পারো, কিন্তু সে যেন তোমাকে আর কিছু করতে না পারে। কারণ সে তোমার জন্য এখন হালাল নয়। অতঃপর তিনি লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি তোমরা ইহসান করো এবং তার মাল ফেরত দাও তবে তা অত্যন্ত ভালো কাজ, আর যদি তোমরা তা পছন্দ করো, তবে সে অধিকার তোমাদের আছে। কেননা তা তোমরা গণিমত হিসেবে পেয়েছো। একথা শুনে লোকেরা তাদের সমস্ত মাল ফেরত দিয়ে দিলো। তখন সে মাল নিয়ে, মক্কায় ফিরে এসে কুরাইশদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের (গচ্ছিত) মাল ফেরত দিলো। তারা মাল ফেরত পেয়ে দু'আ করলো, তোমাকে আল্লাহ্ কল্যাণ দান করুন এবং আরো মহৎ বানিয়ে দিন। সে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। হযরত মুহাম্মদ [সা] তাঁর বান্দা ও রাসূল। আরো বললেন, আমি সেখান থেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারতাম, তা করিনি তোমরা ভেবে বসবে আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার জন্য এরূপ করেছি। আল্লাহ্ যখন তা তোমাদের হাতে পৌঁছে দেবার তাওফিক দিয়েছেন তাই এখন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। অতঃপর সে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলো এবং রাসূলে পাক [সা] এর দরবারে উপস্থিত হলো।

অন্য বর্ণনায় আছে- আব্বাস [রা] কে যখন বদর যুদ্ধে বন্দী করে আনা হলো, তখন সাহাবাগণ নবী করীম [সা] কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি চান তবে আপনার চাচার মুক্তিপণ আমরা ছেড়ে দেবো। আবার যখন জয়নাব [রা] তাঁর স্বামী আবুল আসকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ পাঠালেন, তখন তার মধ্যে ঐ হারটিও ছিলো যা খাদিজা [রা] ব্যবহার করতেন এবং পরবর্তীতে জয়নাবকে উপহার দিয়েছিলেন। রাসুলে আকরাম [সা] আনসারদের লক্ষ্য করে বললেন, যদি তোমরা সম্ভবপর মনে কর তবে আবুল আসকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দিতে পারো এবং তার মালগুলোও তাকে ফেরত দিতে পারো। তাঁরা সন্তুষ্টিচিত্তে রাজী হয়ে গেলেন এবং তাকে তার মাল সহ ছেড়ে দিলেন।

বর্ণিত আছে- রাসূল [সা] জয়নাবের হার ফেরত দিয়েছিলেন, কারণ হারটি খাদিজা [রা] জয়নাবের বিয়ের সময় তাকে দান করেছিলেন। তাই হারটি দেখে খাদিজা [রা] এর কথা স্মরণ হওয়ায়, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তা ফেরত দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। তা ছাড়া আবুল আসের নিজস্ব কোনো সম্পদ ছিলো না। যা ছিলো তা কুরাইশদের আমানত ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত পুঁজি। তাই তাকে তার মালসহ ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

মুয়াত্তায় ইমাম মালিক হযরত আবু নছর [রা] থেকে এবং তিনি আবু মাররা [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব [রা] এর দাস ছিলেন। তিনি উম্মে হানি [রা] কে বলতে শুনেছেন, আমি মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং রাসূলাল্লাহ্ [সা] এর

কন্যা ফাতিমা [রা] একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে পর্দা করে রেখেছিলেন। যখন তিনি গোসল সেরে বাইরে এলেন তখন একখানা কাপড় জড়িয়ে আট রাকায়াত নামায আদায় করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার আপন ভাই আলী এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেছে, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সে অমুক ব্যক্তির ছেলে হুবায়রা। রাসুলে আকরাম [সা] বললেন, হে উম্মে হানি! যাকে তুমি নিরাপত্তা দিয়েছো তাকে (মনে করো) আমিও নিরাপত্তা দিয়েছি।

উম্মে হানি বলেন, সেটি ছিলো চাশতের সময়, যখন তিনি নামায আদায় করছিলেন। আর হুবায়রা ইবনু আবি ওয়াহাব ছিলো উম্মে হানির স্বামী।

একটি মু'জিযা

রাসুলুল্লাহ [সা] যখন আনসারদেরকে বললেন, তোমরা তার অর্থাৎ আব্বাস [রা] এর একটি দিরহামও মাফ করবে না। সে ধনী লোক। তারপর আব্বাস [রা] এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আপনার এবং আপনার দু'ভাতিজা আকীল ও নওফলো মুক্তিপণও আদায় করে দেবেন। কারণ আপনি বিত্তশালী। আব্বাস [রা] ড়্বাললেন, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। রাসূল [সা] বললেন, আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ্ ভালো জানেন। তিনি তার বিনিময় দেবেন। কিন্তু আমরা শুধু আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখি। তখন বললেন, আমার কাছে কোনো মাল সম্পদ নেই। হুজুর [সা] বললেন, আপনার সেই সম্পদ কোথায়, যা আপনি যুদ্ধে আসার পূর্বে উম্মে ফজলের নিকট গচ্ছিত রেখে এসেছেন? এটাতো আপনারা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানতো না? আপনি তাকে বলেছিলেন, যদি আমি এ সফর থেকে ফিরে না আসি তবে এতো অংশ ফজলের এবং এতো অংশ আবদুল্লাহ্র। একথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, উম্মে ফজল ছাড়া এ ঘটনা আর কেউ জানেনা। আমি বিশ্বাস করি আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি তার ফিদিয়া বাবদ ১০০শ' আওকিয়া এবং আকীল ও নওফলের ফিদিয়া বাবদ ৪০ আওকিয়া করে আদায় করে দিলেন।

আবুল কাসেম ও ইবনু ইসহাক বলেছেন, আব্বাস [রা] ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং আকিল [রা] কে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ দু'জন ছাড়া আর কেউ বন্দীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

বিনিময় ও বরকতের একটি দৃষ্টান্ত

মায়ানিন্ নুহাসে বর্ণনা করা হয়েছে- হযরত আব্বাস [রা] একবার বলেছেন, যখন আমি বন্দী হই তখন আমার নিকট ২০ আওকিয়া স্বর্ণ ছিলো তা আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ্ আমাকে তার বিনিময়ে ২০টি দাস দান করেছেন এবং মাগফিরাতের ওয়াদা করেছেন।

জিযিয়ার বর্ণনা

ইবনু হাবীব বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রথম দিকে তাঁর রাসূলকে শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন জিহাদ ও জিযিয়ার ব্যাপারটি আলোচনা করা হয়নি। এ অবস্থায় তিনি মক্কায় দশ বৎসর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন। তখন আল্লাহর নির্দেশ ছিলো যথা সম্ভব সংযম প্রদর্শন করার জন্য। পরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হচ্ছে,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا(ط) وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَي نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ–

যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকেও (যুদ্ধের জন্য) অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তারা নির্যাতিত। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।

(সূরা হজ্জ-৩৯)

অর্থাৎ যারা যুদ্ধ করবে শুধু তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে আর যারা যুদ্ধ করবে না তাদের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন-

فَاِنِ اعْتَزَلُكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ– وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ– فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا–

কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে আর তোমাদের সাথে সন্ধি ও বন্ধুতার হাত সম্প্রসারিত করে দেয়- তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদেরকে আক্রমণ করার কোনো পথই রাখেননি। (সূরা আন নিসা-৯০)

হিজরতের আট বৎসর পর সূরা বারায়াত অবতীর্ণ করে আহলে আরবদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন।[১] আরো নির্দেশ দেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা

১. হিজরী ৮ম সনের পূর্বে যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, মূলত তা ছিলো আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষা মূলক জিহাদ। পরবর্তীতে সূরা তওবা বা বারায়াতের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও তা বাস্তাবায়নের জন্য প্রয়োজনে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়। -অনুবাদক

যুদ্ধ করুক বা না করুক তাদের সাথেও যুদ্ধ করতে হবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণ না করে অথবা জিযিয়া না দেয়। আহলে কিতাবদের বেলায় ও এ ফরমান জারী করা হয়।

জিযিয়া ও তার পরিমাণ

মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকে এবং আবু উবায়দার কিতাবুল আমওয়ালে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম [সা] হযরত মুয়ায ইবনু জাবাল [রা] কে য়েমেনে পাঠানোর সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইয়েমেনের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করবে। আবু উবায়দা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, দাস হোক অথবা দাসী হোক প্রত্যেকের মাথা পিছু এক দিনার অথবা তার সমমূল্যের ইয়েমেনী চাদর। এ মতের ওপর শাফিঈ আমল করেন আর ইমাম মালিক [র] আমল করেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব [রা] এর মতের ওপর। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব [রা] বলেছেন, যারা চার দিনার স্বর্ণ অথবা চল্লিশ দিরহাম রৌপ্যের মালিক শুধু তাদের থেকে জিযিয়া আদায় করতে হবে। স্ত্রীলোক ও দাসের ওপর জিযিয়া নেই।

আমাদের নিকট এ হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে- ইয়েমেনবাসী অভাব অনটন সম্পর্কে রাসূলে আকরাম [সা] অভিহিত ছিলেন। আর শামের অধিবাসীদের স্বচ্ছলতা সম্পর্কে ওমর [রা] অভিহিত ছিলেন। তবে কথা হচ্ছে সকলেই যদি স্বেচ্ছায় জিযিয়া প্রদান করে তবে তা গ্রহণ করা যাবে।

ইবনু ওয়াহাব বলেন- নবী করীম [সা] কুরাইশদের বিরুদ্ধে ইসলাম এবং তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। আর যারা আরবের কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহন করা হয়নি। তাদের সাথে ইসলামের নামে যুদ্ধ করা হয়েছে। যদি তাদের কেউ আহলে কিতাবের ধর্মে দীক্ষা নিতো তাহলে তার থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হতো।

সাহ্নুন [রহ] বলেন- আমার একথা বুঝে আসেনা কারণ নবী করীম [সা] যেখানে বলেছেন- তাদের সাথে আহলে কিতাবদের মতো আচরণ করো। তাছাড়া তিনি আহলে হিজর এবং মনযুর ইবনু মুসাওয়ার কাছে লিখিত দাওয়াত প্রদানের সময় লিখেছিলেন, যে দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকার করবে তাকে জিযিয়া প্রদান করতে হবে। জিযিয়া গ্রহণের ব্যাপারে আরব অনারব কোনো পার্থক্য করা হয়নি বরং অগ্নি উপাসকরাও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিলো।

তৃতীয় অধ্যায়

কিতাবুন নিকাহ [বিয়ে অধ্যায়]

কনের অনুমতি ছাড়া বিয়ে

মুয়াত্তা, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে হযরত খানসা বিনতে মুযাম আনসারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর পিতা তাকে বিয়ে দেন কিন্তু আগে তিনি বরকে দেখে অপছন্দ করেন। অতঃপর নবী করীম [সা] এর কাছে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার আবেদন করেন। তখন রাসূল [সা] তার বিয়ে ভেঙ্গে দেন।

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে মুহাজির ইবনু ইকরামা থেকে বর্ণিত হয়েছে- এক কুমারী মেয়েকে তার পিতা মেয়ের অসম্মতিতে বিয়ে দেন। এতে মেয়ে রাসূলে আকরাম [সা] এর নিকট এসে নালিশ করলো। তিনি তাকে বিয়ে বহাল রাখা অথবা বিচ্ছেদ করার ক্ষমতা অর্পন করেন।

অন্য বর্ণনায় আছে - এক বিবাহিত ও এক কুমারী মেয়েকে তার পিতা বিয়ে দেন। কিন্তু এ বিয়েতে দু'মেয়েই নারায ছিলো। অতঃপর তারা রাসূল [সা] এর কাছে এসে বিচার প্রার্থনা করে। তখন তিনি তাদের বিয়ে ভেঙ্গে দেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনু বুরদাহ্ [রা] থেকে বর্ণিত - একবার এক কুমারী মেয়ে এসে রাসূল [সা] কে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা আমাকে তার এক ভাতিজার সাথে বিয়ে দিয়েছে। যে আমার উসিলায় তার দূরাবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। আমার পিতা আমার কাছে থেকে কোনো অনুমতি নেননি। এখন আমার জন্য কি কোনো উপায় আছে? রাসূল [সা] বললেন, 'হ্যাঁ আছে।' তখন সে বললো, আমি চাইনা আমার পিতার কোনো সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে বরং আমি চেয়েছি, এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কতটুকু অধিকার আছে তা জানতে।

ওয়াজিহা নামক গ্রন্থে আছে- রাসূল [সা] যখন কোনো মেয়ের বিয়ে দিতে যেতেন তখন তিনি পর্দার কাছে এসে কনেকে লক্ষ্য করে বলতেন, অমুক ব্যক্তি অমুক মেয়ের জন্য বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছে। যদি সে পর্দা নাড়া দিতো অথবা পর্দার ওপর আঙ্গুল দিয়ে দাগ কাটতো তবে তিনি তার বিয়ে পড়াতেন না। আর যদি চুপ থাকতো তবে তিনি তার বিয়ে পড়াতেন। মদুওনাহ্ গ্রন্থে হযরত হাসান

বসরী [রহ] থেকে বর্ণিত হয়েছে- নবী করীম [সা] হযরত ওসমান ইবনু আফ্‌ফান [রা] এর নিকট দু'কন্যা বিয়ে দেন। কিন্তু তিনি তাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। হাসান বসরী [রহ] বলেন, অকুমারী মেয়ের বিয়ে তার পিতা মেয়ের অনুমতি ছাড়া দিতে পারেন। কাজী ইসমাইল বলেন, কিন্তু ইজমা এর বিপরীত মত পেশ করে। নখঈ বলেন, এটা ঐ সময় সম্ভব যখন মেয়ে নিজের পরিবার পরিজনের সাথে থাকবে।

কাজী ইসমাঈল বলেন, নবী করীম [সা] তার দু'কন্যা হিজরতের আগে বিয়ে দিয়েছিলেন। আবার দু'জনকে বিয়ে দিয়েছেন হিজরতের পর। শরীয়তের বিধি বিধান জারী হয়েছিলো হিজরতের পর। হিজরতের পর তিনি যে সব কন্যা বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে ফাতিমা ছাড়া আর কেউ কুমারী ছিলেন না। রুকাইয়াকে বিয়ে দিয়েছিলেন উতবা ইবনু আবু লাহাবের সাথে। কিন্তু সে মক্কায় থাকাবস্থায়ই তাকে তালাক দিয়ে দেয়। তখন হুজুর [সা] মক্কায় হযরত ওসমান [রা] এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে দেন। হাসান বসরী বর্ণিত হাদীসে যে দু'মেয়ের কথা বলা হয়েছে, সম্ভবত তারা রুকাইয়া [রা] ও যয়নাব [রা] হবেন। কেননা হিজরতের পর উম্মে কুলছুম [রা] ও ফাতিমা [রা] ছাড়া আর কোনো মেয়েকে তিনি বিয়ে দেননি। যেখানে দু'মেয়ের কথা বলা হয়েছে, সেখানে কাজী ইসমাঈলের বর্ণনা ইবনে কুতাইবা এর বর্ণনার বিপরীত। ইবনু কুতাইবা মাআরিফ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন- রুকাইয়ার [রা] সাথে হযরত ওসমান [রা] এর বিয়ে মদীনা শরীফে সংঘটিত হয়েছিলো এবং তারপর উম্মে কুলছুম [রা] কে তিনি বিয়ে করেন তাও মদীনা শরীফেই সম্পন্ন হয়েছিলো। আর উতবার সাথে রুকাইয়ার [রা] যে বিয়ে হয়েছিলো তা হিজরতের আগেই ভেঙ্গে যায়।

দাম্পত্য জীবন শুরুর আগে স্বামী মারা গেলে

নাসাঈ ও মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে আবদুল্লাহ্ [রা] ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত- তাঁর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যে এক মহিলাকে বিয়ে করলো কিন্তু তার মোহর নির্ধারণ করলোনা এবং তার সাথে দাম্পত্য জীবন শুরু করার আগেই মৃত্যু বরণ করলো। তিনি দীর্ঘ এক মাস এর উত্তর দান থেকে বিরত রইলেন। পরে বললেন, তোমাদের আমি উত্তর দিচ্ছি। যদি শুদ্ধ হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে আর যদি ভুল হয় তবে তা আমার দূর্বলতা। নাসাঈ শরীফে আছে- তবে তা শয়তানের তরফ থেকে। আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে- ঐ

মহিলার এমন মোহর নির্ধারণ করতে হবে যা তার বংশের অন্য মহিলাদের বিয়ের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে (অর্থাৎ মহরে মেছাল) এবং তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। এ কথা শুনে বনী আশযায়ী গোত্রের কিছু লোক দাঁড়িয়ে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নবী করীম [সা] কে বুরদা' বিন্‌তে ওয়াশিকের ব্যাপারে এরকম ফায়সালাই করতে দেখেছি যা আপনি বললেন। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে আছে-বিনতে ওয়াশিক রাওয়াস গোত্রের মহিলা ছিলো। যারা রাসূল [সা] এর ফয়সালার দিন উপস্থিত ছিলেন তারা হচ্ছে- হযরত মাকাল ইবনু সিনান আশযায়ী ও তার গোত্রের কতিপয় লোক। আলী ইবনু আবী তালিব [রা] বলেছেন, ঐ মহিলার জন্য কোনো মোহর নেই। হযরত ইয়াজীদ [রা] এর বক্তব্য এরকম। ইমাম মালিক এ মতের অনুসারী। কিন্তু সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, কাতাদাহ্ ও ইবনু মাসউদ [রা] এ মতের অনুসারী। হযরত আলী [রা] আরো বলেছেন, রাসূল [সা] এর কোনো কথার ব্যাপারে গ্রাম্য কোনো লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে আছে তারা ইবনু মাসউদ [রা] এর ফতোয়া শুনে এতো বেশী খুশী হয়েছিলো যে, আর কোনো ব্যাপারে তারা কখনো এতো খুশী হয়নি।

বিয়ের পর স্ত্রীকে গর্ভবতী পাওয়া গেলে

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে হযরত সায়্যিদ ইবনু মুসায়্যিব [রহ] থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এক আনসার থেকে বর্ণনা করেছেন- যিনি বাসিরা নামে পরিচিত। তিনি বলেন, আমি এক কুমারী মেয়েকে না দেখে বিয়ে করি। পরে বাসরঘরে বুঝতে পারি, সে গর্ভবতী। নবী করীম [সা] কে অবহিত করলে তিনি বললেন, 'ঐ মহিলা তোমার কাছে মোহর পাবে। কারণ তুমি তার সাথে যৌনমিলন করেছো। আর সন্তান তুমি গোলাম হিসাবে পাবে এবং স্ত্রীলোকটিকে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বেত্রাঘাত করতে হবে এবং বিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে।

মুয়াত্তা, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈতে ফাতিমা বিনতে কায়েস [রা] হতে বর্ণিত, আবু আমর ইবনু হাফছ [রা] তাকে তালাকই আলবাত্তা[১] প্রদান করলেন। মুসলিম ও নাসাঈতে অতিরিক্ত আছে, সে তাকে শেষ তালাক দিয়েছিলো, যা দেয়া বাকী ছিলো এবং সে তখন সিরিয়া ছিলো। অতঃপর তিনি তার উকিলের

---

১. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটে যে তালাকের মাধ্যমে তাকে 'তালাক-ই- আল বাত্তা ' বলে। - অনুবাদক।

মাধ্যমে কিছু যব পাঠিয়ে দেন। পরিমাণে অল্প বলে সে দেখে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে। উকীল বললেন, আল্লাহর কসম! আমার উপর তোমার কোনো অধিকার নেই। নাসাঈতে আছে- হারিস ইবনু হিশাম ইবনু আবু রাবিয়া খরচের জন্য কিছু মুদ্রা পাঠায়, এতে সে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তখন সে বলে, আল্লাহর কসম! আমার কাছে তোমার কোনো খরচ নেই। কারণ তুমি গর্ভবতী নও। তাছাড়া তুমি আমার অনুমতি নিয়েও আমার ঘর ছাড়োনি। মুসলিম শরীফে আছে- তার নিকট পাঁচ সা' যব এবং পাঁচ সা' খেজুর পাঠানো হয়েছিলো। সেই মহিলা রাসূল [সা] এর কাছে অভিযোগ দায়ের করে, জবাবে রাসূল [সা] বলেন- 'তোমার জন্য কোনো ভরন পোষণ (নাফকাহ্) নেই।'

[মুসলিমের অন্য হাদীসে আছে- ফাতিমা বিনতে কায়েস বলেন, আমি রাসূলের [সা] কাছে গিয়ে থাকার ঘর এবং খরচ দাবী করে স্বামীর সাথে ঝগড়া করি। কিন্তু তিনি আমাকে না ঘরের ফায়সালা দিলেন আর না খরচের ফায়সালা। নাসাঈতে আছে- তিনি আমাকে উম্মে শারীকের ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন এবং বলেন- উম্মে শারীক এমন একজন মহিলা, যার ঘরে আমার সাহাবীরা সর্বদা যাতায়াত করে থাকে। এক কাজ করো, তুমি আবদুল্লাহ্ ইবনু উম্মে মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন করো। কারণ তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি, তোমার কাপড় চোপড় নড়চড় হয়ে গেলেও তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তুমি যখন অন্যের জন্য হালাল হয়ে যাবে তখন আমাকে খবর দিও। ইদ্দত শেষ হবার পর তাকে সংবাদ দেয়া হলো। আমি নবী করীম [সা] এর কাছে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুয়াবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান ও আবু জাহম দু'জন আমার নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছে। রাসূল [সা] বললেন, আবু জাহমতো নিজের কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না (অর্থাৎ সে স্ত্রীকে প্রহার করে) আর মুয়াবিয়া দরিদ্র। তার কাছে প্রচুর ধন সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামা ইবনু যায়িদকে বিয়ে করো। আমি এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করলাম। তিনি আবার বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে করো। অতপর আমি তাকে বিয়ে করলাম, ফলে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করলেন। যার কারণে আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা হতো।

উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি ফিকহী মাসয়ালা বের হয়। যথা-

মাসয়ালা-১ ঃ একই সাথে কোনো মহিলাকে একাধিক ব্যক্তি বিয়ের পয়গাম পাঠাতে পারে।

মাসয়ালা-২ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি বিয়ের পয়গাম পাঠায় তবে তার দোষ আলোচনা করা বৈধ এবং তা গীবতের পর্যায়ে পড়বেনা।

মাসয়ালা-৩ ঃ কারো দোষালোচনা করলে কৌশলে ও বিজ্ঞতার সাথে করতে হবে। যেমন রাসূল [সা] আবু জাহমের কথা বলেছেন, 'তার কাধ থেকে লাঠি নামে না।' একথা দ্বারা অবশ্যই এটা বুঝা যায় না যে সে খাওয়া, ঘুম,গোসল ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু লাঠি কাধে করে বসে থাকেন। বরং বুঝানো হয়েছে, তার স্ত্রীকে মারার অভ্যাস বেশী।

মাসয়ালা- ৪ ঃ যদি কোনো তালাক প্রাপ্ত মহিলা স্বামীর পরিবারের কারো সাথে দূর্ব্যবহার করে তবে বিচারক তাকে স্বামীর ঘর থেকে বহিস্কার করতে পারেন।

মাসয়ালা-৫ ঃ তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য ব্যয় নির্বাহের দায়দায়িত্ব স্বামীর। এমনকি বসবাসের জন্য কোনো ঘর পাওয়ারও অধিকার তার নেই।

মাসয়ালা-৬ ঃ কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে হলে তাকে আগেই দেখে নেয়া উচিত।

মাসয়ালা-৭ ঃ অনুপস্থিত থেকেও ফায়সালা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। যেমন আবু আমর সিরিয়ায় থেকেও তালাক পাঠিয়েছিলেন।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব [রা] বলেছেন, একজন স্ত্রীলোকের কথায় আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলে সুন্নাহর বিপরীত ফায়সালা দিতে পারিনা। কারণ আমাদের জানা নেই, তার স্মৃতি শক্তি যা সংরক্ষণ করেছে তা সঠিক কিনা।

স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ স্বামীর জিম্মায়

হযরত আয়িশা [রা] থেকে বর্ণিত এক হাদীস যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম স্ব -স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে- একদিন হিন্দ বিনতে উতবা এসে বললো, আমার স্বামী খুব কৃপণ, সে আমাকে এমন পরিমাণ সম্পদ দেয়না যা দিয়ে আমি ও আমার ছেলেমেয়ে চলতে পারি। সে জন্য তার অগোচরে আমি কিছু নিয়ে থাকি। তখন রাসূল [সা] বললেন, 'হ্যাঁ এতোটুকু পরিমাণ নিতে পারো যা তোমার ও তোমার ছেলেমেয়ের প্রয়োজন মিটে। তার অতিরিক্ত নয়।'

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বুঝা যায়, কারো অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে বিচারক ফায়সালা দিতে পারেন। যদি বিচারকের অপবাদ ও কুধারণার সম্মুখীন হওয়ার

সম্ভবনা না থাকে তবে তিনি তার নিজের ধারনা অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি বিষয়ে আসামীর অনুপুস্থিতিতে ফায়সালা করতে পারেন। যে অপরের হক পুরোপুরি আদায় করেনা হকদার যদি তার কোনো সম্পদ থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে না জানিয়ে গ্রহণ করে তা জায়েয আছে। তবে এ ব্যাপারে মতপার্থক্যও আছে।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দায়িত্ব বন্টন

ওয়াজিহায় বর্ণিত আছে- রাসূল [সা] এর নিকট যখন আলী [রা] এবং ফাতিমা [রা] উভয়ে কাজকর্ম ও দায়িত্ব নিয়ে নালিশ করেছিলেন, তখন তিনি হযরত ফাতিমা [রা] কে অন্দরমহলে এবং হযরত আলী [রা] কে বাইরে কাজ কর্ম করার দায়িত্ব অর্পন করেন। ইবনু হাবীব বলেন, অন্দর মহলের কাজের মধ্যে আছে- আটা পেষা, রুটি তৈরী করা, বিছানা গুটানো, ঘর ঝাড়ু দেয়া, পানি ভরা, ইত্যাদি।

বুখারী, মুসলিম এবং নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে- হযরত ফাতিমা [রা] একদিন নবী করীম [সা] এর দরবারে এসে অভিযোগ করলেন, আটা পিষে পিষে হাতে ফুস্কা পড়ে গেছে এবং তিনি শুনতে পেয়েছেন, রাসূল [সা] এর নিকট কিছু দাসী আছে এজন্য তিনি এসেছেন। তখন নবী করীম [সা] বললেন, ' তুমি যার জন্য আজ আমার কাছে এসেছো আমি তার চেয়েও ভালো জিনিস তোমাকে দিচ্ছি। তা হচ্ছে- যখন তুমি বিছানায় ঘুমুতে যাবে, তখন ৩৩বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আল হাম্‌দুলিল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। এটা তোমাদের খাদেমের চেয়ে ভালো হবে।' ফাতিমা [রা] বলেন, এরপর আমি এ ওয়াজিফা কখনো ছাড়িনি। প্রশ্ন করা হলো, সিফফিন যুদ্ধের রাতেও কি বাদ পড়েনি? তিনি উত্তর দিলেন, না সেদিনও বাদ পড়েনি।

মোহর সংক্রান্ত বিধান

নাসাঈ, মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক এবং আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে- হযরত আলী ইবনু আবী তালিব [রা] হযরত ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর মোহর বাবদ জেরা (যুদ্ধপোষাক) দান করেছিলেন। যা পরবর্তীতে ৫০০শ' দিরহাম বিক্রি করা হয়েছিলো এবং রাসূলুল্লাহ্ [সা] তা থেকে কিছু দিরহাম নিয়ে সুগন্ধি ক্রয় করেন। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে আছে- হযরত আলী ইবনু আবু তালিব [রা]

হযরত ফতিমা [রা] কে মোহর বাবদ ১২ আউকিয়া আদায় করেছিলেন। রাসূল [সা] হযরত ফাতিমা [রা] এর বিয়েতে একটি চাদর, একটি মশক ও একটি খাট দান করেছিলেন।

এ বিয়ে হয়েছিলো হিজরী প্রথম সনে। আবার কেউ বলেছেন, তা ছিলো হিজরী দ্বিতীয় সনে।

মুয়াত্তা, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈতে বর্ণিত আছে- একবার নবী করীম [সা] এর কাছে এক মহিলা এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আপনি আপনার বেগমেদের অন্তর্ভূক্ত করে নিন। একথা বলে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি গ্রহণ না করেন তবে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, তার মোহর দেয়ার জন্য তোমার কাছে কী আছে? সে জবাব দিলো, আমার কাছে এ পাজামাটা ছাড়া আর কিছু নেই। রাসূল [সা] [উপহাস করে] বললেন, 'তুমি যদি পাজামাটা তাকে দিয়ে ন্যাংটা হয়ে বসে থাকো সে কেমন কথা? যাও অন্য কিছু খুঁজে দেখো। সে বললো, আমার কিছুই নেই। আল্লাহর রাসূল [সা] বললেন, 'তুমি আরো খুঁজে দেখো। যদি তা লোহার কোনো আংটিই হোক না কেন।

সে অনেক খুঁজাখুঁজি করলো কিন্তু কিছুই পেলো না। তখন রাসূল [সা] বললেন, তোমার কি কোনো সূরা বা আয়াত মুখস্ত আছে?' সে বললো, হ্যাঁ আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্ত আছে? রাসূল [সা] বললেন , 'তোমার যতোটুকু কুরআন মুখস্ত আছে তার বিনিময়ে একে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।' সেই মহিলার নাম ছিলো খাওলা বিনতে হাকীম আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিলো উম্মে শারীক।

এ থেকে কয়েকটি ফিকহী মাসায়ালা জানা যায় -

মাসয়ালা-১. যার কোনো অভিভাবক নেই বিচারক তার অভিভাবক হতে পারেন।

মাসয়ালা-২. কোনো বস্তুর বিনিময়ে বিয়ে মুবাহ। হযরত আলী [রা] ও হযরত ফাতিমা [রা] এর বিয়েতেও এরূপ হয়েছিলো।

মাসয়ালা-৩. কুরআন শিক্ষাপ্রদানকে বিনিময় হিসেবে ধার্য করা জায়েয। ইবনু হাবীব [রহ] এর দৃষ্টিতে এ হাদীস মানসুখ। অন্যেরা বলেন- এটি নবী করীম [সা] এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন এবং ফকীহ্‌দের মধ্যে কেউ এরূপ আমল করেননি। শুধু ইমাম শাফিঈ [রহ] ছাড়া।

[সম্ভবত সেই মহিলা উক্ত সূরাগুলো মুখস্ত করছিলো এবং নবী করীম [সা] এর বেগমদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ারও খুব ইচ্ছে ছিলো তার। যে জন্য সে তাকে রাসূল [সা] এর নিকট বিয়ের জন্য উৎসর্গ করেছিলো।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একমাত্র আবদুর রহমান ইবনু আওফ ছাড়া আর কেউ পাঁচ দিরহামের কম মোহর ধার্য করে বিয়ে করেননি। ইবনু মনজুর বলেছেন, নবী করীম [সা] ৫০০শ' দিরহামের কম মোহ্‌র দিয়ে কোনো বিয়ে করেননি। উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবু সুফিয়ান [রা] কে বিয়ে করেছিলেন চার হাজার দিরহাম মোহরের বিনিময়ে।

হযরত আলী [রা] এর প্রতি নির্দেশ

বুখারী, আবু দাউদ ও ওয়াজিহায় বর্ণিত আছে- একবার আলী ইবনু আবী তালিব [রা] আবু জাহেল ইবনু হিশাম এর কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং বনু হিশাম ইবনু মুগীরাকে দিয়ে রাসূল [সা] এর নিকট অনুমতি চান। রাসূল [সা] অনুমতি দেননি বরং তিনি রাগান্বিত হয়ে মসজিদের মিম্বারে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকজন তাঁর কাছে জড়ো হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসার পর বললেন, বনী হিশাম ইবনু মুগীরার মাধ্যমে আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করার অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছে কিন্তু আমি অনুমতি দেইনি এবং দেবো না। যদি আবু তালিবের বেটা আমার কন্যাকে তালাক দিতে চায়, তবে সে যেনো তালাক দেয় এবং আবু জাহেলের মেয়েকে বিয়ে করে নেয়। আমার কন্যা আমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায়। যে তাকে কোনো কষ্ট দেয় সে যেন আমাকেই কষ্ট দেয়। আর আল্লাহর রাসূলের কন্যার সাথে আল্লাহর দুশমনের কন্যা কখনো একত্রে থাকতে পারে না। তোমরা মনে করেছো, ফাতিমার ওপর দূর্বলতার কারণে আমি এরূপ বলছি? না তা নয়। আমি হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করছিনা। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের মেয়ের সাথে আল্লাহর দুশমনের মেয়ে একত্রিত হতে পারে না।

অগ্নি পুজারীদের ইসলাম গ্রহণ

মদুওনাহ্ সহ অন্যান্য গ্রন্থে আছে- গায়লান ইবনু সালমা সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসূল [সা] তাকে বললেন, 'তোমার দশজন স্ত্রী আছে, তুমি যে কোনো চারজনকে রেখে অবশিষ্ট স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেবে। ফিরুজ দায়লামী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট দু'বোন স্ত্রী হিসেবে আছে?

রাসূল [সা] বললেন, 'তুমি যাকে চাও তাকে রেখে আরেক জনকে তালাক দিয়ে দাও।'

আবু দাউদ শরীফে আছে- এক ব্যক্তি নবী করীম [সা] এর কাছে এসে বললো- হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং ঐ স্ত্রী আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অবহিত। তখন রাসূল [সা] অন্যজনকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন।

বিয়ের পর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে যাওয়া ও মুতা বিয়ে

মুয়াত্তা, বুখারী ও নাসাঈতে বর্ণিত আছে - রাফা'আহ্ ইবনু সামওয়াল তার স্ত্রী তামীম বিনতে ওয়াহাবকে নবী করীম [সা] এর সময়ে তিন তালাক দেয়। আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তিনি নিজের অসুস্থতার কারণে পৃথক থাকেন। তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেননি। অতঃপর তাকে তালাক দিয়ে দেন। এবার রাফাআহ্ তাকে পুনরায় বিয়ে করতে চায়। অবশ্য এর পূর্বে সে তাকে তালাক দিয়েছিলো। রাসূল [সা] শুনে রাফাআহ্ ইবনু সামওয়ালকে বাধা দেন এবং বলেন, যতোক্ষণ সে অন্য স্বামীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমার জন্য সে হালাল হবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, 'যতোক্ষণ পর্যন্ত একজন আরেক জনের মধু পান না করবে।' রবী ইবনু মায়াসারা জাহমী বলেন, যখন আমরা মক্কা বিজয়ের বছর নবী করীম [সা] এর কাছে মক্কায় দেখা করি, তখন তিনি আমাদেরকে মুতা বিয়ের অনুমতি দেন। আমি এবং আমার এক বন্ধু বনী আমেরের এক মেয়ের নিকট [প্রস্তাব নিয়ে] গেলাম। মনে হলো সে মোটা গলার এক জোয়ান উটনী। আমরা উভয়ে আমাদের চাদরের বিনিময়ে তাকে চাইলাম। বর্ণনাকারী বলেন- সে আমার বন্ধুকে তাড়া করলো। আমার বন্ধু তাড়া খেয়ে বলতে লাগলো- 'আমার চাদর তার চাদর থেকে উত্তম।' সে বললো, আমার কাছে এটিই ভালো, যদি এটি তার চাদর হয় তবে আমি তার কাছে তিনদিন থাকবো। পরে নবী করীম [সা] তিন দিনের মু'তা বিয়েকে নিষিদ্ধ করেন এবং বলেন, 'আল্লাহ্ এটাকে হারাম করে দিয়েছেন।' অন্য বর্ণনায় আছে- 'আল্লাহ্ কি'য়ামত পর্যন্ত মুতা বিয়েকে হারাম করে দিয়েছেন। কাজেই যার নিকট মুতা বিয়েকৃত কোনো স্ত্রী আছে তাকে যেনো সে ছেড়ে দেয়, কিন্তু তাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা ফেরৎ নেয়া যাবে না।'

বর্ণণাকারীগণ মুতা বিয়ে কবে হারাম করা হয়েছে এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। একদল বলেন, খায়বার বিজয়ের সময় মুতা বিয়েকে হারাম করা হয়েছে। অপর দলের মতে হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর অর্থাৎ ৭ম হিজরীতে মুতা বিয়ে হারাম করা হয়।

আবু উবাইদ বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর মুতা বিয়ে হারাম হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনাহ [রা] এর বিয়ে

বুখারী এবং মুসলিম হযরত জাবির ইবনু যায়িদ [রা] থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস বলেছেন, নবী করীম [সা] মুহরিম অবস্থায় বিয়ে করেছেন। মুসলিম শরীফে ইয়াজিদ ইবনু ছম বর্ণনা করেছেন, আমাকে আমার খালা মাইমুনাহ্ [রা] বলেছেন, তাঁকে রাসূল [সা] ইহরামমুক্ত অবস্থায় বিয়ে করেছেন। ওয়াজিহায়ও এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান

হাদীসে আছে- যখন নবী করীম [সা] উম্মে সালমা [রা] কে বিয়ে করেন তখন তিনদিন তাঁর নিকট থাকেন। যখন তিনি অন্য স্ত্রীদের ঘরে যেতে চাইলেন, তখন উম্মে সালমা [রা] কাপড় ধরে রাখেন। তখন রাসূল [সা] বললেন, 'যদি তুমি চাও তবে সাত দিন আমি তোমার নিকট থাকবো এবং অন্যদের সাথেও সাতদিন করে থাকবো। আর যদি মনে করো তিনদিন পরপর পালা বদল হোক, তাহলে আমি তোমার নিকট তিন দিন থাকবো।' তখন উম্মে সালমা [রা] তিন দিনের কথায় রাজী হলেন।

রাসূল [সা] সর্বদা স্ত্রীদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে তৎপর থাকতেন। অবশ্য এতে তাঁর জন্য অন্য কোনো বাধ্য বাধ্যকতা ছিলো না। স্বয়ং আল্লাহ্ তাকে বলেছেন, আপনি যার কাছে যতোদিন ইচ্ছে থাকুন এবং যার থেকে যতো ইচ্ছে এবং যতোদিন ইচ্ছে আপনি দূরে থাকুন। (সূরা আহযাব।)

মুয়াত্তা ও মদুওনাহ গ্রন্থে ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত - রাফে' ইবনু খাদীজ এক যুবতীকে বিয়ে করেন। অবশ্য তার কাছে তখন মুহাম্মদ ইবনু সালমার কন্যা স্ত্রী হিসেবে ছিলো। যখন যুবতী স্ত্রীকে প্রধান্য দেয়া শুরু করলেন, তখন তার প্রথম স্ত্রী নবী করীম [সা] এর নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। রাসূল [সা] বলেন, 'হে রাফে'! তুমি স্ত্রীদের সাথে ইনসাফ করো অথবা তাকে ছেড়ে দাও।' তখন তিনি

স্ত্রীকে বললেন- তোমার কাছ থেকে দীর্ঘ মেয়াদী অনুপস্থিতি যদি তুমি পছন্দ করো, যেমন এখন হচ্ছে, তবে থাকতে পারো অন্যথায় তোমাকে তালাক দিয়ে দেবো।

তখন সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়-

وَاِنْ اِمْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزاً اَوْ اِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا (٠) وَالصُّلْحُ خَيْراً (ظ) وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ (ط) وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْراً(ط) وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيل فَتَزَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (ط) وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْراً رَّحِيْمَا(٠) وَاِنْ يَّتَفرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِه(ط) وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْماً(٠)

কোনো স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর দিক হতে উপেক্ষার আশংকা করবে তখন স্বামী স্ত্রী যদি (অধিকারের কিছু কম বেশীর ভিত্তিতে) পারস্পরিক সন্ধি করে নেয় তাতে কোনো দোষ নেই। সন্ধি সর্বাবস্থায় উত্তম। বস্তুত নফস্ সংকীর্ণতার দিকে সহজেই ঝুকে পড়ে কিন্তু তোমরা যদি ইহ্সান করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তবে জেনে রাখো- আল্লাহ্ তোমাদের এ কর্মনীতি অবশ্যই অবহিত হবেন। স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমরা অন্তর দিয়ে চাইলেও তা পারবেনা। অতএব তোমরা একজনকে ঝুলিয়ে রেখে অপর স্ত্রীর দিকে ঝুকে পড়ো না। যদি তোমরা সংশোধন হও এবং আল্লাহ্কে ভয় করো তবে তিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও মার্জনাকারী। কিন্তু স্ত্রী যদি পরস্পর হতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাঁর বিপুল শক্তির দ্বারা প্রত্যেককেই অপরের মুখাপেক্ষীতা থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রশস্ততা বিধানকারী ও মহাবিজ্ঞানী।

[সূরা আন নিসা- ১২৮-১৩০]

রাবী বলেন, এরপর তারা পরস্পর সন্ধি করে নিলো। বর্ণনার ভাষা মদুওনার। মুয়াত্তায় কুরআন অবতীর্ণের কথা বলা হয়নি। এটাকে নুহাসও বর্ণনা করেছেন।

দুধপান করানো প্রসঙ্গে একজন মহিলার সাক্ষ্য

বুখারী শরীফে উম্মে হাবিবা [রা] থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আবু সুফিয়ানের কন্যাকে কি আপনার পছন্দ হয়? রাসূল [সা] বললেন, 'কেন, কি করবো?' আমি বললাম, আপনি তাকে বিয়ে করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি তুমি খুশী হও?' আমি বললাম,' আমার বোনকে আমি সতীন হিসেবে পেলে একটুও আপত্তি করবো না।' তিনি বললেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। তখন আমি বললাম, আপনি নাকি দুরাহ্ এর সাথে বিয়ের পয়গাম দিয়েছেন? তিনি বললেন, 'উম্মে সালমার মেয়ে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন রাসূল বললেন, 'তার সাথেও আমার বিয়ে বৈধ নয়। কেননা সে হচ্ছে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। আমাকে এবং তার পিতা আবু সালমাকে ছাওবিয়া দুধ পান করিয়েছে। কাজেই তোমরা তোমাদের বোন ও মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়োনা।'

উরওয়া বলেন, ছাওবিয়া আবু লাহাবের বাদী ছিলো, পরে সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিলো। যখন আবু লাহাব মারা গেলো তখন তাকে একজন স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সাথে কী ব্যবহার করা হয়? সে বললো, আমি আমার দাসী ছাওবীয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম। এ সুবাদে সামান্য একটু সুবিধা পেয়েছি। তাছাড়া আমার আর কোনো ভালো কাজ নেই।

উরওয়া বলেন, আমি একজন মহিলাকে বিয়ে করি। তখন একজন কালো এক মহিলা এসে বলে, সে আমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছে। তখন নবী করীম [সা] কে ঘটনা জানালাম এবং বললাম, উক্ত মহিলা মিথ্যে বলছে। শুনে তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

দ্বিতীয়বার আমি বললাম, সে মিথ্যে বলছে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একথা কিভাবে বলো? অথচ সে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলছে, তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছে। কাজেই তুমি তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও। বুখারী শরীফে আছে, অতঃপর সে তার স্ত্রীকে ছেড়ে দিলো এবং সেই স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে বসলো।

চতুর্থ অধ্যায়

কিতাবুত্ তালাক [তালাক অধ্যায়]

ঋতুবতীকে তালাক প্রদান

মুয়াত্তা, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ শরীফে হযরত ইবনু ওমর [রা] হতে বর্ণিত আছে- তিনি নবী করীম [সা] এর জমানায় নিজের স্ত্রীকে মাসিকের সময় তালাক প্রদান করেছিলেন। তখন হযরত ওমর [রা] এ ব্যাপারে রাসূলে আকরাম [সা] এর নিকট জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, 'ওমর, তুমি তাকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দাও। একটি পবিত্রবস্থা পার হওয়ার পর মাসিক আসবে এবং তারপর যে পবিত্রতাবস্থা আসবে তা অতিবাহিত হওয়ার পর ইচ্ছে হয় সে রাখবে অন্যথায় সে তালাক দেবে। তবে শর্ত হচ্ছে, যখন তালাক দেবে তার আগে তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। উল্লেখিত গ্রন্থসমূহে ইবনু ওমরের অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি বলেছেন, আমি চিন্তা করে দেখলাম এক তালাক অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

আরো বর্ণিত হয়েছে- যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে মাসিকের সময় তালাক দিলেন, তখন নবী করীম [সা] তাকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন- 'যখন সে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তার সাথে সহবাস করবে তারপর [মাসিক শেষে পুনরায়] যে পবিত্রাবস্থা আসবে তখন তুমি চাইলে তাকে রাখতে পারো অন্যথায় বিদায় করে দেবে। এ হাদীসে সহবাসের কথা অতিরিক্ত বলা হয়েছে। একথা রাবী আবুল কাশেম ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি।

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে ইবনু জারীহ্ হযরত আবু জুবাইর [রা] থেকে এবং তিনি ইবনু ওমর [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন- নবী করীম [সা] স্ত্রীলোকটিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তালাক কার্যকরী করেননি। এর থেকে আহলে জাহেরগণ ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে, তালাক কার্যকরী মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত এবং সত্যি কথা তাই, যা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে নবী করীম [সা] আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর [রা] কর্তৃক এক তালাক প্রদানের ধারণা করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন তা রিজাঈ তালাক। এ কারণেই তিনি ঋতু

অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ রিজাঈ তালাকে ফেরত নেবার অবকাশ আছে।

নবী করীম [সা] সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিদ'আতে জড়িত হয়ে তালাক প্রদান করবে আমরা তার বিদ'আত তার ওপর কার্যকরী করে দেবো।' অর্থাৎ তালাক কার্যকরী বিবেচিত হবে। এ হাদীস থেকে তাদের কথা বাতিল প্রমাণিত হয় যারা বলে, মাসিকের সময় তালাক দিলে তালাক কার্যকরী হয় না।

কুরু [قُرُوْءٌ] এর অর্থঃ ঋতু অবস্থা না পবিত্রাবস্থা?

ইমাম শাফেঈ [রহ] বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্ত্রীলোকদের তালাকের পর যে ইদ্দত নির্ধারণ করেছেন তাকে কুরু [قُرُوْءٌ] বলে। আর কুরু অর্থ পবিত্রাবস্থা। ইমাম মালিক [রহ] এর বক্তব্যও অনুরূপ। হযরত ইবনু ওমর [রা] তাঁর স্ত্রীকে মাসিকের সময় তালাক দেন এবং নিয়ত করেন যে, পরবর্তী দু'পবিত্রাবস্থায় বাকী দু'তালাক দিয়ে দেবেন। খবর নবী করীম [সা] এর নিকট পৌঁছলো। তখন তিনি বললেন- 'হে ওমরের পুত্র! আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেননি এবং এটি বিধি সম্মত কাজ নয়। সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে- তুমি পবিত্রতাবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপর তালাক দেবে। ইবনু ওমর [রা] বলেন, 'তখন আমি নবী করীম [সা] এর কথামত আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেই' তিনি বললেন, 'যখন সে পবিত্র হবে তখন তাকে তালাক দেবে। ভালো করে শুনে রাখো।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি তাকে তিন তালাক দিয়ে দিতাম তবু কি আমি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম? তিনি বললেন, 'না। সে তোমার থেকে পৃথক হয়ে যেতো এবং তুমি গুনাহ্গার হতে।'

আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে- রুকানা নামক এক ব্যক্তি তার স্ত্রী সুহাইমাকে বাত্তা[1] তালাক দিয়ে দেয়। নবী করীম [সা] কে এ ঘটনা জানানো হলে, তিনি রুকানাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর কসম! তোমার কি এক তালাক দেয়ার ইচ্ছে ছিলো?' তখন রুকানা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তাকে এক তালাক দেয়ার ইচ্ছে করেছিলাম।' শুনে রাসূল [সা] তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার অনুমতি দিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনু ওয়ালিদ যথাক্রমে ইব্রাহীম, দাউদ ও উবাদা ইবনু সামিত [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার দাদা তাঁর এক স্ত্রীকে এক হাজার

১. বাত্তা তালাক হচ্ছে, স্ত্রীকে এক সাথে সর্বোচ্চ তিন তালাক দেয়া। - অনুবাদক।

তালাক দেন। তখন আমি তাকে রাসূলে আকরাম [সা] এর দরবারে নিয়ে গেলাম এবং বিস্তারিত বললাম। রাসূল [সা] বললেন, 'তোমার দাদা আল্লাহকে ভয় করেনা। কেননা তার অধিকার মাত্র তিন তালাক প্রদানের। আর সে ৯শ ৯৭টি তালাক যুলুমের সাথে অতিরিক্ত দিয়েছে। যদি আল্লাহ্ চান তবে শাস্তি দেবেন অথবা মাফ করে দেবেন।'

খুলা' তালাকের বিধান

মুয়াত্তা, বুখারী ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হাবিবা বিনতে সাহ্ল সাবিত ইবনু কায়েসের স্ত্রী ছিলেন। নবী করীম [সা] একদিন ফজরের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হয়েই অন্ধকারের মধ্যে হাবিবাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে?' তিনি উত্তর দেন, 'আমি হাবিবা বিনতে সাহ্ল।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কি ব্যাপার?' 'আমি বা সাবিত ইবনু কায়েস কারো আর একত্রে থাকা সম্ভব নয়'- হাবিবা বিনতে সাহল বললো। যখন সাবিত ইবনু কায়েস এলো তখন তিনি বললেন, হাবিবা আল্লাহ্ যা কিছু মনজুর করেছেন তাই করতে থাকুক। হাবিবা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আমাকে যা কিছু দিয়েছে তা সব আমার নিকট মওজুদ আছে।' তিনি তখন সাবিতকে বললেন, 'তুমি সেগুলো তার থেকে নিয়ে নাও।' অতঃপর তিনি সেগুলো নিয়ে তাকে তালাক দিয়ে দিলো। একথাগুলো মুয়াত্তা ও নাসাঈর। বুখারী ও মুসলিমে যেভাবে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে- সাবিতের স্ত্রী বললেন, আমি তার [স্বামীর] চরিত্র বা দ্বীনদারীর ব্যাপারে প্রশ্ন তুলছিনা বরং আমি কুফরীর ভয় করছি। রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন- 'তুমি কি তার দেয়া বাগানটি ফেরত দেবে?' তিনি বললেন, হ্যাঁ, ফেরত দেবো। তিনি সাবিতকে বলে দিলেন, 'তোমার বাগান তুমি নিয়ে নাও এবং তাকে তালাক দিয়ে দাও।'

ইবনু মানযারের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে- সাবিত তার স্ত্রী জামিলা বিনতে উবাই ইবনু সলুলকে প্রহার করে তার একটি হাত ভেঙ্গে দিয়েছিলো। তার ভাই [অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই] নবী করীম [সা] এর দরবারে অভিযোগ দায়ের করলো। তিনি সাবিতকে ডেকে এনে বললেন, 'তোমার কাছে তার যে মোহর পাওনা আছে তার বিনিময়ে একে ছেড়ে দাও।' তিনি বললেন, ঠিক আছে। তখন রাসূল [সা] স্ত্রীলোকটিকে এক হায়িয [এক ঋতুবস্থা] ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন।

ঐ দাসী প্রসঙ্গে যাকে তার স্বামীর ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা [রা] থেকে মুয়াত্তা, বুখারী ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে, বারীরার কারণে তিনটি সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এক. যখন তাকে মুক্ত করে দেয়া হয় তখন তার স্বামীর সাথে বিয়ে ঠিক রাখা না রাখার ইখতিয়ার দেয়া হয়।

দুই. রাসূল [সা] বলেছেন, 'যে দাস মুক্ত করে দেবে সে ঐ গোলামের ওয়ারিশ।

তিন. নবী করীম [সা] যখন তার ঘরে প্রবেশ করেন তখন একটি পাত্রে গোশত রান্না করা হচ্ছিলো, কিন্তু যখন তাঁর সামনে খানা হাজির করা হলো তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে হাড্ডি ওয়ালা গোশ্ত রান্না করতে দেখিনি?' সে বললো,' ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি ঠিক দেখেছেন। কিন্তু সেগুলোতো বারীরার জন্য সদকার গোশত। আপনিতো সদকার কোনো জিনিস গ্রহণ করেন না।' হুজুর পাক [সা] বললেন, 'সে তো বারীরার জন্য সদকা কিন্তু আমার জন্য তা হাদীয়া' [লাকি সাদাকাতুন ওয়ালিয়া হাদিয়াহ্। ওয়াজিহায় বর্ণনা করা হয়েছে- বারীরার কারণে চারটি সুন্নাত জারী হয়েছে, তারপর উপরোক্ত তিনটি বর্ণনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ সুন্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে- তাকে তিন হায়েয [তিনটি ঋতু অবস্থা] ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈতে বলা হয়েছে- বারীরার স্বামী ছিলো এক হাবশী ক্রীতদাস যাকে মুগীস বলা হতো। উক্ত গ্রন্থের অন্য বর্ণনায় আছে- সে স্বাধীন ছিলো। উরওয়া বলেন, মুক্ত হওয়ার পরও তাকে ক্ষমতা দেয়া হয়নি। বস্তুত, সঠিক কথা হচ্ছে বারীরার স্বামী ক্রীতদাস ছিলো।

যদি স্ত্রী তালাক দানের স্বীকৃতি স্বরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে এবং স্বামী তা অস্বীকার করে

আমর ইবনু শুয়াইব দাদা থেকে এবং তিনি নবী করীম [সা] থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কোনো মহিলা স্বামী তালাক দিয়েছে বলে দাবী করবে এবং একজন সাক্ষী উপস্থিত করবে তখন স্বামীর কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। যদি সে শপথ করে তবে সাক্ষীর সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে তার অস্বীকার দ্বিতীয় সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তালাক কার্যকরী হয়ে যাবে।

স্ত্রীদেরকে অবকাশ -[تخيير] দেয়া

মুদুওনাহ্ ও অন্যান্য গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা [রা] থেকে বর্ণিত- যখন নবী করীম [সা] কে নিজের স্ত্রীদের ব্যাপারে অবকাশ প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন তিনি সর্বপ্রথম আমাকে ডেকে বললেন, ' আমি তোমাকে একটি কথা বলবো, হুট করে জবাব দেয়ার দরকার নেই, ভেবে চিন্তে বলবে। এমনকি তুমি তোমার মা বাপের পরামর্শও গ্রহণ করতে পারো।' আমি বললাম, 'আপনি অবশ্যই জানেন, আমার মা বাপ আপনার কাছ থেকে পৃথক হবার পরামর্শ কোনো দিনই দেবেন না। তখন তিনি এ আয়াত পড়ে শুনালেন-

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً(٠) وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا(٠)

হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা দুনিয়া এবং তার স্বাদ আহলাদ ভোগ করতে চাও তবে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা পরকালের ঘর পেতে চাও, তবে জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। [সূরা আল আহযাব-২৮-২৯]

আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার মা বাপের সাথে কি আলাপ করবো। আমিতো আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের ঘরই চাই। আয়িশা [রা] আরো বলেন, সমস্ত স্ত্রী একই উত্তর প্রদান করলেন যা আমি বলেছিলাম। তবে এটা তালাক ছিলো না।

অধিকাংশ উলামাদের বক্তব্য হচ্ছে, যদি কোনো স্ত্রীকে অবকাশ দেয়া হয় এবং সে স্বামীর অধীনে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। যদি [স্ত্রী] বিচ্ছিন্নতাকে প্রাধান্য দেয় তবে তা তালাক হিসেবে গণ্য হবে। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব [রা], হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত [রা], হযরত ইবনু আব্বাস [রা] ও ইবনু মাসউদ [রা] প্রমুখ এর মতও তাই।

এ ব্যাপারে হযরত আলী ইবনু আবু তালিব [রা] ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ অবস্থায় যদি স্ত্রী স্বামীকে গ্রহণ করে তবে এক তালাক (রিজঈ)

গণ্য হবে, আর যদি স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, তবে তিন তালাক (বায়িন) কার্যকরী হবে। তাঁর থেকে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন, স্ত্রী যদি পৃথক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তবে এক তালাক বায়িন হবে। আর যদি স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তবে তা এক তালাক রিজঈ হবে। ইবনু সালাম তাঁর তাফসীরে কাতাদা [রা] হতে এবং মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে হাসান (বসরী) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া অথবা আখিরাতের যে কোনো একটিকে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন, কিন্তু তালাকের অধিকার প্রদান করেননি।

নিজের দাসীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়া

মায়ানিজ জুযায এবং নুহাসে বর্ণিত আছে- নবী করীম [সা] জয়নাব বিনতে জাহাশ [রা] এর নিকট কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন এবং মধু পান করতেন। আয়িশা [রা] বলেন, আমি এবং হাফসা পরামর্শ করলাম, নবী করীম [সা] আমাদের যার কাছে তাশরীফ আনবেন, আমরা বলবো, আপনার কাছ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। জুযায বলেছেন, মাগাফির এক ধরনের দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু। আবার এও বলা হয়েছে, মাগাফির ছিলো এক কুকুরের নাম। নবী করীম [সা] সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি কখনো চাইতেন না যে কোনরূপ দূর্গন্ধ হোক। যাহোক নবী করীম [সা] তাঁর ঘরে তাশরীফ আনলেন। তিনি বললেন, আপনার কাছ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। অতঃপর তিনি আরেকজনের ঘরে প্রবেশ করলেন। তখনও বলা হলো- আপনার কাছ থেকে মাগাফিরের গন্ধ আসছে। নবী করীম [সা] বললেন, তাই! ঠিক আছে আমি আর কখনো তার ধারে কাছেও যাবো না। নুহাস ও জুযায বলেন, তিনি কসম খেলেন এবং নিজের উপর তা হারাম করে নিলেন।

নুহাস আরো বলেছেন- হযরত আয়িশা [রা] এর পালার দিন তিনি ক্রীতদাসী মারিয়ার [যার গর্ভে রাসূল [সা] এর এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো] সাথে হযরত হাফসা [রা] এর ঘরে মিলিত হন। হাফসা [রা] বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে অবজ্ঞা করলেন। আপনার স্ত্রীদের মধ্যেও তো কেউ আমার চেয়ে ফেলনা নয়। নবী করীম [সা] বললেন, এ খবর আয়িশা [রা] কে দিয়ো না। হাফসা [রা] স্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন, তিনি মারিয়ার ব্যাপারে কসম করলেন এবং তাকে নিজের জন্য হারাম করে নিলেন। কিন্তু হাফ্সা [রা] হযরত আয়িশা

[রা] এর নিকট কথাটি বলে ফেললেন এবং কাউকে না বলার জন্য অনুরোধ করলেন। এ ভাবে গোপন রাখার পরামর্শ দিতে দিতে কথাটি সব বেগমদের গোচরীভূত হলো। তখনই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে জানিয়ে দিলেন-

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَي بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا (ج) فَلَمَّا نَبَّاَتِ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ
عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ (ج) فَلَمَّا نَبَّاهَابِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاكَ هٰذَا (ط)
قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ (٠)

নবী একটি কথা তার এক স্ত্রীর নিকট অতি গোপনে বলেছিলেন। পরে সেই স্ত্রী যখন গোপন কথা প্রকাশ করে দিলো তখন আল্লাহ্ও তাঁর নবীকে একথা [প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারে] জানিয়ে দিলেন। নবী [তাঁর স্ত্রীকে] এ বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা করেছিলেন এবং কিছুটা বাদ দিয়েছিলেন। পরে যখন তার কাছে [নবী] জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে বললো- আপনাকে এটা কে জানিয়ে দিলো? নবী করীম [সা] বললেন- 'আমাকে তিনিই জানিয়ে দিয়েছেন যিনি সব কিছু জানেন সর্বজ্ঞ।' (সূরা আত্ তাহরীম ঃ ৩)

সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন-

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاَاحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (ج) تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ (ط) وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ(٠)

হে নবী! আপনি কেন তা হারাম করেন যা আল্লাহ্ আপনার জন্য হালাল করেছেন? তবে কি আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চান? বস্তুত আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াময়। [সূরা আত্ - তাহরীম-১]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার নবীকে হালাল জিনিস হারাম করে নেবার কোনো অধিকার দেননি। আর এ অধিকার কোনো মানুষের থাকার তো প্রশ্নই উঠে না। এ ব্যাপারে নবী যে শপথ করেছিলেন, তার বিধানও আল্লাহ্ দিলেন। ইরশাদ হচ্ছে -

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَا نُكُمْ(ج) وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (٥)

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার উপায় বলে দিয়েছেন।[২] আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক। তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী। [সূরা আত্ তাহরীমঃ ২]

একদল বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতে কসমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অপর দলের মতে এ আয়াতে হারাম করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

হাসান বসরী বলেছেন, বাঁদীর ব্যাপারে তাহ্রীম (হারাম) করা হলে তা কসমের পর্যায় গণ্য হবে। আর স্বাধীন স্ত্রীর ব্যাপারে তাহ্রীম (হারাম) করলে তা তালাক বলে গণ্য হবে। নবী করীম [সা] মারিয়ার জন্য একটি দাস মুক্ত করেছিলেন। এটা ছিলো বাঁদীর বিনিময়ে দেয়।

যদি স্বাধীন মহিলাকে বলা হয়, তুমি হারাম। তবে ইমাম মালিক [রহ] ও তার ছাত্রদের মতে তিন তালাক হবে। শর্তে হচ্ছে, যদি তার সাথে সহবাস হয়ে থাকে। তালাক দেয়ার নিয়ত না থাকলেও তালাক হবে। কুফাবাসী আলিমদের মতে তালাকের নিয়ত করলে তিন্ তালাক বায়িন হিসেবে পরিগণিত হবে। ইমাম শাফিঈ [রহ] এর মতে এক তালাক রিজঈ হবে এবং স্বামী তাঁকে ইচ্ছে করলে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর যদি কসমের নিয়ত করে তবে কসম হবে।

তিন এর চেয়ে কম তালাক

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে মালিক ও সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ্ জাহেরী থেকে এবং তারা যথাক্রমে ইবনু মুসাইয়্যিব, হামিদ ইবনু আবদুর রহমান, উবাইদুল্লাহ্ ইবনু আবদুল্লাহ্ ইবনু উতবা এবং সুলাইমান ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আমি হযরত আবু হুরাইরা [রা] কে বলতে শুনেছি যে, ওমর [রা] বলেছেন, যে স্ত্রীকে তার স্বামী এক অথবা দু'তালাক দেয়। তারপর সে অন্য স্বামীর নিকট বিয়ে বসে সেই স্বামী আবার তাকে তালাক দেয় অথবা মরে যায় অতঃপর প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে করে। তাহলে প্রথম স্বামী নির্দিষ্ট তিনটি তালাক থেকে অবশিষ্ট তালাকের অধিকারী হবে।

হযরত আলী ইবনু আবী তালিব [রা] ও উবাই ইবনু কা'ব [রা] হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ [সা] এক মহিলার ব্যাপারে এই ফায়সালা দিয়েছেন, স্বামী পরবর্তীতে

২ . কাফফারা আদায় করে কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিধান সূরা আল মায়িদার ৮৯ নং আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। -অনুবাদক।

শুধুমাত্র অবশিষ্ট তালাকের মালিক হবে। ইমাম মালিক [রহ] হযরত ইবনু আব্বাস [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন, নতুন বিয়ে নতুন তালাকের অধিকারী বানিয়ে দেয় [অর্থাৎ নতুন বিয়ে করলে স্বামী পূর্ণ তিন তালাকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।] ইবনু ওমর [রা], ইবনু মাসউদ [রা] ও আতা [রহ] এ মত ব্যক্ত করেছেন। সুফিয়ান সাওরী [রহ] ও মা'মার [রহ] এর মতে যদি সেই স্ত্রী অন্য একজনের স্ত্রী হিসেবে ঘর সংসার করে পুনরায় আগের স্বামীর নিকট আসে তাহলে পূর্বের স্বামী তিনটি তালাকের অধিকারী হবেন। আর যদি তালাক এমন হয় যে, স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে বসার প্রয়োজন নেই শুধু প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে পড়ালেই হয়ে যায় তাহলে স্বামী অবশিষ্ট তালাকের অধিকারী হবেন। মা'মার [রহ] বলেন, ইব্রাহীম নখঈ [রহ] ও এ মতকে সমর্থন করেছেন।

সন্তান প্রতিপালনে মা সন্তানের অধিকতর হকদার, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর [রা] হতে বর্ণিত -এক মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিলো এবং তার সন্তান রেখে দিতে চাইলো। তখন সেই মহিলা নবী করীম [সা] এর দরবারে নালিশ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বুক ছিলো ঐ বাচ্চার নিরাপদ স্থান এবং আমার স্তন (ছিলো) তার মশক এবং আমার কোল তার ঠিকানা। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে এবং সে চাচ্ছে আমার সন্তানকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে।

নবী করীম [সা] বললেন, 'যতোদিন তুমি অন্যত্র বিয়ে না বসো ততোদিন তুমিই সন্তান পালনের অধিকতর হকদার।'

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে হযরত আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে আছে, সন্তান প্রতিপালনের বিষয়ে মা বাপ দুজনে ঝগড়া করেছিলো। নবী করীম [সা] এর কাছে স্ত্রীলোকটি বললো, আমার স্বামী চাচ্ছে আমার কাছ থেকে বাচ্চাটিকে ছিনিয়ে নিতে। সে আমাকে আবু উতবার কূপ থেকে পানি এনে পান করায়। নবী করীম [সা] ছেলেটিকে বললেন, 'এ তোমার মা এবং এ তোমার বাপ, তুমি যার কাছে ইচ্ছে যেতে পারো।' তখন ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরলো। মা তাকে নিয়ে গেলো।

বুখারী ও মুসলিম আছে- নবী করীম [সা] যখন উমরাতুল কাযা আদায় করেছিলেন এবং নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, তখন মক্কাবাসী হযরত

আলী [রা] কে বললো, আপনার বন্ধুকে চলে যেতে বলুন। রাসূলে আকরাম [রা] রওয়ানা হলেন। এমন সময় হযরত হামজা [রা] এর কন্যা চাচা! চাচা !! বলতে বলতে পেছনে পেছনে আসছিলো।[৩]

হযরত আলী [রা] তাকে সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নিলেন এবং ফাতিমা [রা] কে বললেন, এ তোমার চাচার মেয়ে। কাজেই একে প্রতিপালন করবে। হযরত আলী [রা], হযরত যায়িদ [রা] ও হযরত জাফর [রা] এর মধ্যে ঐ মেয়ের অভিভাবকত্ব নিয়ে ঝগড়া শুরু হলো। হযরত আলী [রা] বললেন, এতো আমার চাচার কন্যা আর এর খালাও আমার স্ত্রী। যায়িদ[৪] [রা] বললেন, এ আমার ভাইয়ের মেয়ে। নবী করীম [সা] তখন ফায়সালা দিলেন, 'মা খালার স্থলাভিষিক্ত।' তারপর তিনি মেয়েটিকে খালার জিম্মায় দিয়ে দিলেন।

জিহার এর বিধান

মায়ানী, জুযায ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে- হযরত খাওলা বিনতে সালাবা [রা] নবী করীম [সা] এর কাছে এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আউস ইবনু সামেত আমাকে বিয়ে করেছিলো, যতোদিন আমার যৌবন অটুট ছিলো। এখন আমার যৌবন নষ্ট হয়ে গেছে এবং আমার পেট ফেলনা হয়ে গেছে [অর্থাৎ অনেক বাচ্চা পয়দা হয়েছে] তাই সে আমাকে তার মায়ের সাথে তুলনা করে নিয়েছে, নবী করীম [সা] বললেন, 'তোমার এ সমস্যার কোনো সমাধান আমার কাছে নেই।' তখন সেই মহিলাটি আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করলো, আল্লাহ্ একমাত্র আপনার দরবারে আমার অভিযোগ। অন্য বর্ণনায় আছে, সে নবী করীম [সা] এর নিকট অভিযোগ করার সময় একথাও বলেছিলো, আমার অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে। যদি আমি তাদেরকে নিয়ে পৃথক হয়ে যাই, তবে তারা না খেয়ে মরে যাবে। তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জিহারের বিধান অবতীর্ণ করেন। নবী করীম [সা] তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি একজন দাস মুক্ত করার সামর্থ রাখো?' সে বললো, আল্লাহর কসম! সে সামর্থ

৩.হযরত হামজা [রা] নবী করীম [সা] এর আপন চাচা ছিলেন, এ হিসেবে তার কন্যা নবী করীম [সা] এর বোন হতো। কিন্তু আবার হামজা [রা] নবী করীম [সা] রিযাঈ ভাই ছিলেন অর্থাৎ উভয়ে এক মহিলার দুধ পান করেছিলেন। আরবে রিযাঈ সম্পর্ককে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হতো। এজন্য হামজা [রা] এর কন্যা নবী করীম [সা] কে চাচা বলে সম্বোধন করেছিলেন।

৪.যায়িদ নবী করীম [সা] এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। যখন হিজরতের পর নবী করীম [সা] মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন তখন যায়িদ [রা] কে হামজা [রা] এর ভাই বানিয়ে দেন।

আমার নেই। তখন তিনি বললেন, 'তবে কি তুমি একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে পারবে?' সে বললো, সে সামর্থও আমার নেই। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পারবে? সে পূর্বের মতোই বললো, আল্লাহর কসম! সে সমর্থও আমার নেই। তখন নবী করীম [সা] তাকে ১৫সা' এবং আরেক ব্যক্তি ১৫ সা' সাহায্য দিলো। অতঃপর সে প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধসা করে দিয়ে দিলো। অন্য হাদীসে আছে, তিনি হযরত আলী [রা] কে বললেন, 'আমার কাছে একটি ঝুড়ি আছে এবং তাতে ৬০টি খেজুর আছে, তুমি তা নিয়ে এসো।' অতঃপর তা তাকে দিয়ে বললেন, 'তোমার এবং তোমার ঘরনীর পক্ষ থেকে এগুলো ৬০ জন মিসকিনকে দিয়ে দাও।' সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা বাপ আপনার ওপর কুরবান হোক। এমন ব্যক্তি সকাল সন্ধা অতিবাহিতকারী নেই, যে আমার ও আমার পরিবারের চেয়ে এ ঝুড়ির অধিক হকদার। শুনে নবী করীম [সা] মুচকী হেসে বললেন, 'ঠিক আছে এগুলো তুমি তোমার পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ো।'

ইমাম মালিক বলেন, জিহারের খাদ্য মুদ হিসেবে পরিমাপ করে দিতে হবে এবং তা শাম দেশীয় মুদ এর হিসেব অনুযায়ী হতে হবে।

ইমাম শাফিঈ বলেছেন, প্রত্যেক মিসকিনের জন্য গম বা এ ধরনের বস্তু এক মুদ করে দিতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা [রহ] বলেছেন, প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা' গম বা আটা দিতে হবে। অথবা খেজুর বা যব এক সা' করে দিতে হবে। ইমাম শাফিঈ [রহ] এর দলিল হচ্ছে দ্বিতীয় হাদীস আর ইমাম আবু হানিফা [রহ] প্রথম হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। দাস মুক্তির ব্যাপারেও ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক ও শাফিঈ [রহ] বলেন, দাস মুসলমান হতে হবে। অমুসলিম দাস মুক্ত করলে কাফ্‌ফারা আদায় হবেনা। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা [রহ] বলেন, দাস খৃষ্টান কিংবা ইহুদী হলেও কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে।

লি'আন-এর বিধান

মুয়াত্তা, বুখারী ও নাসাঈতে বর্ণিত আছে- সাহল ইবনু সা'দ ওয়াইমির আজলানী হযরত আসেম ইবনু আদ্দী আনসারী [রা] এর নিকট এসে বললেন, এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে বিছানায় অন্য ব্যক্তিকে পেয়ে তাকে হত্যা হত্যা করবে কি? যদি করে তাহলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ হত্যাকারীকে হত্যা করবে কিনা? এ

ব্যাপারে ফায়সালা কি? তুমি নবী করীম [সা] এর নিকট এ মাসয়ালাটি জিজ্ঞেস করবে। তখন তিনি নবী করীম [সা] এর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু রাসূল [সা] এর নিকট প্রশ্নকারীর এ প্রশ্নটি অপছন্দ হলো। আসেম [রা] বাড়ী ফিরে এলেন। তখন ওয়াইমির [রা] তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার প্রশ্নটি কি তুমি নবী করীম [সা] এর নিকট বলেছো? আসেম বললেন, বলেছিলাম। কিন্তু নবী করীম [সা] তা অপছন্দ করেছেন। তুমি এ ধরনের প্রশ্ন করে ভালো করোনি। শুনে ওয়াইমির [রা] বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এর উত্তর না নিয়ে ছাড়বোনা। তখন তিনি নবী করীম [সা] এর কাছে লোকদের মাঝখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে কাউকে বিছানায় পেল তাকে হত্যা করবে? তারপর নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ তাকে হত্যা করবে, না করবে না? এ সম্পর্কে বিধান কি? তখন রাসূল [সা] বললেন, আল্লাহ্ তোমার ও তোমার স্ত্রীর সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন। তোমাদেরকে লি'আন করতে হবে। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এসো। অতঃপর তারা উভয়ে লি'আন করলো। যখন তারা লি'আন শেষ করলেন তখন ওয়াইমির বললেন, এরপর যদি আমি তাকে রাখি তবে মনে হবে, আমি তাকে ছোট কোনো অপবাদ দিয়েছি। 'রাসূল [সা] এর নির্দেশে তখন তিনি স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করলেন। ইবনু শিহাব বলেছেন, 'পরবর্তীতে লি'আনকে শরীয়তের বিধান ঘোষনা করা হয়েছে।' বুখারী শরীফে আছে, ঐ স্ত্রীলোকটির সন্তানকে তার সাথে সম্বন্ধ করে ডাকা হতো। অতঃপর ওয়ারিশ সংক্রান্ত বিধান জারী করা হয়েছে, ঐ সন্তান মায়ের ওয়ারিশ হবে এবং মাও ঐ সন্তানের ওয়ারিশ হবে আল্লাহর নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী। বর্ণনাকারী সাহ্ল [রা] বলেন- অতঃপর নবী করীম [সা] বললেন, 'তোমরা অপেক্ষায় থাকো-যদি মহিলা কালো রং, কালো চোখ, মাংসল উরু ও পা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে মনে করবো ওয়াইমি তার সম্পর্কে সত্য বলেছে। আর যদি রক্তিম বর্ণের ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় রং বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে মনে করবো ওয়াইমির মিথ্যে বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন- অতঃপর মহিলাটি এমন বর্ণের সন্তান প্রসব করলো যাতে বুঝা যায় ওয়াইমির [রা] এর অভিযোগ সঠিক ছিলো।

বুখারী শরীফে ইবনু ওমর [রা] থেকে বর্ণিত- নবী করীম [সা] উভয়কে বললেন, তোমাদের হিসেব নিকেশ আল্লাহর জিম্মায়। তবে তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যেবাদী। কাজেই তোমাদের কেউ কি তওবা করবে? তিনি

একথাগুলো তিনবার বললেন। তারপর রাসূল [সা] তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। মুস্তাখ রাজায় আসবাগ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি শুনেছেন, নবী করীম [সা] পুরুষ ব্যক্তিকে লি'আনের পূর্বে বললেন- 'তুমি তোমার কথাকে ফিরিয়ে নাও, তোমার ওপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আরোপ করা হবে এবং আল্লাহর নিকট তোমার তওবা করার সুযোগ মিলবে। আর আল্লাহ্ তোমার তওবা গ্রহণ করবেন। তখন তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি কখনো আমার কথা ফিরিয়ে নেবো না। একথা চারবার বললেন।

প্রতিবারই নবী করীম [সা] আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর মহিলাকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের কৃত অপরাধ স্বীকার করো। আল্লাহ্ তোমার তওবা কবুল করবেন। সে বললো, ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, সে আমার উপর মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে। তিনি তাকে উপরোক্ত কথা চার বার বললেন। অতঃপর কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ
شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ (ط) اِنَّهٗ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ.

আর যারা নিজেদের স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ করবে আর নিজেদের ছাড়া আর কোনো সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারবে না, তাহলে তাদের মধ্যে একজন আল্লাহর কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে সত্যবাদী...। [সূরা আন নূর- ৬]

তখন নবী করীম [সা] বললেন,' উঠে সাক্ষ্য দাও।' ওয়াইমির [রা] বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কিভাবে সাক্ষ্য দেবো? তিনি বললেন, তুমি চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, তুমি সত্যবাদী পঞ্চম বার বলবে -যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তবে আমার ওপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক।

তারপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন-'তুমি কি সাক্ষ্য দেবে, না তোমাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার নির্দেশ দেবো?' সে বললো, আমি সাক্ষ্য দেবো। তারপর সে চারবার বললো, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি সে মিথ্যাবাদী। এরপর সে নবী করীম [সা] কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এখন কি বলবো? তিনি বললেন, এবার বলবে- যদি সে

সত্যবাদী হয় তবে আমার উপর আল্লাহর গজব পড়ুক। সে কথা বলার পর তিনি তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার তোমরা যাও, আমি তোমাদেরকে পৃথক করে দিলাম। তোমাদের যে কোনো একজনের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেলো। আর সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হবে।

আবু দাউদে আছে- যখন চারবার মহিলার শপথ নেয়া হলো, তখন পঞ্চম বারের সময় তাকে বলা হলো, আল্লাহর সেই আজাবকে ভয় করো যা এবার তোমার উপর অবধারিত হয়ে যাবে। একথা শুনে স্ত্রীলোকটি কিছু সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলো, তারপর বললো, আল্লাহর কসম! আমি আমার বংশের কালিমা লেপন করবো না। তারপর সে পঞ্চমবারও সাক্ষ্য দিয়ে দিলো। তখন রাসূলে আকরাম [সা] তাদেরকে পৃথক করে দিলেন এবং বললেন, 'তার ছেলেকে পিতার নাম ধরে ডাকা যাবে না। আর যে ব্যক্তি ঐ স্ত্রীলোকের উপর অপবাদ দিয়েছে এবং সন্তানকে অস্বীকার করেছে, তার ওপর এর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করার দায়িত্বও নেই। তারা দু'জন আমৃত্যু একে অপরের জন্য হারাম।' আরো বললেন, 'যদি ঐ স্ত্রীলোকের সন্তানটি রক্তিম বর্ণের পেট বড়ো এবং লিকলিকে হয় তবে তা হেলাল ইবনু উমাইয়ার। আর যদি তা উচুঁ কপাল, বোঁচা নাক ও বড়ো মাথা বিশিষ্ট হয় তবে ঐ সন্তান তার, যার সাথে স্ত্রীলোকটিকে সম্পর্কিত করে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অবশেষে ঐ মহিলা নিন্দনীয় আকৃতির (যার বর্ণনা উপরে করা হয়েছে) সন্তানই প্রসব করলো। ইকরামা বলেছেন, সে সন্তান পরবর্তীতে মিশরের গভর্নর হয়েছিলো। তবু তাকে তার পিতার নামে ডাকা হয়নি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে -আসেম ইবনু আদী [রা] ও তাঁর স্ত্রীর সাথে লি'আন করেছেন। বলেছেন- আমি এ ব্যাপারে মুখের একটি কথায় ফেঁসে গেছি।

উপরোক্ত ঘটনার সময় সাহ্ল [রা] এর বয়স ছিলো পনের বৎসর। তারপর তিনি পঁচাশি বৎসর জীবিত ছিলেন। একশ' বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। মদীনায় ইন্তিকালকারী সর্বশেষ সাহাবী তিনি।

পঞ্চম অধ্যায়

কিতাবুল বুয়ু' [ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়]

বায়ে সালাম ও ক্রয় বিক্রয়ের অন্যান্য বিধানাবলী

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনু আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন নবী করীম [সা] হিজরত করে মদীনা আসেন, তখন মদীনাবাসী অপরিপক্ক খেজুর ২/৩ বৎসরের জন্য বিক্রি করে দিতো। দালায়েলে ওসীলী নামক গ্রন্থে আরো আছে- তিনি এ ধরনের ক্রয় বিক্রয়কে নিষেধ করলেন। আবু দাউদে আছে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছে খেজুর বিক্রি করলেন। কিন্তু সে বছর তার গাছে কোনো খেজুর ধরলো না, তখন উভয়ে নবী করীম [সা] এর দরবারে এসে অভিযোগ করলেন। নবী করীম [সা] বিক্রেতাকে বললেন, 'তুমি কিভাবে তার সম্পদ ভোগ করবে? তুমি তার মাল তাকে ফেরত দাও।' তারপর বললেন, 'যতোক্ষণ খেজুর পাকা না ধরে ততোক্ষণ পর্যন্ত তার অগ্রিম বেচাকেনা করবে না। যদি তুমি চাও, নির্দিষ্ট পরিমাণ, নির্দিষ্ট ওজন ও মূল্য পরিশোধের দিনক্ষণ ঠিক করে বেচাকেনা করবে তা পারো।' হযরত ইবনু ওমর [রা] থেকে বর্ণিত- নবী করীম [সা] এর সময়ে যারা তরকারী ক্রয় করে সেখানে বসেই বিক্রি করতো তাদেরকে আমি শাস্তি দিতে দেখেছি। কিনে করে বাড়ীতে নেয়ার পর যদি চায় তবে বিক্রি করতে পারবে। নাসাঈ শরীফেও এ বিষয়ে হাদীস আছে।

মুয়াত্তা ও বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে- নবী করীম [সা] আনসারদের মধ্য থেকে বনী আদীর এক ব্যক্তিকে খায়বারে কালেক্টর হিসেবে পাঠান। তিনি এসে রাসূল [সা] এর নিকট কিছু উত্তম খেজুর রাখেন। রাসূল [সা] তাকে জিজ্ঞেস করলেন- 'খায়বারের সব খেজুরই কি এরকম?' তিনি বললেন- না, আমি দু'সা' এর বিনিময়ে এক সা' এবং তিন সা' এর বিনিময়ে দু'সা' করে উত্তম খেজুর সংগ্রহ করেছি। নবী করীম [সা] বললেন- 'কখনো এরূপ করবে না বরং আগে তোমার গুলো বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করবে তারপর সেই টাকা দিয়ে ভালো খেজুর কিনে নেবে।' বুখারী শরীফে আছে- 'ওজন এবং পরিমাপের ব্যাপারেও অনুরূপ কববে।' মুসলিম শরীফেও এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আরো অতিরিক্ত আছে, 'এরূপ করা সূদের অন্তর্ভূক্ত।' অন্য হাদীসে আছে- রাসূল [সা]

বললেন- 'এগুলো ফেরত দিয়ে আমাদের পাওনা খেজুরগুলো এনে বিক্রি করে দাও। তারপর ঐ রকম খেজুর কিনে আন।'

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ [রহ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- খায়বার বিজয়ের দিন রাসূলে আকরাম [সা] এর কাছে এমন একটি হার নেয়া হলো যাতে সোনা এবং হীরের কারুকাজ ছিলো। তা গনীমতের মালের অন্তর্ভূক্ত ছিলো বিধায় বিক্রির প্রয়োজন হয়ে পড়লো। তখন নবী করীম [সা] এর নির্দেশে হার থেকে সোনা পৃথক করা হলো। তিনি বললেন- 'এরূপ মিশ্র জিনিসের সোনা পৃথক না করে বিক্রি করো না।' বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে- 'খেজুরের গাছ তাবীর[১] করার পর বিক্রি করা হলে ফলের মালিক হবে বিক্রেতা। যদি বিক্রির সময় শর্ত থাকে তবে ভিন্ন কথা। আর গোলাম খরিদ করলে যদি তার কোনো মাল সম্পদ থাকে তা বিক্রেতার। তবে শর্ত থাকলে ভিন্ন কথা।'

ইবনু ওমর [রা] হতে বর্ণিত - এক ব্যক্তি তাবীর করা খেজুর গাছ আরেক ব্যক্তির নিকট আছে করে দেন। ফল পাকার পর ফলের মালিকানা নিয়ে উভয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দেন। অবশেষে তারা নবী করীম [সা] এর নিকট এসে মামলা দায়ের করেন। তিনি রায় দিলেন, 'উক্ত ফলের মালিক সেই ব্যক্তি, যে গাছে তাবীর করেছে। তবে যদি ক্রেতা শর্তারোপ করে না থাকে।'

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে- এক ব্যক্তি একটি উট কিনে এবং ক্রয় বিক্রয় বাতিলের জন্য চার দিনের শর্তারোপ করে। একথা শুনে নবী করীম [সা] তার বিক্রয় বাতিল করে দিলেন এবং বললেন, 'ক্রয়-বিক্রয় বাতিলের ক্ষমতা তিন দিন পর্যন্ত বলবত থাকে।' হিশাম ইবনু ইউসুফ ও ইমাম আবু হানিফা [রহ] এ মতের অনুসারী। ইমাম শাফিঈর মতও ইমাম আবু হানিফার অনুরূপ। তবে ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও মালিক বলেছেন, ক্রয় বিক্রয় বাতিলের ইখতিয়ার প্রকৃতি ও অবস্থাভেদে হওয়া উচিত। যেমন এক ব্যক্তি অনেক দূরে চারণ ভূমিতে গিয়ে এক হাজার উট অথবা গাভী কিনলেন। তার কথা এবং যে একটি মাত্র কাপড় অথবা একটি উট বা গাভী কিনলেন তার কথা এক নয়।

---

[১]. তাবীর হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে পরাগায়ণ ঘটানো। তখন মদীনাবাসী পুরুষ খেজুর গাছের ফুলের রেনু স্ত্রী খেজুর গাছের ফুলের রেণুর সাথে পরাগায়ণ ঘটাতো, ফলে খেজুরের ফলন বেশী হতো। -অনুবাদক।

অন্য বর্ণনায় আছে- ক্রেতা এবং বিক্রেতা পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের ক্রয়-বিক্রয় বাতিলের ইখতিয়ার থাকে। ওয়াজিহায় ইবনু হাবীব বলেছেন, ক্রেতা বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ক্রয় বিক্রয় বাতিলের ইখতিয়ার থাকে, একথা নবী করীম [সা] এর বক্তব্য দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। বলা হয়েছে, যখন ক্রেতা বিক্রেতা মতবিরোধে লিপ্ত হবে তখন বিক্রেতার শপথ নেয়া হবে এবং ক্রেতা ইচ্ছে করলে তা রেখে দিতে পারেন আবার ফেরতও দিতে পারেন এমনকি শপথও করতে পারেন।

মুয়াত্তায় আছে- শুকনো খেজুর ভেজা খেজুর দিয়ে বিনিময় করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে নবী করীম [সা] এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ভেজা খেজুর কি শুকিয়ে কম হয়ে যায় না?' তারা বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি তা করতে নিষেধ করেন।

বিক্রির আগে প্রদর্শনের জন্য গাভীর স্তন বৃদ্ধি করা

নবী করীম [সা] বলেছেন- তোমাদের কেউ যেন আরেক জনের দামের উপর দাম না বলে। অবশ্য গণিমত এবং ওয়ারিশের সম্পত্তির দাম বলতে পারো। (মুসনাদে ইবনু সাকান)। বুখারীতে আছে- 'ব্যবসায়ীদের সাথে পথে গিয়ে মিলবে না এবং জিনিসের দাম বেঁধে দেবে না। এ ধরনের কাজ পরিত্যাজ্য। যারা এভাবে (দালালীর মাধ্যমে) বেচা কেনা করে তারা গুনাহ্গার। কারণ তারা জানে, সে অপরকে ধোকা দিচ্ছে। আর ধোকা দেয়া অবৈধ।'

মুয়াত্তা, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন- 'বিক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছার আগে তোমরা কোনো বাণিজ্য কাফেলার সাথে ক্রয় বিক্রয় করবে না, একজন দাম বলছে তোমরা তার ওপর দাম বলবে না তাছাড়া শহুরে কোনো লোক গ্রাম্য কোনো লোককে (ঠকানোর উদ্দেশ্যে) বেচাকিনি করে দেবে না। আর উটনী ও ছাগলের দুধ বেশী দেখানোর জন্য তা দোহন না করে ফুলিয়ে রাখবে না। যদি কেউ দুধ আবদ্ধ অবস্থায় খরিদ করে, তবে ক্রেতা তা দোহনের পর ইচ্ছে হয় রাখবে নতুবা ফিরিয়ে দেবে। তবে ফেরতের সময় এক সা' খেজুর দিতে হবে দোহনকৃত দুধের বিনিময়ে।'

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে, 'যে ব্যক্তি তা খরিদ করবে, তিন দিন পর্যন্ত তার ইখতিয়ার থাকবে। মন চাইলে রাখবে অন্যথায় ফেরত দেবে। সাথে

এক সা' খেজুর দিয়ে দেবে।' নাসাঈ শরীফে আছে, রাসূলে করীম [সা] বলেছেন- 'ব্যবসায়ীর সাথে প্রথমে গিয়ে মিলবে না। যদি কেউ মিলে এবং কোনো কিছু কেনে, বাজারে এসে মালিক তা ফেরত নিতে পারবে। 'নাসাঈতে হযরত আয়িশা [রা] থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে আছে- নবী করীম [সা] এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, 'লাভ জিম্মাদারের।' এ কথার ওপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা [রহ] বলেন, প্রদর্শনীর জন্য স্তনবৃদ্ধি করা পশু ক্রয়ের পর তা ফেরত দেয়ার সময় দুধ দোহনের বিনিময়ে কিছু প্রদান করা জায়েয নয়। এমনকি দুধ বিক্রি করাও জায়েয নয়। শুধু পশু ফেরত দিতে হবে।

আবু দাউদে আছে- এক ব্যক্তি এক গোলাম খরিদ করলো। সে তার কাছে যতোদিন আল্লাহর মঞ্জুর ছিলো ততোদিন রইলো। অতঃপর সে তার মধ্যে দোষ পেয়ে নবী করীম [সা] এর কাছে এসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তিনি বললেন, 'তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও।' তখন বিক্রেতা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তো আমার গোলাম দিয়ে উপকৃত হয়েছে। নবী করীম [সা] বললেন- 'লাভ জিম্মাদারের।'

ক্রেতা মাল ক্রয়ের পর মূল্য পরিশোধের আগেই নিঃস্ব হয়ে গেলে অথবা মৃতুবরণ করলে

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে- রাসূলাল্লাহ্ [সা] বলেছেন- 'যদি কেউ নিঃস্ব হয়ে যায় এবং কেউ তার নিকট (বাকীতে) বিক্রিত মাল অক্ষত অবস্থায় পায়। তাহলে সেই ব্যক্তি উক্ত মালের বেশী হকদার। মুয়াত্তায় ইমাম মালিক ইবনু শিহাব হতে এবং তিনি আবু বাকরা ইবনু আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম [সা] বলেছেন, 'কেউ কোনো বস্তু (বাকীতে) বিক্রি করলো তারপর ক্রেতা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লো অথচ বিক্রেতা তার মূল্য বাবদ কিছুই পায়নি। যদি ঐ বিক্রিত মাল [ক্রেতার নিকট] অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তবে বিক্রেতাই ঐ মালের বেশী হকদার। আর যদি ক্রেতা মরে গিয়ে থাকে তবে বিক্রেতা অন্যান্য পাওনাদারের সমপর্যায়ভুক্ত হবে।' হযরত আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- নবী করীম [সা] বলেছেন - 'যে ব্যক্তি [বাকীতে মাল কেনার পর] নিঃস্ব হয়ে যায় অথবা মরে যায় আর যদি সেই মাল তার নিকট অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তা বিক্রেতা ফিরিয়ে নেয়ার অধিক হকদার।'

চোরাই মাল

দালায়েলে ওসীলীতে ইকরামা ইবনু খালিদ হযরত উমাইদ ইবনু হুযাইর থেকে বর্ণনা করেছেন, আমীর মুয়াবিয়া মারওয়ানের নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন- যদি কোনো ব্যক্তির মাল চুরি হয় এবং সে তা অবিকৃত অবস্থায় পায় তবে ঐ ব্যক্তি তার অধিকতর হকদার। তা যেখানেই পাওয়া যাক না কেন। তখন মারওয়ান আমার কাছে লিখলো। আমি সে সময় ইয়ামামার প্রশাসকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাকে লিখে জানালাম, নবী করীম [সা] নির্দেশ দিয়েছেন- 'যখন চুরির মাল সেই ব্যক্তির কাছে পাওয়া যাবে যে অন্য কোনো উপায়ে তার মালিক হয়েছে, তখন মালিক সেই জিনিসের মূল্য দিয়ে তার থেকে মাল ফেরত নেবে অথবা তার মালের চোরকে সন্ধান করবে।' হযরত আবু বকর [রা], ওমর [রা] এবং হযরত ওসমান [রা]ও এ রায়কেই কার্যকর করেছেন। মারওয়ান আমার পত্রটি মুয়াবিয়া [রা] এর কাছে পাঠিয়ে দেন, পত্র পেয়ে তিনি মারওয়ানকে লিখে পাঠান, তুমি এবং ইবনু হুযাইর আমার পাঠানো নির্দেশের বাইরে কোনো ফায়সালা করতে পারবে না বরং আমি তোমাদের [পাঠানো মতের] বিপরীতে ফায়সালা করবো। কাজেই আমি যে নির্দেশ পাঠিয়েছি তার ওপর আমল করবে। তখন মারওয়ান তা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলে আমি বললাম, যতোক্ষণ আমার ইচ্ছে শক্তি আছে ততোক্ষণ আমি ঐ নির্দেশ মানবো না।

নিশাপুরী বলেছেন, ফকীহদের মধ্যে কেউ এ হাদীসের প্রবক্তা বলে আমার জানা নেই। একমাত্র ইসহাক ছাড়া। ইমাম আহম্মদ ইবনু হাম্মলকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, আমি তা মানিনা। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে ইখাতিলাফ আছে। আমি ঐ হাদীসের অনুসরণ করি যা হাশিম যথাক্রমে মুসা ইবনু সায়িব, কাতাদা, হাসান, সামুরা, নবী করীম [সা] থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলাল্লাহ্ [সা] বলেছেন- 'যে নিজের মাল অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট পাবে সে ঐ মালের অধিকতর হকদার।'

আমদানী বা উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিলে

বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম [সা] বলেছেন, 'ভালো কথা বলো, যদি আল্লাহ্ ফলন বন্ধ করে দেন তবে তোমরা আরেক ভাইয়ের মাল কিভাবে নেবে?' অন্য হাদীসে আছে- 'কেউ তার ভাইয়ের মাল কিসের বিনিময়ে

বৈধ করবে?' এ হাদীসটি ইমাম মালিক মুয়াত্তায় মারফু সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তাছাড়া দালায়েলেও এটা বর্ণিত আছে।

মুসলিম শরীফে হযরত জাবির [রা] হতে বর্ণিত- নবী করীম [সা] প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতি হলে তা পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম মালিক বলেছেন, যদি তা এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পৌঁছে তবে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। তিনি এ হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। ইমাম শাফিঈর এক বর্ণনায় এবং ইমাম আবু হানিফা [রহ], লাইছ ও সুফিয়ান সাওরী [রহ] বলেছেন, যে ফল ক্রয় করবে, যদি তা পরিপক্ক হওয়ার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। যদি সে ক্ষতি কৃত্রিমভাবে হয় তবু।

তাদের দলিল হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীসটি। নবী করীম [সা] এর যুগে মুয়ায ইবনু জাবাল [রা] ফল কিনে ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং তার ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন নবী করীম [সা] তাকে সাহায্য করার ব্যাপারে লোকদের আহবান জানান। লোকেরা তাকে সাহায্য করলো বটে কিন্তু তা ঋণ পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ [সা] তাঁর পাওনাদারকে বললেন- 'যা পাচ্ছো তা নাও এর বেশী তোমাকে দেয়া যাবে না।'

মুয়ায [রা] এর এ ঘটনাটি ঘটেছিলো হিজরী নবম সনে। নবী করীম [সা] তাঁকে সাহায্যের জন্য আবেদন করায়, সাতভাগের পাঁচ ভাগ পরিমাণ পাওয়া গেলো। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তা বিক্রি করে দেন। রাসূল [সা] বললেন- 'এ গুলো বাদ দাও।' অতঃপর তিনি তাঁকে ইয়েমেনে পাঠান এবং বলেন, 'সম্ভবত আল্লাহ্ তোমাকে ধনী বানিয়ে দেবেন।' তিনি নবী করীম [সা] এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। নবী করীম [সা] এর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর [রা] এর খিলাফতকালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর সাথে বিরাট এক পাল ছাগল এবং অনেক দাস-দাসী ছিলো। হযরত ওমর [রা] তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, খবর কি ? তিনি উত্তর দিলেন, এগুলো লোকজন আমাকে হাদিয়া দিয়েছে। ওমর [রা] বললেন, কেন তোমাকে লোকজন এগুলো হাদিয়া দিয়েছে? তিনি বললেন, এগুলো লোকেরা আমাকে এমনিই হাদিয়া দিয়েছে। ওমর [রা] বললেন, তুমি এ কথাগুলো হযরত আবু বকর [রা] এর কাছে গিয়ে বলো। মুয়ায [রা] বললেন, আমি একথা আবুবকর [রা] এর কাছে বলবোনা। সেই রাতে মুয়ায [রা] স্বপ্ন দেখলেন, তিনি জাহান্নামের

কিনারায় পৌঁছে গেছেন। হযরত ওমর [রা] তাঁকে পেছন থেকে কোমড় ধরে টানাটানি করছেন, যেন মুয়ায [রা] আগুনে না পড়ে যান। এ স্বপ্ন দেখে তিনি কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় বসে পড়লেন। তারপর তিনি আবু বকরের কাছে গিয়ে হযরত ওমর [রা] এর পরামর্শ অনুযায়ী সব কথা খুলে বললেন। তখন আবুবকর [রা] তাঁর সমস্ত সম্পদকে বৈধ সম্পদ বলে ঘোষণা দিলেন এবং বললেন, আমি নবী করীম [সা] কে বলতে শুনেছি, 'সম্ভবত আল্লাহ্ তোমাকে ধনী বানিয়ে দেবেন।' হযরত মুয়ায [রা] তাঁর আগের ঋণ দাতাদের অবশিষ্ট পাওনা মিটিয়ে দিলেন। [তাবারী]

বুখারীতে হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত [রা] হতে বর্ণিত - লোকজন নবী করীম [সা] এর সময়ে গাছে থাকাবস্থায় অপরিপক্ক ফল বেচাকেনা করতো। যখন তা পরিপক্ক হতো তখন ক্রেতা বলতো, ফলে লোকসান হয়েছে, রোগের আক্রমণ হয়েছে, কাঁচা ফল ঝরে গেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ইত্যাদি। এটিকে তারা বাহানা বানিয়ে নিলো। আর নবী করীম [সা] এর নিকট এ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক মামলা দায়ের হতে লাগলো। তখন তিনি ঘোষণা করলেন- 'ফল পরিপক্ক হওয়ার আগে তা বেচা কেনা করা যাবে না।'

ক্রয় বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, একলোক নবী করীম [সা] কে বললো, আমি বেচাকেনা করতে গেলে প্রতারণার শিকার হই। তখন নবী করীম [সা] বললেন, 'তুমি যখন কারো সাথে বেচাকেনা করবে, তখন বলে দেবে এতে যেন কোনো প্রতারণা না হয়।' এরপর সে কোনো কিছু বেচাকেনা করতে গেলেই বলতো- এতে যেন কোনো ধোঁকা না থাকে। উক্ত ব্যক্তির নাম ছিলো হিব্বান ইবনু মুনকাজ [রা]। মদুওনায় হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব [রা] থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, তোমাদের বেচাকেনার বেলায় ঐ শর্তই প্রযোজ্য যা নবী করীম [সা] হিব্বান ইবনু মুনকাজকে বলেছিলেন। শর্তটি হচ্ছে বিক্রিত মাল ফেরত দেবার অবকাশ তিন দিন। এ কথার উপর ভিত্তি করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ফায়সালা করেছেন। আবু দাউদে উতবা ইবনু আহমার হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে আরো আছে, 'গোলাম খরিদের ব্যাপারেও অবকাশ তিন দিন।'

বুখারীতে হযরত ইবনু খালিদ [রা] বর্ণনা করেছেন, আমার জন্য নবী করীম [সা] এই লিখে দিয়েছিলেন, সে ঐ ব্যক্তি যার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ স্বয়ং খরচ করেছেন। বেচাকেনার সময় কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানের কাছে কিছু গোপন করবে না। তাছাড়া কোনো গোপনীয়তা বা গায়েলাও নেই। কাতাদা [রহ] বলেছেন, গায়লা বলা হয় যিনা, চুরি এবং কোনো কথাকে পৃথক করা।

কিতাবুল ফাওয়ায়েদে বর্ণিত আছে- ইবনু খালিদ নবী করীম [সা] এর কাছে থেকে এক গোলাম ক্রয় করেছিলেন। তখন নবী করীম [সা] তাকে লিখে দিয়েছিলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর নিকট থেকে সে গোলাম খরিদ করেছে।

বুখারী শরীফে আছে- রাসূলুল্লাহ্ [সা] এক ইহুদীর কাছ থেকে লৌহবর্ম বন্ধক রেখে কিছু খাদ্য কিনেছিলেন। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি তিনটি অধ্যায়ের শিরোনাম বানিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে- ' নবী করীম [সা] কর্তৃক ধারে জিনিস কেনা প্রসঙ্গে।' অন্যটি 'জামানত সম্পর্কে'এবং সর্বশেষ শিরোনাম হচ্ছে- 'রেহেন বা বন্ধক প্রসঙ্গে।' বুখারীর অন্য বর্ণনায় হযরত আয়িশা [রা] থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- নবী করীম [সা] এমন (নিঃস্ব) অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন, যখন তার লৌহবর্মটি মাত্র তিন সা' যবের বিনিময়ে এক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিলো। মদুওনায় হযরত যায়িদ ইবনু আসলাম [রা] হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি নবী করীম [সা] এর কাছে এসে পাওনার জন্য তাগাদা করলো। এমনকি কিছু তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হলো। যারা এ ঘটনা দেখলেন, তারা তাকে শাসাতে লাগলেন। তখন নবী করীম [সা] বললেন, 'তাকে কিছু বলো না, কেননা সে তার অধিকারের ব্যপারে বলবেই।' তারপর তাকে বললেন, 'অমুক ইহুদীর নিকট যাও, সে আমার হয়ে তোমাকে কিছু দিয়ে দেবে, পরে আমার কাছে কোনো মাল এলে আমি তা পরিশোধ করে দেবো।' কিন্তু সেই ইহুদী তা অস্বীকার করে বললো- 'আমি তাকে কোনো সওদা দেবো না। তবে কোনো কিছু বন্ধক পেলে দেবো। শুনে রাসূলাল্লাহ্ [সা] বললেন, 'আমার এ বর্মটি তার কাছে নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম! আসমানের নিচে এবং জমিনের ওপর আমি আমানতদার।'

দাসী বিক্রির সময় মা ও সন্তানকে পৃথক না করা

প্রামাণ্য হাদীস সমূহে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম [সা] বলেছেন- 'মাকে তার সন্তানের ব্যাপারে হয়রান করা যাবে না। যে ব্যক্তি মা ও তার সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন।' মদুওনায় জাফর ইবনু মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর কাছে যখন বন্দীদের আনা হতো, তিনি তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন। যখন কোনো মহিলা বন্দীকে কাঁদতে দেখতেন, জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমার কান্নার কারণ কি?' কেউ বলতো, আমার সন্তানকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। আবার কেউ বলতো, আমার কন্যাকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি তাদের সন্তানকে মায়ের নিকট ফেরত দিতে নির্দেশ দিতেন।

জাফর ইবনু মুহাম্মদের অন্য বর্ণনায় আছে- হযরত আবু উসাইদ আনসারী বাহরাইন থেকে কিছু বন্দী এনে নবী করীম [সা] এর নিকট হাজির করলেন। তিনি বন্দীদেরকে গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ এক সারি থেকে এক স্ত্রীলোক কেঁদে উঠলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কাঁদছো কেন?' সে বললো, আমার ছেলেকে বনী আয়েস গোত্রে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। রাসূল [সা] আবু উসাইদ [রা] কে বললেন, 'তুমি জলদি সওয়ার হয়ে যাও। ঐ ছেলের দাম যাই হোক না কেন তুমি তাকে কিনে আনবে।' তখন তিনি গিয়ে ঐ ছেলেকে কিনে এনে স্ত্রীলোকটির কাছে দিলেন।

ইউনুস ইবনু আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত- নবী করীম [সা] হযরত আলী [রা] এর নেতৃত্বে একদল সৈন্যবাহিনী কোনো এক অভিযানে পাঠান। সে অভিযানে বেশ কিছু মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। তার মধ্যে কিছু বাঁদী ছিলো। হযরত আলী [রা] এক বাঁদীর বিনিময়ে কিছু উট কিনে নেন। সেখানে বিক্রিত বাঁদীর মা ও উপস্থিত ছিলো। সে নবী করীম [সা] এর নিকট অভিযোগ দায়ের করলো। রাসূল [সা] আলী [রা] কে বললেন- 'তুমি কি মা ও মেয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলে?' হযরত আলী [রা] গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে গেলেন। রাসূল [সা] বার বার তাঁকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। অগত্যা হযরত আলী [রা] বললেন, 'আমি যাবো। গিয়ে তাকে ফেরত নিয়ে আসবো।'

হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান বিনতে জমীরা তার দাদী জমীরা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] জমীরার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন সে কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- 'তোমার কান্নার কারণ কি? তোমার কি খাদ্য অথবা কাপড় কিংবা থাকার জায়গার প্রয়োজন?' সে বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ও আমার মেয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে।'

রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন- 'মা ও মেয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না।' পরে তার কাছে লোক পাঠানো হলো যার কাছে জমীরা [রা] ছিলো। তাকে ডেকে এনে এক পূর্ণাঙ্গ বয়সের হৃষ্টপুষ্ট উটের বিনিময়ে জমীরা [রা] কে খরিদ করে আনা হলো।

হযরত উরওয়া ইবনু যুবাইর [রা] থেকে বর্ণিত, যখন নবী করীম [সা] ও হযরত আবু বকর [রা] হিজরত করে মদীনায় যান, তখন রাস্তায় এক গরীব লোকের কাছ থেকে ছাগল কিনেন। তা সে দোহন করবে এই শর্তে বেচাকেনা হয়।

বর্ণিত আছে- নবী করীম [সা] ও হযরত আবু বকর [রা] উভয়ে বনী হুজাইলের এক ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেবে এই শর্তে মজদুর ঠিক করেন। সে ছিলো মুশরিক কুরাইশ । উভয়ে তাঁদের উটনী দুটো তার কাছে রেখেছিলেন এবং তিনদিন পর ছুর পাহাড়ের গুহায় পৌঁছে দেয়ার ওয়াদা নিয়েছিলেন। কথামতো সে তৃতীয়দিন প্রভাতকালে উভয়ের উটনীসহ ছুর পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়। ইমাম বুখারী- এ হাদীসটিকে উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন, পারিশ্রমিক চুক্তি অনুযায়ী তিন দিন, একমাস বা এক বৎসর কাজ করানোর পর আদায় করা বৈধ।

ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত - নবী করীম [সা] মদীনার নিকটবর্তী কোনো এক সফরে হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ [রা] থেকে একটি উট কিনেছিলেন। শর্ত ছিলো, মদীনা পর্যন্ত হযরত জাবির [রা] তার ওপর আরোহণ করতে পারবেন। অন্য বর্ণনায় আছে- নবী করীম [সা] তাঁকে বললেন 'এর ওপর সওয়ার হয়ে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছার অধিকার তোমার আছে।'

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিতাবুল আকযিয়া [বিচার ফায়সালা অধ্যায়]

সাক্ষ্য

রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর কাছে কোনো মামলা দায়ের করা হলে তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ না পেলে বিবাদীর কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করতেন। আর যদি কোনো ব্যাপারে দু'জন দাবীদার হতো এবং উভয়েই তাদের দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করতো তাহলে তিনি তাদের থেকে শপথ গ্রহণ করতেন। মুসলিম কিংবা অমুসলিম সবার জন্যই এ আইন প্রযোজ্য ছিলো।

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে- নবী করীম [সা] বলেছেন, 'আমি তো একজন মানুষ। দু'জন ঝগড়াকারী এসে আমার কাছে অভিযোগ করলে, যে অপেক্ষাকৃত বেশী বাকপটু আমি তার দিকে রায় দিতে পারি। এই মনে করে যে, সে সত্য বলেছে। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন এরূপ না করে। এরূপ করলে এবং আমি তার পক্ষে রায় দিলে, সে যেন আগুনের টুকরো নিয়ে গেলো।' বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, 'যাকে আমি [ভুল বুঝে] মুসলমানের সম্পদের মালিক বানিয়ে দেবো, তা আগুনের একটি টুকরা মাত্র। ইচ্ছে করলে সে নিতে পারে অথবা ত্যাগ করতে পারে।'

আবু দাউদে হযরত আলী [রা] হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ [সা] আমাকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে [দায়িত্ব দিয়ে] ইয়েমেন পাঠাচ্ছেন অথচ আমার বয়সতো কম, বিচার ফায়সালা করার মতো কোনো জ্ঞান বা যোগ্যতা আমার নেই। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্পাক তোমার অন্তরকে হিদায়াত দেবেন এবং তোমার জবানকে দৃঢ় রাখবেন। যখন বাদী বিবাদী তোমার সামনে এসে উপস্থিত হবে তখন একজনের বক্তব্য শুনেই রায় দেবে না বরং দু'জনের বক্তব্য শুনবে। এতে ফায়সালার দিগন্ত তোমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।' হযরত আলী [রা] বলেন, এরপর আমি সেখানে বিচার ফায়সালা করতে গেলাম কিন্তু কোনো বিচারের রায় দিতে গিয়ে আমি কখনো সন্দেহে পড়িনি।

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত 'যে নিজের পক্ষে রায় নেবার জন্য মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহ্র দরবারে এমন ভাবে হাজির হবে, আল্লাহ্ তার ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন।' আশআছ [রা] থেকে বর্ণিত হাজরামী ও কিন্দী নামে দু'লোক একবার নবী করীম [সা] এর কাছে ইয়েমেনের এক জমির ব্যাপারে মামলা দায়ের করে।

হাজরামী বললো, 'আমার জমি তার পিতা জোর করে দখল করেছে।' কিন্দী বললো, 'এ জমি আমি আমার পিতার কাছ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি।' রাসূল [সা] হাজরামীকে ডেকে বললেন, 'তোমার কথার সপক্ষে তোমার কাছে কোনো সাক্ষী আছে কি?' সে বললো, 'নেই'। কিন্তু সে আল্লাহর শপথ করে বললো, 'এটা যে আমার জমি এবং তার পিতা জোর করে দখল করেছে একথা সে জানেনা।' কিন্দী শপথ করার জন্য তৈরী হয়েছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, 'যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করবে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর নিকট হাজির হবে, আল্লাহ্ তার ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন।' অতঃপর কিন্দী সে জমির দখল ছেড়ে দিলো।

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে এবং মদুওনায় বর্ণিত আছে- একবার দু'ব্যক্তি কোনো এক জমি নিয়ে ঝগড়া করে এবং নবী করীম [সা] এর কাছে মামলা দায়ের করে। তিনি তাদেরকে শপথ করালেন। উভয়ের শপথ সমান সমান হলো। তখন তিনি জমিখন্ড উভয়ের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলেন।

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা [রা] হতে বর্ণিত- নবী করীম [সা] একদল লোকের শপথ গ্রহণ করতে চাইলেন। তারা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে গেলো। তখন তিনি লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত করে শপথ গ্রহণ করলেন। অন্য হাদীসে আছে- [যা মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন] রাসূল [সা] সাক্ষ্য এবং শপথের মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করেছেন। কাজী ইবনু জরব বর্ণনা করেছেন, এক বেদুইন নবী করীম [সা] এর সাথে একটি ঘোড়া বেচাকেনা করলো। পরে সে তার চুক্তি লংঘন করলো এবং বললো, আমি কি কারো সামনে আপনার সাথে চুক্তি করেছি? রাসূল [সা] তার সাথে কোনো কঠোর আচরণ করেননি এবং তাকে নির্যাতনও করেননি।

শপথ

আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে- নবী করীম [সা] হযরত ইবনু আব্বাস [রা] কে এক ব্যক্তির শপথ গ্রহণ করার জন্য পাঠান। তিনি গিয়ে বললেন, 'তুমি শপথ করবে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং বাদীর কোনো মাল তোমার নিকট নেই।' ইমাম মালিক ইবনু আনাস [রা] ইমাম আবু হানিফা [রহ] ও তার শাগরেদগণ উপরোক্ত মতের অনুসারী।

অন্য দলের মতে- তাকে শুধুমাত্র আল্লাহর শপথ করানোই যথেষ্ট হবে। যেমন লি'আনের শপথ করানো হয়। নবী করীম [সা] থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে শপথ করবে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে। এভাবে হযরত ওসমান [রা], ইবনু ওমরের [রা] এর ক্রিতদাস সংক্রান্ত মামলার রায় পেশ করেন। ঘটনাটি হচ্ছে- ইবনু ওমর [রা] এক ব্যক্তির কাছে একটি গোলাম বিক্রি করেন। পরে উক্ত খরিদ্দার অভিযোগ করে যে, আমার নিকট রোগাক্রান্ত দাস বিক্রি করা হয়েছে অথচ আমাকে তা জানানো হয়নি। তখন হযরত ওসমান [রা], ইবনু ওমর [রা] কে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করান যে, আল্লাহর কসম! আমি যখন দাস বিক্রি করি তখন সে আমার জানা মতে রোগাক্রান্ত ছিলো না। ক্রেতা শপথ করতে অস্বীকার করলো। তখন তিনি দাস ফেরত নিয়ে গেলেন। সেই দাস পরবর্তীতে আগের চেয়ে অনেক বেশী দামে বিক্রি করা হয়েছিলো।

মুসলিম শরীফে হযরত বারা ইবনু আযিব [রা] হতে বর্ণিত- একবার রাসূলুল্লাহ্ [সা] এমন এক ইহুদীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার মুখে চুনকালি লাগানো হয়েছিলো এবং তাকে বেত্রাঘাত করা হচ্ছিলো। তিনি অন্যান্য ইহুদীদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন- 'তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি এরূপই পেয়েছো?' তারা বললো, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি তাদের আলিমদের মধ্যে এক আলিমকে আহবান করলেন। তারপর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাকে ঐ আল্লাহর কসম দিচ্ছি যিনি মূসা [রা] এর ওপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন। এবার বলো, 'তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি এরূপই পেয়েছো?' সে বললো, 'যদি আমাকে আপনি শপথ না করাতেন তবে আমি একথা আপনাকে বলতাম না। যিনার শাস্তি হচ্ছে-পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড।'

আবু দাউদ শরীফে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবনু আবুল আ'লা, সাঈদ ইবনু আবু আরুবা, কাতাদা এবং তিনি ইকরামা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ [সা] ইবনু সুরাইয়াকে বলেছিলেন, 'তোমাকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কসম দিচ্ছি। যিনি তোমাদেরকে [ফিরআউনের সাঙ্গপাঙ্গদের হাত থেকে] নাজাত দিয়েছেন, নদীর মধ্যে রাস্তা করে দিয়েছিলেন, মেঘ দিয়ে ছায়া দিয়েছেন, মান্না সালওয়া নাযিল করেছেন এবং মূসা [আ] এর ওপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন। তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যিনার শাস্তি পাথর নিক্ষেপে হত্যার কথা পাওনি?' তখন সে বললো, 'আপনি আমাকে এমন এক সত্তার কসম দিয়েছেন, আমি আর মিথ্যে বলতে চাইনা।'

শপথের ব্যাপারে ইমাম মালিক ও তাঁর অনুসারীদের মত হচ্ছে, তাকে আল্লাহর শপথ করাতে হবে। এই বলে যে, 'আমি সেই আল্লাহর শপথ করছি যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই।' তারপর সে যার সম্মান করে তার কথা সংযুক্ত করতে হবে। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আবু হানিফা [রা] বলেন, শপথের সময় ইহুদীরা বলবে, আমি ঐ আল্লাহর নামে শপথ করছি যিনি মুসা [আ] এর ওপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন।' খৃষ্টানরা বলবে, 'আমি ঐ আল্লাহর নামে শপথ করছি যিনি ঈসা [আ] এর ওপর ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।' অগ্নি পূজকগণ বলবে, 'আমি ঐ আল্লাহর নামে শপথ করছি যিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন।'

অনাবাদী জমি আবাদ করা

বুখারী, আবুদাউদ ও অন্যান্য প্রামাণ্য হাদীসে আছে- রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পরিত্যাক্ত, মালিকহীন অনাবাদী জমি আবাদ করবে ঐ জমির মালিক সেই হবে। আর জোর জবরদস্তি করে [অপরের জায়গায়] গাছ লাগালে ঐ গাছের মালিক সে নয়।'

আবু উবায়েদের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, আমি নবী করীম [সা] কে বনী বায়াজাহ্ গোত্রের দু'টো মামলার রায় প্রদান করতে দেখেছি। তার একটি হচ্ছে জমি নিয়ে এবং অপরটি গাছ সংক্রান্ত। জমির ব্যাপারে তিনি একজনের পক্ষে রায় দিলেন। আর গাছের ব্যাপারে রায় দিলেন, 'যে ব্যক্তি অপরের জায়গায় গাছ লাগিয়েছে সে তার গাছ কেটে নেবে।' আমি

দেখলাম সে একটি কুঠার দিয়ে তার গাছ কেটে নেলো। তা ছিলো সাধারণ একটি খেজুর গাছ।

মুয়াত্তায় আছে- নবী করীম [সা] মাহরুজ ও মুযাইনিব[১]এর পানির ব্যাপারে বলেছেন, 'পায়ের গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত পানি আটকে রাখা যাবে। পরে তা নিম্নভূমির দিকে ছেড়ে দিতে হবে।'

বুখারী শরীফে হযরত উরওয়া ইবনু যুবাইর [রা] হতে বর্ণিত আছে- এক আনসারীর জমি সংলগ্ন হযরত যুবাইর [রা] এর এক জমি ছিলো। একদিন নালার পানি নিয়ে আনসারের সাথে যুবাইর [রা] এর ঝগড়া বাঁধে। তখন রাসূল [সা] বললেন, 'হে যুবাইর! আগে তুমি তোমার জমিতে পানি সেচ দেবে তারপর তুমি তোমার প্রতিবেশীর জমির দিকে পানি ছেড়ে দেবে।' আনসারী বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি এ ফায়সালা এজন্য দিলেন যে, যুবাইর আপনার ফুফাতো ভাই?' একথা শুনে নবী করীম [সা] এর চেহারা মুবারক রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। বললেন, 'যুবাইর! তুমি বাঁধ দিয়ে তোমার জমির জন্য পানি আটকে রাখবে। যদি পানি উপচে পড়ে তবে তাই পাবে তোমার প্রতিবেশী।'

যুবাইর [রা] বলেন, আমার মনে হয় নিম্নোক্ত আয়াতটি এ ঘটনাক্রমেই অবতীর্ণ হয়। ইরশাদ হচ্ছে -

فَلَاوَرَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰي يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا(٥)

না,(হে নবী) রবের কসম! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয়ে তোমাকে বিচারপতি মেনে না নেয়। তারপর তুমি যা রায় দেবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং তার সামনে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে সোপর্দ করে দেবে। (সূরা আন নিসা-৬৫)

মুয়াত্তায় ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন- বারা' ইবনু আযিব [রা] এর এক উটনী এক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে এবং কিছু ক্ষতি করে। রাসূলুল্লাহ্ [সা]

[১] এ গুলো মদীনার উপত্যকা সমূহের মধ্যে দুটো উপত্যকার নাম।

ফায়সালা দিলেন, 'দিনের বেলা বাগান হিফাজতের দায়িত্ব মালিকের এবং রাতের বেলা পশুর হিফাজতের দায়িত্ব ঐ পশুর মালিকের।'

দালায়েল নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একবার নবী করীম [সা] তাঁর কোনো এক স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় অন্য এক স্ত্রী তার খাদেমের হাতে এক পেয়ালা খাদ্য পাঠালেন। হযরত আয়িশা [রা] হাত দিয়ে আঘাত করলে তা পড়ে ভেঙ্গে যায়। রাসূল [সা] পেয়ালার ভাঙ্গা টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক।' আবু দাউদে আছে- আয়িশা [রা] এর পালার দিন হযরত উম্মে সালমা এক পেয়ালা খানা রাসূলুল্লাহ্ [সা] এবং তাঁর সাহাবাদের নিকট হাদিয়া পাঠান। নবী করীম [সা] তখন আয়িশা [রা] এর ঘরে ছিলেন। দেখে আয়িশা [রা] চাদর দিয়ে আঘাত করেন এবং হাতে ঠেলা দিয়ে পেয়ালাটি ভেঙ্গে দু'টুকরো করে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ [সা] তা কুড়িয়ে এনে জোড়া দিয়ে তার ওপর খাদ্য রাখলেন। তারপর বললেন, তোমার মায়ের ক্ষতি হোক। তখন আয়িশা [রা] একটি ভালো পেয়ালা উম্মে সালমা [রা] এর ঘরে পাঠিয়ে দেন এবং ভাঙ্গা পেয়ালাটি আয়িশা [রা] এর ঘরে রেখে দেন।

আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়িশা [রা] বলেছেন, 'আমি সাফিয়ার চেয়ে ভালো খানা পাক করতে আর কাউকে দেখিনি। সে রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর জন্য খানা পাক করে একদিন পাঠিয়ে দিলো। এতে আমার কাছে খারাপ লাগায় আমি থালা ভেঙ্গে ফেলি। পরে আমি (অনুতপ্ত হয়ে) বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এর কাফ্ফারা কি? তিনি বললেন, 'এর কাফফারা হচ্ছে থালার বদলে থালা এবং খানার বদলে খানা।'

শুফআ' [১]

মুয়াত্তা ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে নবী করীম [সা] ঐ সমস্ত জমিতে শুফআ'র বিধান দিয়েছেন যা এখনো অংশীদারদের মধ্যে বন্টন করা হয়নি। কিন্তু যখন শরিকানা জমির সীমা নির্ধারিত হয় এবং পথের গতি [আপন আপন দিকে] ফিরিয়ে নেয়া হয়, তখন শুফআ' [এর অধিকার] থাকে না। শুফআ'র জমি চাই

[১] শুফআ'র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মিলানো বা সংযোজন করা। পরিভাষিক অর্থে- অপরের ক্রীত সম্পত্তি নির্দিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে নিজের সম্পত্তির সাথে মিলিয়ে নেয়া। অথবা পৃথক হতে না দেয়াকে শুফআ' বলা হয়। -অনুবাদক।

আবাদী, অনাবাদি কিংবা খেজুর বাগান যাই হোক না কেন। সর্বাবস্থায় শুফআ'র বিধান প্রয়োগ করা যাবে।

আবু উবাইদ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] ফায়সালা দিয়ে গিয়েছেন, ঘরের সামনের জায়গা, রাস্তা, দু'ঘরের মাঝের রাস্তা, ঘরের যে কোনো পাশের জায়গা এবং বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হওয়ার জায়গায় শুফআ' নেই।

শুফআ' সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে উল্লেখিত পাঁচটি জায়গায় যদি কেউ অংশীদার থাকে এবং ঘরের কোনো অংশীদার না থাকে, তবু সেখানে শুফআ'র অবকাশ নেই। এটা হচ্ছে, মদীনাবাসী উলামাদের মত। পক্ষান্তরে ইরাকী উলামাগণের মতে- ঐ পাঁচ জায়গায় যদি কেউ অংশীদার না থাকে তবে তার নিকটতম প্রতিবেশীর হক আছে।

আবু উবায়েদের গ্রন্থে আছে- নবী করীম [সা] শুফ'আর ব্যাপারে প্রতিবেশীর হকের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং একথা নবী করীম [সা] দু'বার বলেছেন, 'নিকটত্বের কারণে প্রতিবেশী অধিকতর হকদার।' নাসাঈতে আছে- এক ব্যক্তি বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা আমার জমি। যার মধ্যে কোনো শরীক বা কারো কোনো অংশ নেই। তবে পাশের জমি অন্য জনের।' তিনি বললেন, প্রতিবেশী নিকটত্বের কারণে অধিক হকদার।

মুসলিম শরীফে আছে- রাসূলুল্লাহ্ [সা] প্রত্যেক শরিকি জমি যা বন্টন করা হয়নি, এমন জমির ব্যাপারে শুফআ'র ফায়সালা দিয়েছেন। জায়গা, বাগান অথবা যাই হোক না কেন তা প্রতিবেশীকে না জানিয়ে বিক্রি করা বৈধ নয়। আগে প্রতিবেশীকে জানাতে হবে। যদি সে চায় রাখবে, না হয় অন্যত্র বিক্রির জন্য ছাড় দেবে।

বন্টন ও অংশীদারিত্ব নিয়ে ঝগড়া প্রসঙ্গে

কাজী ইসমাঈলের কিতাবুল আহকামে বর্ণিত আছে- দু'ব্যক্তি ওয়ারিশী সম্পদ নিয়ে ঝগড়া করছিলো। নবী করীম [সা] বললেন- 'আদল [ন্যায় বিচার] এবং ইনসাফের সাথে তা বন্টন করো এবং [প্রয়োজনে] লটারী করো।'

বুখারী শরীফে আছে- নবী করীম [সা] বলেছেন, 'যদি তোমরা রাস্তা নিয়ে ঝগড়া করো তবে তা ৭ হাত (প্রশস্ত) করে দেয়া হবে। বুখারী, মুসলিমে আছে-

রাসূলুল্লাহ্ [সা] খায়বারবাসীদের অর্ধেক ফসল দেয়ার শর্তে জমি ও বাগান বর্গা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে প্রাপ্ত ফসল প্রত্যেক স্ত্রীকে ১০০শ' ওয়াসাক করে বন্টন করে দিতেন। তার মধ্যে ৮০ ওয়াসাক খেজুর এবং ২০ ওয়াসাক যব থাকতো।

ওয়াজিহায় বর্ণিত আছে, রাসূল [সা] এর সময়ে চারজন এক জমিতে শরীক হলো। তাদের মধ্যে একজন বললো, 'আমি জমি দেবো।' একজন বললো, 'আমি বীজ দেবো।' তৃতীয়জন বললো, 'আমি নিড়ানি দেবো।' চতুর্থজন বললো, 'আমি এ জমিতে শ্রম দেবো।' যখন সে জমিতে ফসল কাটার সময় হলো, তখন তারা ঝগড়া শুরু করলো। এমন কি শেষ পর্যন্ত বিচার রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর দরবার পর্যন্ত গড়ালো। তিনি ঘটনা শুনে পুরো ফসলকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করলেন। সেখান থেকে তাদেরকে কোনো অংশ দিলেন না বরং নিড়ানির বিনিময় ধার্য করে পাওনা আদায় করে দিলেন। শ্রমিকের জন্য এক দিরহাম করে দৈনিক পারিশ্রমিক ধার্য করলেন। আর যে বীজ দিয়েছিলো তিনি তাকে বীজের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। ইবনু হাবীব বলেছেন, তিনি এ জন্য জমিকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছিলেন যে, তারা পূর্বে অংশ বন্টনের ব্যাপারে ফায়সালা করে নেয়নি।

ইবনু হাবীব আরো বলেন, ইমাম মালিক [রা] এর মত হচ্ছে, জমি যে আবাদ করবে তার এবং তার জিম্মায় বর্গা বা চাষাবাদ হবে। দলিল হচ্ছে, নবী করীম [সা] এর বর্ণিত হাদীস। সেখানে বলা হয়েছে- 'অনাবাদী জমি যে আবাদ করবে মালিকানা তার। তাতে অন্য কারো কোনো অধিকার নেই।'

মুসান্নাফ আবু দাউদে হযরত রাফে' ইবনু খাদীজ [রা] থেকে বর্ণিত, তিনি একটি জমি চাষ করছিলেন। এমতাবস্থায় নবী করীম [সা] সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে জমিতে পানি দিতে দেখে রাসূল [সা] জিজ্ঞেস করলেন, 'জমি কার এবং এর ফসল কার? তিনি বললেন, 'চাষ, বীজ এবং শ্রম আমার তাই আমার এক অংশ এবং উমুকে জমির মালিক হিসেবে তার এক অংশ।' শুনে তিনি বললেন- 'তুমি গুণাহর কাজ করেছো, জমি তার মালিককে ফেরত দাও এবং তুমি তোমার খরচ আদায় করে নাও।'

মুসাকাত[২], চুক্তি ও বর্গাচাষ

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে-ইবনু শিহাব, সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] খায়বারের ইহুদীদের বলেছিলেন, 'তোমরা ততোদিন পর্যন্ত বলবত থাকবে যতোদিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। এ জায়গার উৎপাদিত ফল ও ফসলের অর্ধেক আমাদেরকে প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে আবদুল্লাহ্ ইবনু রাওয়াহা [রা] কে তিনি পাঠালেন খায়বারে। তাঁকে বলে দিলেন, তুমি তাদেরকে বলবে, 'আর যদি তোমরা চাও, সমস্ত ফল ও ফসল তোমরা রাখবে। তবে আমাদেরকে আমাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে দেবে। আর যদি চাও, সমস্ত ফল ও ফসল আমরা নেবো, তবে তোমাদেরকে তোমাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে দেবো।'

আবু দাউদে আছে- ইবনু রাওয়াহা তাদের ফসলের আনুমানিক পরিমাণ ৪০ হাজার ওয়াসাক নির্ধারণ করলেন। তারা তা স্বীকার করে নিয়ে ২০ হাজার ওয়াসাক পরিশোধ করলো।

মুসলিম শরীফে আছে- রাসূল [সা] খায়বারের ইহুদীদেরকে বললেন- 'আমি তোমাদেরকে ততোদিন পর্যন্ত এখানে বলবৎ রাখবো, যতোদিন আমরা চাবো।' ইবনু ওমর [রা] বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- 'তাদেরকে এই শর্ত দেয়া হলো যে, তারা সেগুলো তাদের টাকা খরচ করে আবাদ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক নবী করীম [সা] কে প্রদান করবে।'

এ থেকে বুঝা যায় বর্গাচাষের বেলায় মালিক শুধু জমি প্রদান করবেন এবং শ্রম ও উৎপাদন ব্যয় কৃষকের।

ইমাম মালিক [রহ] বলেন- যে সব গাছে ফল হয় তা মুসাকাত দেয়া জায়েয আছে। যেমন- খেজুর, আঙ্গুর, যাইতুন, বেদানা, বাদাম প্রভৃতি। পারিশ্রমিক আলোচনা সাপেক্ষে নির্দিষ্ট হতে পারে।

---

[২] ফলবান বৃক্ষ ও কৃষিজমির তত্ত্বাবধান, উৎপাদন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে ফলের একটি নির্দিষ্ট অংশ বা পারিশ্রমিক আদান প্রদানের ব্যবস্থাকে মুসাকাত বলে। আমরা একে সাধারনত বর্গাচাষ বলে থাকি। -অনুবাদক

ইমাম শাফিঈ [রহ] বলেন- খেজুর এবং আঙ্গুর ছাড়া অন্য কোনো ফলে মুসাকাত জায়েয নেই। বিশেষ করে অর্ধেক প্রদানের শর্তে। ইমাম শাফিঈ [রহ] এর অন্য বর্ণনা মতে যে সব গাছ সবল ও দৃঢ় সেগুলোতে মুসাকাত জায়েয।

ইমাম আবু হানিফা [রহ] বলেন- মুসাকাত প্রদান সম্পূর্ণ অবৈধ। কেননা তা এক অনির্দিষ্ট পারিশ্রমিক। এ ব্যাপারে নবী করীম [সা], হযরত আবু বকর [রা] ও হযরত ওমর [রা] খায়বারের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার বিপক্ষে প্রমাণ পেশ করেন, যখন খায়বার বিজয় হয়েছিলো তখন খায়বারের অধিবাসীকে সম্ভবত ক্রীতদাস বানানো হয়েছিলো, তাই ক্রীতদাস ও মনিবের মধ্যে যে কোনো ধরনের কাজের চুক্তি হতে পারে। তা অন্য লোকদের জন্য দলিল হতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা [রহ] এর মতের বিপক্ষেও যুক্তি আছে যে, তারা ক্রীতদাস ছিলো না। কারণ নবী করীম [সা] হযরত আবু বকর [রা] এর সময় এবং ওমর [রা] এর শাসন কালের প্রথম দিকে তাদের সাথে মুসাকাত চুক্তি ছিলো কিন্তু পরবর্তীতে হযরত ওমর [রা] তাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করেন। অথচ তাদেরকে বিক্রি করা হয়নি কিংবা মুক্তও করা হয়নি। তাছাড়া কোনো মুহাদ্দিসও এই মর্মে হাদীস বর্ণনা করেননি যে- তাদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হয়েছে কিনা। অবশ্য সূরা আত তাওবা অবতীর্ণ হয়েছে খায়বার বিজয়ের পর।

ইমাম শাফিঈ [রহ] খেজুর এবং আঙ্গুর ছাড়া অন্য কোনো ফল বা ফসলে মুসাকাত অবৈধ মনে করেছেন তার বিপক্ষে বক্তব্য হচ্ছে- রাসূল [সা] খায়বারে ফল ও ফসল উভয়টিই অর্ধেক প্রদানের শর্তে মুসাকাত দিয়েছিলেন। ইমাম শাফিঈ [রহ] জমি মুসাকাত প্রদানে নিষেধ করেছেন, কারণ তা ফসলের বিনিময়ে প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে নস বিদ্যমান। আর আঙ্গুর বাগান মুসাকাত প্রদান করা খেজুর বাগানের ওপর কিয়াস করা হয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে নস নেই তাছাড়া অধিকাংশ উলামা এ মতের বিরোধিতা করেছেন।

মুসলিম শরীফে আছে- নবী করীম [সা] খায়বার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের একশ' ওয়াসাক বেগমদেরকে প্রদান করতেন। তারমধ্যে আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক যব।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, কা'ব ইবনু মালিক [রা] নবী করীম [সা] এর সময়ে আবদুল্লাহ্ ইবনু আবু হাদরাতের নিকট মসজিদে তার ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা দেয়। এক পর্যায়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর চড়ে যায়। ফলে নবী করীম [সা] তা শুনে ফেলেন। তখন তিনি তাঁর কামরায় অবস্থান করছিলেন। তিনি বেরিয়ে এসে কা'ব ইবনু মালিক [রা] কে ডাকলেন, 'হে কা'ব! কা'ব [রা] উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই যে, আমি এখানে।' তখন তিনি তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে কাছে আসতে বললেন। [অন্য বর্ণনা মতে] তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি কারো নিকট কিছু পাওনা থাকে তার উচিত তাকে ভদ্রভাবে এবং নরম স্বরে তাগাদা দেয়া। চাই সে পুরো গ্রহণ করুক বা অর্ধেক।'

হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব [রা] হতে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। এক আনসারের বাগানে তাঁর খেজুর ছিলো। সেই আনসার সেখানে স্বপরিবারে বসবাস করতেন। হযরত সামুরা ইবনু জুনদুব [রা] যখন তার খেজুরের নিকট আসতেন তখন তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি সামুরা [রা] এর নিকট আবেদন করলেন, খেজুরগুলো আমার নিকট বিক্রি করে দাও। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। অতঃপর আনসার ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হলো, তা আমার সাথে বদল করো। এবারও তিনি অস্বীকার করলেন। তখন আনসার ব্যক্তি নবী করীম [সা] এর কাছে এসে মোকদ্দমা দায়ের করলেন। তিনি সামুরা ইবনু জুনদুব [রা] কে বললেন, তুমি তোমার খেজুরগুলো বিক্রি করে দাও। তিনি বললেন, 'না।' বলা হলো, বদল করে নাও। তিনি অস্বীকার করলেন। তারপর নবী করীম [সা] বললেন, 'তুমি আমাকে তা দান করে দাও। তার চেয়ে উত্তম ফসল তোমাকে দেবো। এবারও তিনি অস্বীকার করলেন। তখন নবী করীম [সা] বললেন, 'তুমি তো ক্ষতিগ্রস্থ হলে।' তারপর তিনি আনসারকে বললেন, 'যাও, তুমি তার খেজুর ছিঁড়ে ফেলে দাও।'

সপ্তম অধ্যায়

কিতাবুল ওয়াসায়া [ওসিয়ত সংক্রান্ত অধ্যায়]

ওসিয়ত ও তার ধরন

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে - জাহেরী হতে তিনি আমর ইবনু সা'দ হতে এবং তিনি সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাস [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন, 'বিদায় হজ্জের সময়ে আমি [অর্থাৎ বর্ণনাকারী] ব্যাথাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে যাই। নবী করীম [সা] আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার (মৃত্যুর) ভয় হচ্ছে। আমিতো ধনী ব্যক্তি। একমাত্র কন্যা ছাড়া আমার আর কোনো ওয়ারিশ নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে যেতে পারবো?' অন্য বর্ণনায় আছে- 'আমি কি ওসিয়ত করে যেতে পারবো?' বুখারী ও মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে- 'আমি কি পুরো সম্পদের ব্যাপারে ওসিয়ত করবো?' রাসূল [সা] বললেন, 'না।' তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, 'অর্ধেক?' তিনি বললেন, 'না।' তারপর আবার প্রশ্ন করলেন, 'এক তৃতীয়াংশ?' উত্তরে নবী করীম [সা] বললেন, 'এক তৃতীয়াংশ, তাইতো বেশী।'

এবার আমরা মুয়াত্তার বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করবো, সেখানে বলা হয়েছে, দু'তৃতীয়াংশের কথা শুনে রাসূল [সা] বললেন, 'না।' জিজ্ঞেস করলাম, 'অর্ধেক?' তিনি উত্তর দিলেন 'না' । অতঃপর বললেন, 'এক তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করতে পারো। আর তাও বেশী। নিঃসন্দেহে তোমার ওয়ারিশদেরকে ভালো অবস্থায় রেখে যাওয়া ঐ অবস্থার চেয়ে উত্তম, তাদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাবে। আর তারা দ্বারে দ্বারে হাত পেতে বেড়াবে। অবশ্য আল্লাহর পথে খরচ করলে তার প্রতিদান পাবে।'

ওয়াক্ফ[১]

ওয়াজিহায় ওয়াকেদী হতে বর্ণিত, তিনি হযরত হুসাইন ইবনু আবদুর রহমান ইবনু সা'দ ইবনু মায়াজ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি এ কথা

১. ওয়াক্ফ (وقف) এর আভিধানিক অর্থ স্থগিত রাখা বা নির্ধারণ করে দেয়া। ইসলামী পরিভাষায় কোনো বস্তু ঠিক রেখে তার উপকারিতা জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া। -অনুবাদক।

সবার কাছে জিজ্ঞেস করে ফিরছিলাম, ইসলামর সর্বপ্রথম ওয়াকফ কোনটি? কেউ বলেছেন, তা ছিলো নবী করীম [সা] এর করা ওয়াক্ফ। এ মত আনসার সাহাবাদের। আর মুহাজির সাহাবাগন বলেছেন, সর্বপ্রথম ওয়াক্ফ হচ্ছে হযরত ওমর ইবনু খাত্তাব [রা] এর। নবী করীম [সা] যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন তখন এক খন্ড পরিত্যক্ত জমি পান। যা আহলে রায়েজ ও হাসকার ছিলো। রাসূল [সা] মদীনায় আসার কিছুদিন আগে তাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কার করা হয়। সে জমি বিরান ছিলো। তার কিছু ছিলো পরিস্কার এবং কিছু ছিলো অপরিস্কার। তা কখনো আবাদ করা হতো না। রাসূল [সা] সেখান থেকে কিছু জমি যা ছামাগ নামে অভিহিত করা হতো, হযরত ওমর [রা] কে দান করেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর [রা] ইহুদীদের থেকে আরো কিছু জমি কিনে আগেরটির সাথে মিলিয়ে নেন। যা পরে খুব আকর্ষণীয় এক টুকরা জমিতে পরিণত হয়। একদিন হযরত ওমর [রা] বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার জমিটি খুব সুন্দর হয়েছে। এবং আমার অত্যন্ত প্রিয়।' রাসূলুল্লাহ্! বললেন, 'ওটাকে এভাবে ওয়াক্ফ করে দাও, যেন তার মালিকানা আবদ্ধ থাকে। [অর্থাৎ হস্তান্তর করা না যায়] উৎপন্ন দ্রব্য খরচ করে দেয়া হয়।' অতঃপর হযরত ওমর [রা] একথার ওপর আমল করলেন।

নাফে' হযরত ইবনু ওমর [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর [রা] 'ছামাগ' নামক যে জমিটি ওয়াক্ফ করেছিলেন সেটিই ইসলামের প্রথম ওয়াক্ফ। ওমর [রা] যেদিন তা ওয়াক্ফ করেছিলেন, সেদিন তিনি নবী করীম [সা] এর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। রাসূল [সা] তাকে বলেছিলেন- 'তুমি মূল জমি ওয়াক্ফ করবে এবং তার থেকে যত ভাবে লাভবান হওয়া যায় তার অনুমতি প্রদান করবে।'

মাসূর ইবনু রিফায়া, মুহাম্মদ ইবনু কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন ইসলামে প্রথম সাদকা হচ্ছে নবী করীম [সা] কর্তৃক প্রদত্ত সাদকা, যা তিনি ওয়াক্ফকৃত সম্পদ থেকে আদায় করেছিলেন। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মানুষতো বলে প্রথম সাদকা ছিলো হযরত ওমর [রা] কর্তৃক প্রদত্ত সাদকা। তিনি উত্তর দিলেন, নবী করীম [সা] এর হিজরতের ২২ মাস পর সংঘটিত ওহুদ যুদ্ধে মাখরিক শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ওসিয়ত করেছিলেন, আমি যদি মারা যাই তবে নবী করীম [সা] আমার সমস্ত মালামালের অধিকারী হবেন। আল্লাহ্ যেভাবে চাবেন তিনি তা সেভাবে ব্যবহার করবেন।

তখন রাসূলুল্লাহ্ [সা] সেই ওয়াক্ফ সম্পদ দান করে দিয়েছিলেন। সেখানে ৭টি বাগান ছিলো। ওপরে হযরত ওমর [রা] এর ওয়াক্ফ করার যে ঘটনা বলা হয়েছে তা সংঘটিত হয়েছিলো খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ৭ম হিজরীতে। আর খায়বার বিজয় হয়েছিলো ৬ষ্ঠ হিজরীতে।

জাহেরী বলেছেলেন, রাসূল [সা] ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মাখরিকের সম্পদ বন্টন করেছিলেন। বনী নাযীর থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সদকা করে দিয়েছিলেন। সেই সম্পদের মধ্যে ৭টি বাগিচা ছিলো। সেগুলোর নাম ১. আ'রাফ ২. সাফিয়া ৩. দালাল ৪. মছবত ৫. বারাকা ৬. হুসনা এবং ৭. মাশরাবাহ্ উম্মে ইব্রাহিম।

সপ্তম বাগানের নাম মাশরাবাহ উম্মে ইব্রাহিম সম্ভবত এজন্য রাখা হয়েছিলো যে, ঐ বাগানে সে বসবাস করতো। এ বাগানগুলোর মালিক ছিলো সালাম ইবনু মাশকুম নাযিরী। ওয়াকেদী বলেছেন, এর মধ্যে কোনো মতভেদ নেই যে বাগানগুলোর নাম এ ছাড়া অন্য কিছু ছিলো।

নাসাঈতে কুতায়বা ইবনু সাঈদ হতে এবং তিনি আবুল আখওয়াস হতে, তিনি আবু ইসহাক হতে এবং তিনি আমার ইবনু হারিস [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম [সা] কোনো দিনার বা দিরহাম, অথবা কোনো গোলাম বাঁদী রেখে ইন্তিকাল করেননি। শুধু একটা ডোরাকাটা খচ্চর ছাড়া, যার ওপর তিনি আরোহণ করতেন এবং কিছু হাতিয়ার যা তিনি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে গিয়েছিলেন।

ওয়াক্ফ সম্পর্কে বলা হয়েছে- ওয়াক্ফকৃত বস্তু বেচাকেনা করা যাবে না, হেবা করা যাবে না, এমন কি তা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করা ও যাবে না। তা হচ্ছে দরিদ্র, নিকটাত্মীয়, ক্রীতদাস মুক্তি, আল্লাহর পথের পথিক ও মুসাফিরের জন্য এবং তার মুতাওয়াল্লীর জন্য। মুতাওয়াল্লীর প্রয়োজন মুতাবিক ব্যয় এবং মেহমানদারীর জন্য ব্যয় করাতে কোনো দোষ নেই। তবে তা যেন মুতাওয়াল্লীর নিজস্ব স্বার্থে মাল বৃদ্ধির উপকরণ না হয়।

সাদকা, হিবা ও তার সওয়াব

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে- আনসারদের এক গোত্র বনু হারিস ইবনু খাযরাজ এর এক ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে কিছু দান করেন। তারপর তারা উভয়ে মৃত্যুবরণ করায় সেই ব্যক্তি তাদের পরিত্যাক্ত সম্পদের ওয়ারিশ হয়। এ ব্যাপারে রাসূল [সা] এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো। [পিতা-মাতাকে দান করা

সম্পদ পুনরায় গ্রহণ করা যাবে কিনা?] তিনি বললেন, 'তুমি তাদেরকে যে দান করেছিলে তার বিনিময় পাবেই। এখন এগুলো তোমার মিরাসের অংশ বানিয়ে নাও।'

মাসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, 'আকদিয়াতুল রাসূল' শীর্ষক শিরোনামে হযরত জাবির [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] এক আনসার মহিলার ব্যাপারে ফায়সালা করেছেন, যাকে তার ছেলে একটি খেজুর বাগান দান করেছিলো। সে মরে যাবার পর তার ছেলে বললো, 'আমি তাকে সারা জীবন ভোগ করার জন্য দিয়েছিলাম।' তার এক ভাই ছিলো। রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, 'সেটা তোমার মা সারা জীবন মালিক ছিলো এবং মৃত্যুর পরও মালিক।' সে বললো ' আমি তো তা তাকে দান করেছিলাম।' তিনি বললেন, 'এটা তোমার (একার) হক নয়।

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিমে আছে- হযরত নু'মান ইবনু বশীর [রা] বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে মহানবী [সা] এর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে আমার একটি গোলাম দান করেছি।' নবী করীম [সা] বললেন, 'তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে একটি করে গোলাম দান করেছো? 'বশীর [রা] উত্তরে দিলেন, 'না।' তিনি বললেন, 'তুমি এ দান ফেরত নাও। আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো।'

নু'মানের মা আমরা বিনতে রাওয়াহা বশীর [রা] কে বলেছিলেন, তুমি তোমার এ দানে রাসূলুল্লাহ্ [সা] কে সাক্ষী রাখো। তিনি সারা বৎসর তাকে পটাচ্ছিলেন। অবশেষে বশীর [রা] রাজী হলেন। তখন তার স্ত্রী বললেন, এ ব্যাপারে রাসূল [সা] কে সাক্ষী বানাতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, 'আমি জুলুমের কাজে সাক্ষী হতে পারি না। এতো ছোট সন্তানের দোহাই দিয়ে পিতার সম্পদ জমা করার ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু যদি তোমার বড়ো কোনো সন্তান অথবা কাউকে হিবা করো অথবা সাদকা দাও বা দান করে দাও, তবে তা তার আয়ত্বে দিয়ে দিতে হবে।'

যখন সূরা তাকাছুর অবতীর্ণ হলো, তখন নবী করীম [সা] বললেন, 'বান্দাহ্ বলে এ আমার সম্পদ, এ আমার সম্পদ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সম্পদে তার মাত্র তিনটি অংশ আছে। যা সে খেয়েছে শেষ হয়ে গেছে। যা সে পরছে তাও লুপ্ত হয়ে গেছে। যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে, শুধুমাত্র সেটুকু-ই আল্লাহর নিকট জমা রয়েছে।'

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে তাউস হতে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি নবী করীম [সা] কে কিছু জিনিস হিবা করে দেয়। তিনি তার বিনিময়ে দাতাকে কিছু দিলেন কিন্তু সে খুশী হলো না, তারপর আরো কিছু দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন- আমার মনে হয় তিনি তিনবার এরূপ করলেন। কিন্তু সে এতে সন্তুষ্ট হলো না। তখন নবী করীম [সা] বললেন, 'আমি আর কারো কাছ থেকে কোনো দান গ্রহণ করবো না।'

দালায়েলে ওসীলীতে আছে- এক ব্যক্তি রাসূল [সা] কে একটি দুধেল উটনী হাদিয়া দিলো। তিনি তার বিনিময়ে ছ'টি জওয়ান উট দিলেন কিন্তু সে রাজী হলো না।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে - যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসেন তখন তারা ছিলেন একেবারে নিঃস্ব। পক্ষান্তরে আনসারগণ অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় ছিলেন এবং তাদের কিছু জমি জমাও ছিলো। আনসারগণ সেই জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক মুহাজিরদের দিতেন।

উম্মে সুলাইম ছিলেন হযরত আনাস ইবনু মালিক [রা] ও আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবু তালহার মা। উম্মে সুলাইম [রা] রাসূলুল্লাহ্ [সা] কে খেজুরসহ একটি গাছ হাদিয়া দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাঁর মুক্ত করা বাঁদী উম্মে আয়মানকে[১] তা দিয়ে দিয়েছিলেন।

ইবনু শিহাব বলেন, আমাকে হযরত আনাস ইবনু মালিক [রা] বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] যখন খায়বার বিজয় করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের দেয়া ফলের অংশ ফেরত দিয়েছিলেন। যা তারা তাদেরকে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ [সা] তার পরিবর্তে তাদেরকে বাগান দান করেছিলেন। হাদীসটি মুসলিম শরীফেও আছে। তবে সেখানে অতিরিক্ত আছে- তা ছিলো ঐ ফলের দশগুণ বা প্রায় দশগুণ।

১.উম্মে আয়মান ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনু আবদুল মুত্তালিবের বাঁদী। তিনি ছিলেন হাবশী। নবী করীম [সা] জন্ম গ্রহণের পর যখন তাঁর আম্মা আমিনা ইন্তিকাল করেন তখন উম্মে আয়মান তাঁকে প্রতিপালন করেন। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ তাঁকে আযাদ করে হযরত যায়িদ ইবনু হারেসা [রা] এর সাথে বিয়ে দেন। সেই ঘরে হযরত ওসামা ইবনু যায়িদ জন্ম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর ইন্তিকালের পাঁচ মাস পর উম্মে আয়মান ইন্তিকাল করেন। ওয়াকেদী বলেছেন, তার প্রকৃত নাম ছিলো 'বারাকাহ্।' -লেখক।

ওমরা [আমৃত্যু মালিকানা]

হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ [রা] থেকে মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে- রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি অথবা তার কোনো সন্তানের জন্য কেউ কিছু তার জীবনকাল পর্যন্ত ভোগ করার জন্য দান করে, তবে আর তা কখনো ঐ ব্যক্তি ফেরত নিতে পারবে না। যাকে দান করা হলো এ বস্তুর মালিক সে এবং তার মৃত্যুর পর তার সন্তানগণ ওয়ারিশ হবে।' মুসলিম শরীফে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে [أَبَدًا] [কখনো] শব্দটি নেই। সহীহ্ সূত্রে লাইস, ইবনু সাহ্ল, আবু সালমা ও জাবির ইবনু আবদুল্লা [রা] পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেছেন। জাবির [রা] বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ [সা] কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি বা তার সন্তানকে আজীবন ব্যবহারের জন্য কিছু দান করলো সে ঐ বস্তুর ওপর থেকে নিজের কর্তৃত্বকে কর্তন করে ফেললো। তা [দানকৃত বস্তু] ঐ ব্যক্তি ও তার সন্তানের জন্য হয়ে গেলো।'

ইমাম আবু হানিফা [রহ], শাফিঈ [রহ], সুফিয়ান সাওরী [রহ] ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল প্রমুখের মতও তাই। তাদের বক্তব্য হচ্ছে ওমরা [জীবন ব্যাপী ভোগের অনুমতি] হিবার মতো। কিন্তু ইমাম মালিক কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তার মতে কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে যদি দান গ্রহণকারী ব্যক্তির বংশধারা শেষ হয়ে যায়, তবে ঐ দানকৃত বস্তু দাতার বংশধরের নিকট ফেরত আসবে।

সন্দিহান এবং সাদৃশ্য অবয়ব সম্পর্কে

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়িশা [রা] থেকে বর্ণিত। উতবা ইবনু আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইবনু আবু ওয়াক্কাসকে ওসিয়ত করেছিলো, জামাআ'র দাসীর পুত্র আমার ঔরশজাত। কাজেই তুমি তাকে এনে তোমার কাছে রাখবে। যখন মক্কা বিজয় হলো' তখন সা'দ তাকে ধরে আনলেন এবং বললেন, 'তুমি আমার ভাতিজা।' এদিকে আবদ ইবনে জামআ' বলতে লাগলেন, 'সে তো আমার ভাই। কেননা সে আমার পিতার দাসীর গর্ভজাত সন্তান।' উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর কাছে মোকদ্দমা দায়ের করলো। রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, 'বিছানা যার সন্তান তার। ব্যভিচারীর জন্য পাথর।' তারপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে জামাআ' কে বলে দিলেন, 'তুমি তার থেকে পর্দা করবে।

কেননা আমি তাকে উতবা ইবনু আবু ওয়াক্কাসের সাথে সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।' এরপর থেকে হযরত সাওদা [রা] আমরন তার সাথে দেখা দেননি।

এ হাদীস থেকে একটি মাসয়ালা জানা যায়, কাফিরদের ওসিয়তের ওপর আমল করা যাবে। কেননা উতবা ওসিয়ত করে কাফির অবস্থায় মারা যায়। আর সে উহুদের যুদ্ধে নবী করীম [সা] এর দান্দান মুবারক শহীদ করে। পরে রাসূল [সা] এর বদ দু'আয় ঐ বৎসরের শেষ দিকেই সে মৃত্যু বরণ করে। দ্বিতীয় আরেকটি মাসায়ালা জানা যায়, ভাই দাবী করায় বিতর্কের অবকাশ আছে কিন্তু সন্তান দাবী করায় বিতর্কের অবকাশ নেই।

কিতঈ যারায়ি'

নবী করীম [সা] হযরত সাওদা [রা] কে যে নিষেধ করেছিলেন তা ছিলো 'কিতঈ যারায়ি।' কিতঈ যারাঈ' বলা হয় কোনো মুবাহ কাজ বা বস্তু থেকে নিজেকে হিফাজত করা। অথবা কোনো মুবাহ জিনিস থেকে বিরত থাকার নির্দেশ। যেমন, আল কুরআনে মহিলাদেরকে নরমভাবে চলাচলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার راعنا [আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন] না বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শুধু সন্দেহের কারণে নবী করীম [সা] সাওদা [রা] কে ইবনু জামআ' এর সাথে দেখা না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এ নির্দেশ ছিলো মূলত, দুটো পর্যায়ের একটি জাহেরী [প্রকাশ্য] অন্যটি বাতেনী [অপ্রকাশ্য]।

ইমাম শাফিঈ [রহ] এ ঘটনা থেকে একটি মাসয়ালা বের করেছেন। মাসয়ালাটি হচ্ছে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে তার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে নিষেধ করতে পারেন।

নবী করীম [সা] সাওদা [রা] কে তার বৈমাত্রেয় ভাইদের সাথে দেখা দিতে নিষেধ করেছিলেন। আবার তিনি ইবনুল মুকাইয়িস এর ভাই আফলাহ্ এর ব্যাপারে আয়িশা [রা] কে বলেছিলেন- 'সে তোমার চাচা, তোমার সাথে দেখা করতে পারে।'

বুখারী শরীফে আছে- রাসূল [সা] বলেছেন, 'যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে তা পরিহার করো এবং যা সন্দেহে ফেলে না তা করো।'

রাসূলের বাণী- 'ব্যভিচারীর জন্য পাথর' এর তাৎপর্য হচ্ছে- ব্যভিচারীর সাথে সন্তানকে সম্পর্কচ্ছেদ করা। সন্তানের ওপর তার কোনো অধিকার নেই।

এমনকি তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে সন্তানকে ডাকা ও যাবে না। যেমন আরবরা বলে থাকে- 'তোমার মুখে পাথর।' অর্থাৎ তোমার জন্য কিছুই নেই। বর্ণনাকারী বলেন- ব্যভিচারীর জন্য পাথর বলতে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার কথা বলা হয়েছে।

ক্রীতদাস মুক্তি

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে হযরত আলী ইবনু আবী তালিব [রা] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম [সা] কে ওসিয়ত বাস্তবায়নের আগে ঋণ আদায় করতে দেখেছি। মুয়াত্তা ও অন্যান্য গ্রন্থে হাসান ও মুহাম্মদ ইবনু সিরীন [রহ] হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ [সা] লটারী করে দু'জন ক্রীতদাস [অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ] মুক্ত করে দেন। ইমাম মালিক [রহ] বলেছেন, আমার মনে হয় তার নিকট ছয়জন ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছু ছিলো না। মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে আছে- রাসূলূল্লাহ্ [সা] তার ওপর নারাজ ছিলেন। তাই তিনি মন্তব্য করেছিলেন, যদি সম্ভব হতো তবে আমি তাকে মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করতাম না।

অতঃপর তিনি লটারী করে দু'জন ক্রীতদাস মুক্ত করে দিলেন। অন্য হাদীসে আছে- এক আনসার মহিলা ছ'জন ক্রীতদাস মুক্ত করে গিয়েছিলো। রাসূল [সা] ছ'টি তীর চাইলেন এবং তা দিয়ে লটারীর মাধ্যমে দু'জনকে মুক্ত করে দিলেন। অন্য গ্রন্থে আছে, রাসূলুল্লাহ্ তা তিন ভাগ করে দু'জনকে মুক্ত করলেন এবং অবশিষ্ট চারজনকে দাস হিসেবে রেখে দিলেন। ইসমাঈল [রহ] বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ তাদের মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন। সুলাইমান ইবনু মূসা [রহ] বলেছেন, এ ধরনের কোনো কথা আমার পৌঁছেনি যে, তিনি তাঁদের মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন। এখন সুলাইমানের কথা যদি ঠিক মনে করা হয়, তবে বুঝা যাবে ঐ ক্রীতদাসদের মূল্য সমান ছিলো। নইলে মূল্য নির্ধারণ করা অপরিহার্য ছিলো।

ওপরের আলোচনা হতে নিম্নোক্ত মাসয়ালাগুলো জানা যায়–

- ওসিয়ত সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশের করা যাবে।
- এক তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়ত করলে, অতিরিক্ত অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঋণের ব্যাপারে যদি কেউ ক্রীতদাস মুক্তির সিদ্ধান্ত দেয় তবে তা ওসিয়তের মতোই কার্যকরী হবে।

মুসন্নাফ আবদুর রাজ্জাকে ইকরামা থেকে বর্ণিত হয়েছে- রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন, 'ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়ত করা যাবে না। আর স্ত্রীলোকদের জন্যও তাদের স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ নয়।' অন্য হাদীসে আছে, নবী করীম [সা] এক ব্যক্তির মুদাব্বার[২] ক্রীতদাস বিক্রি করে দিয়েছিলেন। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, ঐ ক্রীতদাসকে মুদাব্বার বানিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রীতদাসটিকে ৮০০শ' দিরহামে বিক্রি করে তার মূল্য তাকে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ' এটা দিয়ে তুমি ঋণ আদায় করবে এবং পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় করবে।'

ইমাম মালিক [রহ] বলেছেন, পূর্বের হাদীসটি অধিকতর সহীহ। যে হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম [সা] ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর মুদাব্বির গোলাম বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

ইবনু আবী যায়িদ বলেছেন, জাবির [রা] কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা যায়, নবী করীম [সা] ঋণ পরিশোধের জন্য গোলাম বিক্রি করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয়, নবী করীম [সা] ক্রীতদাসকে অনর্থক বিক্রি করেননি। এঘটনা থেকে একটি জরুরী নির্দেশ জানা গেল। জাবির বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- গোলাম ছাড়া আর কোন সম্পদ সে রেখে মারা যায়নি। তাই নবী করীম [সা] বললেন- 'একে কে কিনে নেবে?' জাবির [রা] কর্তৃক বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোথাও বলা হয়েছে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিলো আবার কোথাও বলা হয়েছে তাকে 'মুদাব্বার' ঘোষণা করা হয়েছিলো।

ইবনু আবী যায়িদ এর মুখতাসারে আবু সাঈদ খুদরী [রা] থেকে বর্ণনা করা হয়েছে- যখন আওতাসের যুদ্ধে বাঁদী হস্তগত হলো তখন লোকজন বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আযল সম্পর্কে কি বলেন? আমরাতো তাদের মূল্যকে পছন্দ করি। তখন নবী করীম [সা] তা করা হারাম ঘোষণা করলেন না। 'আমরা তাদের মূল্যকে পছন্দ করি' বাক্য দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন- দাসীর গর্ভে সন্তান হলে তাকে আর বিক্রি করা যায় না, তাই তারা সন্তান যাতে না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন।

---

২. যে ক্রীতদাসকে তার মনিব বলে আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। ঐ ক্রীতদাসকে 'মুদাব্বার' বলা হয়। এ ধরনের ক্রীতদাসীকে বলা হয় 'মুদাব্বারা' আর মনিবকে বলা হয় মুদাব্বির।-অনুবাদক।

নবী করীম [সা] উম্মে ইব্রাহীম সম্পর্কে বলেছেন, 'ইব্রাহীম জন্ম গ্রহণ করে তার মাকে মুক্ত করে দিয়েছে।' সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব [রা] থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে দাসীর গর্ভে তার মনিবের সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে তাকে [অর্থাৎ ঐ দাসীকে] মুক্ত করে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ [সা] নির্দেশ দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেছেন, 'তাকে ওসিয়তের মধ্যে শামিল করা যাবে না এবং ঋণ আদায়ের মাধ্যমও বানানো যাবে না।'

ইমাম মুসলিম বলেন, আমি সাঈদ ইবনু মুসাইয়্যিবকে জিজ্ঞেস করেছি, মনিবের সন্তান প্রসবকারী সম্পর্কে হযরত ওমর [রা] এর অভিমত কী? তিনি জবাবে বললেন- হযরত ওমর [রা] তাকে মুক্ত করে দেবার বিধান দেননি, মুক্ত করে দেবার বিধানতো স্বয়ং নবী করীম [সা] দিয়েছেন। না তার এক তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করা যাবে আর না তাকে ঋণের দায়ে বিক্রি করা যাবে। কিতাবুর রিজালে সাঈদ ইবনু আবদুল আজীজ থেকে বর্ণিত আছে- মারিয়া [উম্মে ইব্রাহিম] মুক্ত হওয়ার পর তিন মাস ইদ্দত পালন করেন এবং হিজরী ১৬ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, বারীরাহ্ [নাম্মী এক দাসী] হযরত আয়িশা [রা] এর কাছে এসে সাহায্য চায়। বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে- সাহায্য চাইতে আসে, তার জিম্মায় পাঁচ আউকিয়া ছিলো এবং তা পরিশোধের মেয়াদ ছিলো পাঁচ বৎসর। এরপর হাদীসের বাকী অংশ। এটি আয়িশা [রা] থেকে উরওয়া বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আয়িশা [রা] থেকে হযরত ওমর [রা] কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বুখারী ও মুয়াত্তায় আছে। সেখানে বলা হয়েছে, হযরত আয়িশা [রা] বললেন, আমি যদি তোমাকে মুক্ত করে দেই তবে তোমার অভিভাবকত্ব [ولاء] আমার হবে। একথা কি তোমার মনিব মেনে নেবে?

বারীরাহ্ তার মনিবের কাছে গিয়ে একথা বললো, মনিব মেনে নিতে অস্বীকার করে। রাসূল [সা] শুনে হযরত আয়িশা [রা] কে বললেন- 'তুমি কেন শর্ত করতে যাও? যে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেবে সেই তার অভিভাবকত্ব [ولاء] লাভ করবে।' আয়িশা [রা] নবী করীম [সা] এর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ [সা] মিম্বরে দাঁড়িয়ে হামদ ও সানা পড়ার পর বললেন, ' লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এরূপ শর্তারোপ করে যা কুরআন নেই। যা কুরআনে নেই তা বাতিল। যদি একশ'টি শর্তও দেয়া হয় তবু আল্লাহর কালাম তার চেয়ে সত্য ও উত্তম। আল্লাহর শর্ত হচ্ছে স্পষ্ট সার্বজনীন। কাজেই ওয়ারিশ হবে সে, যে ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দেবে।'

কিতাবে ইবনু শো'বানে বর্ণিত আছে, ইসলামের প্রথম মুকাতাব[৩] গোলাম হচ্ছে হযরত সালমান আল ফারেসী [রা]। তাঁর মনিব তাঁকে একশ'টি খেজুর গাছের চারা লাগানোকে মুক্তির শর্ত নির্ধারণ করেছিলো। যা তিনি এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লাগিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ [সা] তাঁকে বলেছিলেন- 'যখন তুমি খেজুর গাছের চারা লাগাবে তখন আমাকে খবর দেবে।' তিনি তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন ফলে একটি চারাও শুকিয়ে যায়নি অথবা মরে যায়নি।

অবশ্য এ ব্যাপারে আরো একটি কথা আছে, ইসলামের প্রথম মুকাতাব হচ্ছে 'আবু মুয়েল' নামক এক ব্যক্তি। আল্লাহর রাসূল [সা] তার ব্যাপারে সকলকে বললেন- 'তাকে মুক্তির জন্য সাহায্য করো।' তখন উপস্থিত সবাই তাকে সাহায্য করলো। সে তা দিয়ে মুক্তিপণ আদায় করলো। তারপর কিছু অর্থ বেঁচে গেলো। তখন নবী করীম [সা] বললেন- 'সে গুলো আল্লাহর পথে খরচ করে দাও।'

ক্রীতদাসের চেহারা বিকৃতি ও মারধর করার কাফ্ফারা

মদুওনায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল আস [রা] থেকে বর্ণিত। জুনবাগ নামক এক ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস ছিলো। নাম সান্দ্রা অথবা ইবনু সান্দ্রা। একদিন সে দেখতে পেলো ঐ ক্রীতদাসটি তার এক দাসীকে ঝাপটে ধরে চুমা দিচ্ছে। তখন সে তাকে ধরে নিয়ে তার নাক ও কান কেটে দিলো। ক্রীতদাসটি রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর দরবারে এসে নালিশ করলো। তখন তিনি জুনবাগকে ডেকে এনে বললেন- 'তার ওপর এমন কোনো বোঝা চাপানো যা সে বহন করতে অক্ষম। আর তুমি যা খাবে তাকে তাই খেতে দেবে। তুমি যা পরবে তাকেও তাই পরাবে। আর যদি তুমি তাকে অপছন্দ করো তবে বিক্রি করে দাও। যাকে পছন্দ হয় রাখো। তবু আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে কষ্ট দিয়ো না।' তারপর বললেন, 'যার চেহারা বিকৃত করা হবে অথবা আগুনে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভস্ম করা হবে সে মুক্ত। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক মুক্ত।' অতঃপর তিনি তাকে মুক্ত ঘোষণা করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর [রা] থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কোনো ক্রীতদাসকে অন্যায়ভাবে মারধোর করবে, তার কাফ্ফারা হচ্ছে তাকে মুক্ত করে দেয়া।'

৩. মুকাতাব গোলাম বলা হয় -যার মনিব গোলামকে তার মুক্তিপণ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং বলে এতোদিনের মধ্যে এই পরিমাণ পণ পরিশোধ করতে পারলে তুমি মুক্ত।-অনুবাদক

পড়ে থাকা বস্তু প্রাপ্তির হুকুম

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে-এক ব্যক্তি নবী করীম [সা] এর কাছে এসে রাস্তায় পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, 'থলের মুখ ভাল ভাবে বেঁধে রেখে এক বৎসর পর্যন্ত ঘোষণা করতে হবে। যদি মালিক এসে পোঁছে তাহলে তো তুমি তার হাতেই পৌঁছে দেবে। অন্যথায় তা তুমি নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করো।' অতঃপর সে হারিয়ে যাওয়া ছাগল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি উত্তর দিলেন, 'ওটা তোমার অথবা তোমার কোনো ভাইয়ের জন্য আর না হয় বাঘের জন্য।' অন্য হাদীসে আছে- 'তোমার ভাইয়ের হারিয়ে যাওয়া বস্তু তোমার ভাইকে ফেরত দিয়ে দেবে।' সে বললো, 'যদি উট হয়?' বুখারী ও মুসলিমে আছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ [সা] রেগে গেলেন এবং বললেন, 'সে ব্যাপারে তোমার কি প্রয়োজন? সে হাটতে হাটতে পানির নিকট চলে যাবে এবং পানি ও লতা পাতা খেয়ে ঘুরে বেড়াবে, একবার না একবার তার মালিক তাকে পেয়েই যাবে।'

বুখারী ও মুসলিমে আরো আছে, হযরত উবাই ইবনু কা'ব [রা] একবার একটি থলে পান। তার মধ্যে ১০০টি দিনার ছিলো। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর কাছে গেলেন এবং ঘটনা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, 'তুমি এক বৎসর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে থাকো। যদি এর মধ্যে মালিক এসে যায়, তবে তুমি তাকে দিয়ে দেবে।' বর্ণনাকারী বলেছেন, 'আমি এক বৎসর পর্যন্ত ঘোষণা দিয়েও কোনো মালিকের সন্ধান পেলাম না। তখন আবার রাসূল [সা] এর নিকট গেলাম।' এবার তিনি বললেন, 'তুমি থলেটি এবং তার ফিতাটি ভালো করে সংরক্ষণ করবে, আর ভিতরের বস্তু ভালোভাবে হিসেব করে লিখে রাখবে। যদি কোনোদিন মালিক আসে তবে দিয়ে দেবে না হয় তুমি তা তোমার নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করবে।' অতঃপর আমি তা খরচ করে ফেললাম। অনেকদিন পর আমি মক্কায় তার সাক্ষাৎ পেলাম। আমার স্মরণ নেই তা কতদিন পর ঘটেছিলো, দু'বছর না তিন বছর।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত হয়েছে- যখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে দিয়ে মক্কা বিজয় করালেন, তখন তিনি মানুষের সামনে ভাষণ [খুতবা] দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা পাঠ করলেন। তারপর বললেন, 'আল্লাহ্ তা'য়ালা মক্কায় হত্যাযজ্ঞ চালানো হারাম করে দিয়েছেন। তাঁর রাসূল [সা] ও মুমিনদের বিজয় দিয়েছেন। আমার আগে করোর

জন্য [এখানে মৃত্যুদন্ড] বৈধ ছিলো না এবং আমার পরেও কারো জন্য বৈধ হবে না। শুধু আমার জন্য তা বৈধ করা হয়েছে। কোনো শিকারকে তাড়া করা যাবে না, কোনো গাছপালা কাটা যাবে না, অন্য বর্ণনায় আছে- কোনো ঝোপঝাড়ও কাটা যাবে না, অন্য বর্ণনায় আছে- কাঁটা যুক্ত লতাগুল্মও কাটা যাবে না। এখানে পড়ে থাকা বস্তুও উঠানো যাবে না। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে- পড়ে থাকা কোনো বস্তু পেলে তা প্রাপকের জন্য হালাল হবে না।

আবু শাহ্ নামক ইয়েমেনের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ভাষণটি আমাকে লিখে দিন । অতঃপর তাকে সে ভাষণ লিখে দেয়া হলো।

যে বলে আমার বাগান আল্লাহকে দান করলাম

মুয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস [রা] থেকে বর্ণিত - আবু তালহা মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। তার মধ্যে 'বীরহা' নামক বাগানটি ছিলো সর্বোত্তম। এটি ছিলো মসজিদের সামনে। আবু তালহার কাছে এ বাগানটি ছিলো অত্যন্ত প্রিয়। রাসূল [সা] মাঝে মাঝে সেই বাগানে প্রবেশ করে তার সুস্বাদু পানি পান করতেন। যখন নিচের আয়াতটি অবতীর্ণ হলো-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ(০)

তোমরা ততোক্ষণ পূণ্য লাভ করতে পারবে না যতোক্ষণ তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহত্ম পথে দান না করবে। [সূরা আল-ইমরান]

তখন আবু তালহা [রা] রাসূল [সা] এর নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ প্রিয় বস্তু দান করার কথা বলেছেন। আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে 'বিরহা'! আপনি যে ভাবে চান তা ব্যবহার করবেন।' রাসূল [সা] বললেন, 'বাহ্! বাহ্! তুমিতো অত্যন্ত লাভবান এক কাজ করলে। তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে,.এ বাগানটি তোমার নিকটাত্মীয় বিশেষ করে তোমার চাচাতো ভাইদের মাঝে বন্টন করে দাও।' বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, 'তা তোমার দরিদ্র আত্মীয়দের দান করে দাও।' আনাস [রা] বলেন, 'এরপর তিনি হাসান ইবনু সাবিত ও উবাই ইবনু কা'ব কে তা দান করে দিলেন। তারা দু'জন আমার চেয়ে তাঁর বেশী নিকটতর ছিলো।'

এ আলোচনা থেকে নিচের মাসয়ালাগুলো পাওয়া যায়-

১. যে ব্যক্তি বলে আমার বাড়ী দান করে দিলাম, যদি নির্দিষ্ট কারো নাম উল্লেখ না করে, তবে সে তা তার নিকটাত্মীয়দের মাঝে বন্টন করে দিতে পারে। অবশ্য কিছু সংখ্যক উলামা বলেছেন তা বৈধ নয়।

[লেখক বলেন] যদি সে নির্দিষ্ট কারো নাম না বলে তবে প্রথম কথাই ঠিক।

২. যদি কেউ, জমি দান করতে চায়, আর যদি কারো নাম সে উচ্চারণ না করে তাহলে পরবর্তীতে আলাপ আলোচনা করে সে দানের পাত্র ঠিক করতে পারে।

আমানতদারী

আহকাম ইবনু যিয়াদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন, 'আমানতদারের ওপর কোনো জরিমানা নেই। আহলে ইলমগণ বলেন, এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেসাবাদ করতে হবে। আহকাম ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে. রাসূল [সা] বলেছেন, 'প্রত্যেক হাতের কর্তব্য ঐ বস্তু ফেরত দেয়া যা তার আয়ত্বে আছে।' কতিপয় উলামা এ কথার নিম্মোক্ত ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের দলিল হচ্ছে- আল্লাহর এ বাণী, 'তোমরা তোমাদের আমানত তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দাঁও।' ইবনু সালাম বলেন, এ আয়াত কা'বার মুতাওয়াল্লী প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যখন হযরত আব্বাস [রা] নবী করীম [সা] এর নিকট কা'বা ঘরের চাবি চেয়েছিলেন তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন তিনি কা'বা ঘরের চাবি ওসমান ইবনু তালহাকে দিয়ে দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল [রা] বললেন, ওসমান কোথায়?' হযরত ওসমান ইবনু আফফান [রা] মাথা উঠিয়ে উপস্থিতি প্রমাণ করলেন। তারপর তিনি আবার বললেন, 'ওসমান ইবনু তালহা কোথায়?' বনী হাজরানীর এক ব্যক্তি তাকে দাঁড় করিয়ে দিলো। অতঃপর নবী করীম [সা] তাকে চাবিগুচ্ছ দিয়ে দিলেন। তিনি মুখ ঢেকে বসেছিলেন। নবী করীম [সা] তাকে চাবি দিয়ে বললেন- ' হে আবু তালহার বেটা! এটিকে সংরক্ষণ করো সব সময়ের জন্য। এজন্য তোমার সাথে জুলুম করা হবে না। তবে জালিম বা কাফিররা এরূপ করলে ভিন্ন কথা।' এ ঘটনা বিদায় হজ্জের সময়ের। ওসমান এর পিতা তালহা উহুদ যুদ্ধের সময় হযরত আলী [রা] এর বিপক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়। পরে চাবি তালহার উম্মে ওয়ালাদ (দাসী) সালাফা [অর্থাৎ ওসমানের মা] এর নিকট গচ্ছিত থাকে।

আমানতদারকে শপথ করানো

যদি আমানতদারের কাছে গচ্ছিত মাল নষ্ট হয়ে যায়, তবে তাকে এ ব্যাপারে শপথ করানো যাবে কিনা, তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফিয়ী [রহ] বলেন, আমানতদারের কাছ থেকে শপথ নিতে হবে। ইমাম মালিক [রহ] বলেন, তার থেকে শপথ নেয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা এমনিইতো তার দুর্নাম হয়ে যায়। ইবনু মানযার 'আশরাফ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, শপথ গ্রহণের কথাটিই সঠিক ও উত্তম।

ইবনু নাফি' ইমাম মালিক থেকে আল মাবসুতে বর্ণনা করেছেন, যদি ঋণগ্রস্থ দাবী করে, সম্পূর্ণ মাল কিংবা আংশিক বিনষ্ট হয়ে গেছে তবে তার থেকে শপথ নিতে হবে। এতে দুর্নাম হোক বা না হোক। ইবনু মুযাযের মতও তাই। ওয়াজিহায় বর্ণিত হয়েছে- তার থেকে শপথ নেয়া যাবে না। মদুওনায় ইমাম মালিক থেকে ইবনু কাশেম বর্ণনা করেছেন- এমতাবস্থায় তার থেকে শপথ নিতে হবে।

দাবীকৃত আমানতের বস্তু যা হস্তচ্যুত হয়ে গেছে

মুয়াত্তা ইমাম মালিক [রহ] ইবনু শিহাব [রহ] হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর জমানায় কতিপয় মহিলা তাদের জনপদে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু তাদের স্বামীরা কাফির থাকার কারণে তারা হিজরত করতে পারেনি। ঐ মহিলাদের মধ্যে ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার কন্যাও ছিলো। তখন সে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার স্ত্রী। মক্কা বিজয়ের দিন তার স্বামী সাফওয়ান পালিয়ে গিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ্ [সা] তাকে ধরার জন্য তার চাচাতো ভাই ওয়াহাব ইবনু উমাইরকে পাঠান। সাথে নিরাপত্তার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর চাদর দিয়ে দেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত পাঠান। আর এ শর্ত দিয়ে দেন যে, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে নিরাপদ, নইলে তাকে দু'মাসের অবকাশ দেয়া হবে। সাফওয়ান রাসূলুল্লাহ্ [সা] প্রদত্ত চাদর সহ তাঁর নিকট উপস্থিত হয় এবং সবার সামনে বলতে থাকে, 'হে মুহাম্মদ [সা] ! ওয়াহাব ইবনু উমাইর আমার নিকট আপনার চাদর নিয়ে হাজির হয়ে বলছে, আমাকে আপনার নিকট উপস্থিত হতে।' রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, ' হে আবু ওয়াহাব! ওকে এদিকে নিয়ে এসো।' সে বললো, 'আমাকে সুস্পষ্ট করে না বলা পর্যন্ত আমি এখান থেকে এক কদমও অগ্রসর হবো না।' তখন রাসূল [সা] তাকে বললেন, 'তোমাকে চার মাস অবকাশ দেয়া হলো।' অতঃপর তিনি হুনাইনে হাওয়াজিন গোত্রের মুকাবেলার জন্য রওয়ানা দেন। যাত্রাকালে তার কাছে রক্ষিত যুদ্ধ সরঞ্জাম ধার চেয়ে পাঠান। সে জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কি স্বেচ্ছায় দেবো না জোর করে নেয়া হবে?' বলা হলো- 'এটা তোমার খুশী, ইচ্ছে হয় দিতে পারো আবার নাও দিতে পারো।' তখন সে ধার স্বরূপ তা দিয়ে দিলো।

অন্য বর্ণনায় আছে, সে কাফির অবস্থায়ই রাসূল [সা] এর সাথে তায়েফ ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। তখন সে ছিলো কাফির এবং তার স্ত্রী ছিলো মুসলমান। তবু তাকে স্ত্রী থেকে পৃথক করে দেয়া হয়নি। অবশ্য পরে ইসলাম গ্রহণ করে। স্ত্রী ও তার ইসলাম গ্রহণের সময়ের ব্যবধান ছিলো এক মাস।

মুয়াত্তা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে আছে, সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া নবী করীম [সা] কে বললেন, 'হে মুহাম্মদ [সা]! আমার অস্ত্র কি আপনি জোর করে নেবেন?' রাসূল [সা] বলেন, 'না, ধার হিসাবেনেবো।' আবু দাউদে আছে- রাসূলুল্লাহ্ [সা] জিজ্ঞেস করলেন, সাফওয়ান! তোমার কাছে কি কোন অস্ত্র আছে?' সে বললো, ' তা কি জোর করে নেবেন, না ধার হিসেবে?' তিনি বললেন, 'ধার হিসেবে।' যখন হুনাইন যুদ্ধে কাফিররা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলো, তখন তিনি সাফওয়ানের অস্ত্রশস্ত্র তাকে ফেরত দিলেন। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক হারিয়ে গিয়েছিলো। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এর ক্ষতিপূরণ নেবে?' সে উত্তর দিলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ [সা] ! না, আমি কোনো ক্ষতিপূরণ চাইনা। কেননা আজ আমার যে দিল আছে, সেদিন সে দিল ছিলো না।' ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, এটা ছিলো ইসলামে প্রথম ধার দেয়া বস্তু।

ওয়ারিশদের সম্পদ

মায়ানিল কুরআনে হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ [রা] থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- সা'দ ইবনু রবীর স্ত্রী নবী করীম [সা] এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্বামী আপনার অন্যান্য সাথীদের মতো শহীদ হয়ে গেছে। সে কয়েকটি মেয়ে এবং পিতা রেখে গেছে, কিন্তু তার পিতা সমস্ত সম্পদ ভোগ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ [সা] তাকে ডেকে এনে বললেন, 'সা'দের স্ত্রীকে [৮-এর ১ অংশ] এবং তার মেয়েদেরকে [৩-এর ১ অংশ] দিয়ে দাও এবং অবশিষ্ট সম্পদ তামার।

মুহাম্মদ ইবনু সাহনুন তাঁর কিতাবুল ফারায়েযে বর্ণনা করেছেন, একবার সে [হযরত সা'দ [রা] এর স্ত্রী] নবী করীম [সা] এর খেদমতে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিতো জানেন সম্পদের জন্য মহিলাদের বিবাহ করা হয়।' রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন, 'দেখা যাক এ অবস্থায় আল্লাহ্ কি সিদ্ধান্ত অবতীর্ণ করেন।' এরপর তিনি কদিন অপেক্ষা করলেন। অতঃপর সা'দ এর স্ত্রীকে খবর পাঠালেন, আল্লাহ্ তোমার এবং তোমার মেয়েদের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন। তখন তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ (ق) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ(ج) فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ(ج) وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (ط) وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ(ج) فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ
اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ (ج) فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ
بِهَآ اَوْدَيْنٍ (ط) اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ لَاتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا(ط) فَرِيْضَةً مِّنَ
اللّٰهِ(ط) اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا(١٠)

"তোমাদের সন্তান সম্পর্কে আল্লাহর বিধান হচ্ছে- একজন পুরুষ দু'জন মহিলার সমান। যদি [মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী] দু'জনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে পরিত্যক্ত সম্পদের [৩-এর ২ অংশ] দেয়া হবে। আর যদি কন্যা একজন হয়, তবে সে সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক [২-এর ১ অংশ] পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকেই [৬-এর ১ অংশ] পাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হয় এবং পিতামাতাই একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়, তবে মাকে দেয়া হবে [৩-এর১ অংশ]। মৃত ব্যক্তির যদি ভাইবোন থাকে তবে মা পাবে [৬-এর ১ অংশ]। এসব বন্টন করে দিতে হবে তখন, যখন মৃতের ওসিয়ত [যা সে মরার পূর্বে করেছে] পূর্ণ করা হবে এবং তার যে সমস্ত ঋণ আছে, তা আদায় করা হবে। তোমরা জানো না তোমাদের পিতা মাতা ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে অধিক নিকটবর্তী। এসব আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ নিশ্চিত রূপেই সমস্ত তত্ত ও নিগূঢ় সত্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত মহাবিজ্ঞ।" [সূরা আন নিসা-১১]

উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণের পর নবী করীম [সা] মহিলাকে [৮-এর ১ অংশ] এবং দু'মেয়েকে [৩-এর ২ অংশ] এবং বাকী সম্পদ তার পিতাকে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এটাই ইসলামে প্রথম ওয়ারিশী সম্পদ বন্টনের ঘটনা। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্ [রা] থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, সা'দ [রা] এর স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর বুখারীতে বলা হয়েছে- হুজাইল ইবনু সুরাহবিল হযরত আবু মূসা [রা] কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে মারা গেছে, এক কন্যা এক নাতনী এবং এক বোন রেখে। তখন তিনি বললেন, 'কন্যা পাবে অর্ধেক, বোন পাবে অর্ধেক। আর তুমি ইবনু মাসউদের কাছে যাও। আমার মনে হয় তিনিও আমার এ বক্তব্যের সাথে একমত হবেন। তখন ইবনু মাসউদ [রা] এর কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলা হলো এবং আবু মূসা আশয়ারী [রা] এর রায় প্রসঙ্গেও বলা হলো। তখন তিনি বললেন, 'আমি যদি তার মতো ফায়সালা করে দেই, তবে আমার ভয় হয়, আমি গুমরাহ হয়ে যাবো এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো। আমি বরং সে ফায়সালাই করে দেবো যা নবী করীম [সা] বলেছেন।' তিনি বলেছেন, 'কন্যার জন্য অর্ধেক সম্পদ এবং নাতনীর জন্য [৬-এর ১ অংশ]। যাতে উভয়ে মোট [৩-এর ২ অংশ] পায়। অবশিষ্টাংশ বোন পাবে। তখন ঐ ব্যক্তি পুনারায় আবু মূসা [রা] এর কাছে এসে সব ঘটনা জানালো। তখন তিনি বললেন, যতোদিন পর্যন্ত এ মহাবিজ্ঞ লোকটি তোমাদের মাঝে থাকবে, ততোদিন তোমরা আমার কাছে কোনো মাসয়ালা জানতে এসো না।

আসাবা

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনু আব্বাস [রা] হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন, নির্দিষ্ট অংশ তার হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা অধিকতর নিকটাত্মীয়ের জন্য, যে পুরুষ হবে। অধিকাংশ উলামার দৃষ্টিতে এ ইঙ্গিতের তাৎপর্য হচ্ছে- আসাবা। আসাবা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি তার পিতার কারণে আত্মীয় হওয়া। যেমন, ফুফা, চাচাতো ভাই, চাচাতো ভাইয়ের ছেলে, নাতি ইত্যাদি।

বোনের অংশ

বুখারী ও মুসলিম ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে হযরত ইবনু আব্বাস [রা] ও ইবনু যুবাইর [রা] কন্যা ও বোন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, 'মেয়ের জন্য অর্ধেক। অবশিষ্ট অর্ধেক আসাবার। বোনের জন্য কোনো অংশ নেই। ইবনু আব্বাস [রা] কে বলা হলো, ইবনু ওমর [রা] কন্যার জন্য অর্ধেক এবং বোনের জন্য অর্ধেকের বিধান দিয়েছেন। ইবনু আব্বাস [রা] বললেন, হে আল্লাহ্ তুমিই ভালো জানো।

দাদী এবং নানীর অংশ

মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে- এক দাদী হযরত আবু বকর [রা] এর কাছে এসে তাকে ওয়ারিশ প্রদানের জন্য আবেদন করলো। আবু বকর [রা] বললেন, 'আল্লাহর কালামে তোমার জন্য নির্ধারিত কোনো অংশ নেই। আর সুন্নাতে রাসূলেও এ সম্পর্কে আমি কিছু পাইনি। এখন যাও, এ ব্যাপারে পরামর্শ করে দেখি।' তিনি সাহাবাদের কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন হযরত মুগীরা ইবনু শোবা [রা] বললেন, 'একবার এক বৃদ্ধা নবী করীম [সা] এর নিকট এ ব্যাপারে এসেছিলেন, তিনি তাকে [৬-এর ১ অংশ] দেবার হুকুম দিয়েছিলেন।' আবু বকর [রা] তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তখন তোমার সাথে [এ ঘটনার সাক্ষী স্বরূপ] আরো কেউ ছিলো কি?' এ কথা শুনে মুহাম্মদ ইবনু মুসলিমা আনসারী দাঁড়িয়ে হযরত মুগীরার অনুরূপ সাক্ষ্য দিলেন। তখন হযরত আবু বকর [রা] ঐ দাদীর জন্য [৬-এর ১ অংশ] নির্ধারণ করে দিলেন।

হযরত ওমর [রা] এর শাসনামলে এক দাদী এসে মিরাসের আবেদন জানালেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কিতাবে এবং রাসূলের সুন্নাতে তোমার জন্য কোনো অংশ নির্ধারিত নেই। তবে ফারায়েজে তোমার জন্য এক ষষ্টাংশ [৬-এর ১] নির্ধারণ করা হয়েছে। আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে বলেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ [সা] তিন দাদীকে একত্রে [৬-এর ১ অংশ] দিয়েছেন। আমি ইব্রাহীম কে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কে কে ছিলো? বলা হলো- একজন তার পিতার নানী, একজন তার পিতার দাদী এবং অপর দু'জন স্বয়ং তার নানী।

আপন ও সৎভাই বোন

মুহাম্মদ ইবনু সাহনুনের কিতাবুল ফারায়েযে হযরত আমর ইবনু শুয়াইব [রা] থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নবী করীম [সা] বলেছেন, ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে আপন ভাই সৎ ভাইয়ের চেয়ে অগ্রগণ্য। আবার সৎ ভাই আপন ভাইয়ের ছেলের চেয়ে নিকটতর। একই পিতামাতার ঔরসজাত সন্তান শুধু পিতার ঔরশজাত সন্তানের চেয়ে নিকটতর। আবার বৈপিত্রেয় ভাইয়ের চেয়ে বৈমাত্রেয় ভাই নিকটতর। আপন চাচা সৎ চাচার চেয়েও নিকটতর। আবার সৎ চাচা আপন চাচার সন্তানের চেয়ে নিকটতর। আর ভাই এবং ভাইয়ের সন্তানের সাথে চাচা অথবা চাচাতো ভাই ওয়ারিশ হয় না।

মামার অংশ

হাম্মাদ ইবনু সালমা [রা] বর্ণনা করেছেন, সাবিত ইবনু ওয়াদাহ মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ্ [সা] আসেম ইবনু আদীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি আরবে এর বংশ সম্পর্কে কিছু জানো?' তিনি জবাব দিলেন 'না'। তবে আবদে মানযার তার এক বোনকে বিয়ে করেছে এবং সেই ঘরে আবু লুবাবাহ জন্ম গ্রহণ করেছে। সে তার ভাগ্নে।

আবু উমামা ইবনু সুহাইল ইবনু হানিফ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির তীরের আঘাতে অপর এক ব্যক্তি নিহত হয়। তার কোনো ওয়ারিশ ছিলোনা। শুধুমাত্র এক মামা ছিলো। এ ঘটনা হযরত আবু ওবাদা ইবনু জাররাহ হযরত ওমর [রা] এর নিকট লিখে পাঠান। হযরত ওমর [রা] জবাব লিখে পাঠান, রাসূলুল্লাহ [সা] বলেছেন- 'যে ব্যক্তির ওয়ারিশ নেই তার ওয়ারিশ- আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল। মামা ঐ ব্যক্তির ওয়ারিশ যার কোনো ওয়ারিশ নেই।'

শা'বী বর্ণনা করেছেন, হযরত হামযা [রা] এর কন্যার এক মুক্ত গেলাম মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যুকালে সে এক কন্যা এবং হযরত হামযা [রা] এর কন্যাকে ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যায়। তখন রাসূল [সা] তার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে অর্ধেক তার মেয়েকে দিয়ে দেন। [রাবী বলেন] আমার মনে নেই এ ঘটনা কি ফারায়েযের বিধান জারীর আগের না পরের।

হযরত হামযা [রা] এর কন্যাকে হযরত আলী [রা] মক্কা থেকে ৭ম হিজরীতে উমরাতুল কাজা আদায়ের সময় নিয়ে এসেছিলেন। আর ফারায়েযের বিধান

নাযিল হয় ওহুদ যুদ্ধের সামান্য ক'দিন পর। ইবনু আবু নদর বলেন, 'কারো মতে তখন হযরত হামযা [রা] এর কন্যা নাবালেগ ছিলো। যদি তাই হয় তবে তার বালেগ হওয়া এবং গোলাম আযাদ করা এবং মৃত্যুবরণ করা প্রভৃতি ফারায়েযের বিধান জারীর পর সংঘটিত হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

মহিলাদের অংশ

আবু সাফা [রা] বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন- তিনটি কারণেও মহিলারা ওয়ারিশ পেতে পারে।

১. নিজের আযাদকৃত গোলামের ওয়ারিশ হিসাবে।

২. লা-ওয়ারিশ কোনো বাচ্চাকে যদি সে লালন পালন করে এবং

৩. ঐ সন্তানের ওয়ারিশ, যাকে গর্ভে ধারণ করে স্বামীর সাথে লি'আন করে পৃথক হয়ে গেছে।

অবৈধ সন্তান সম্পর্কে

ইবনু নদরের কিতাবে আছে- ইরাক, হিজায ও মিশরবাসী এ কথার ওপর একমত যে, ব্যভিচারের দ্বারা বংশ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর যে ব্যক্তি তার সন্তান বলে অস্বীকার করবে এবং তার স্ত্রীর ব্যভিচারের ফসল বলে দাবী করবে, সে ঐ সন্তানের ওয়ারিশ হবে না। যদি ব্যভিচারী স্বীকার করে তবে ঐ সন্তান তার বংশোদ্ভূত বলে স্বীকৃতি লাভ করবে। এ মতের প্রবক্তাদের দলিল হচ্ছে নিম্নরূপ- রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর জমানায় এক মহিলা সন্তান প্রসব করার পর, যে সেই মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো সে ঐ সন্তানের দাবী করে। তখন নবী করীম [সা] সিদ্ধান্ত দিলেন- 'তাকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং ঐ সন্তান তার নামে পরিচিত হবে।'

উরওয়া ও সুলাইমান ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণিত। উভয়ে বর্ণনা করেছেন- যে ব্যক্তি কোনো সন্তানের মায়ের সাথে যিনা করেছে সেই পিতৃত্বের দাবিদার যদি আর কেউ না হয়, তবে সে সন্তান তার বলে ধরে নেয়া হবে এবং সে ঐ সন্তানের ওয়ারিশ হবে। সুলাইমান এ দলিল পেশ করেন যে, হযরত ওমর [রা] ঐ সমস্ত সন্তাদেরকে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন, যারা জাহেলী অবস্থায় তাদের মায়ের সাথে যিনা করেছে বলে দাবী করেছিলো।

খালা এবং ফুফুর অংশ

মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকে হযরত যায়িদ ইবনু আসলাম [রা] থেকে বর্ণিত আছে- এক ব্যক্তি নবী করীম [সা] এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, 'খালা এবং ফুফু সম্পর্কে মিরাসের বিধান কী?' তিনি এ সম্পর্কে ওহীর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু অবতীর্ণ হলো না। তখন তিনি বললেন, এ ব্যাপারে কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি। সাফওয়ান ইবনু সালিম [রা] থেকে অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম [সা] এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ [সা] ! এক লোক খালা ও ফুফু রেখে ইন্তিকাল করলো। এখন তারা কে কত অংশ পাবে?' রাসূলুল্লাহ্ [সা] বললেন- 'যদি কেউ খালা ফুফু রেখে ইন্তিকাল করে, তবে এ ব্যাপারে আল্লাহর কোনো বিধান অবতীর্ণ হয়নি।' তারপর তিনি বললেন, 'তাদের জন্য কিছুই নেই।' অন্য হাদীসে মুয়াম্মার ইবনু তাউস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মদীনায় শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন, 'আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ঐ ব্যক্তির ওয়ারিশ যার কোনো ওয়ারিশ নেই। আর যার কোনো ওয়ারিশ নেই কিন্তু মামা আছে, তাহলে মামা ঐ ব্যক্তির ওয়ারিশ।' এ হাদীসটি আমর ইবনু শুয়াইব তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে আর তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ [সা] থেকে বর্ণনা করেছেন। দালায়েল নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে- একবার নবী করীম [সা] উটের উপর সওয়ার হয়ে বনি আমর ইবনু আওফের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন নবী করীম [সা] কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'এক ব্যক্তি তার ফুফু এবং খালাকে রেখে মৃত্যুবরণ করলো। তাদের সম্পর্কে মিরাসের বিধান কী?' তিনি উট থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রশ্নকারী কোথায়?' তারপর তিনি বললেন, 'তাদের দু'জনের জন্য কোনো অংশ নেই।' অন্য হাদীসে আছে- তাঁকে প্রশ্ন করার পর তিনি কিছুদুর পথ চলতে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আমাকে জিব্রাইল [আ] বললেন- তাদের কোনো অংশ নেই।'

হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না

আবু মুহাম্মদ ইবনু আবু যায়িদ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ [সা] কে জিজ্ঞেস করা হলো- হত্যাকারী সম্পর্কে মিরাসের বিধান কী? তিনি বললেন, 'হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না।' আমর ইবনু শুয়াইব তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম [সা] বলেছেন, 'হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির

সম্পদ থেকে কিছুই পাবে না।' ইমাম মালিক সহ অন্যান্য ইমামদের মত হচ্ছে- যদি ভুলক্রমে হত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে তবে হত্যাকারী ওয়ারিশ হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয়, তবে সে ওয়ারিশ হবে না। এ ব্যাপারে সমস্ত উলামাগণ একমত। শুধুমাত্র ভুলক্রমে হত্যা করলে ওয়ারিশ হবে কিনা? এ ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমানদের ওসিয়তে কোনো খৃষ্টান সাক্ষ্য হওয়া

তাফসীরে ইবনু সালামে কালবী থেকে বর্ণিত হয়েছে- এক ব্যক্তি বনি সাহমের মুক্ত করা গোলাম ছিলো। একবার সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সাথে তামীমদারীসহ আরো একজন লোক ছিলো। তখন তারা ছিলো খৃষ্টান। যখন ঐ গোলামের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলো তখন সে একটি ওসিয়ত নামা লিখলো। তারপর তা নিজের মালামালের সাথে রেখে দিলো এবং সাথীদ্বয়কে বললো- 'এগুলো আমার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট পৌঁছে দিয়ো।' অতঃপর তারা তাদের গন্তব্যের দিকে চলা শুরু করলো। পথিমধ্যে তার মৃত্যু হলো, তারা তার পরিত্যক্ত মালের মধ্যে যেগুলো পছন্দ হলো নিয়ে নিলো এবং অবশিষ্ট মাল তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে দিলো। তারা যখন তার মালামাল নড়াচড়া করছিলো তখন তার মধ্যে অনেক মালের ঘাটতি দেখতে পেলো। যা সে মৃত্যুর পূর্বে বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়েছিলো। ওসিয়ত নামা পড়ে দেখলো, সেখানেও পুরো মালের হিসাব লিখা আছে।

তামীমদারী ও তার সাথীদের জিজ্ঞেস করা হলো, ' আমাদের লোকটি কি তার কোনো মালামাল রাস্তায় বিক্রি করে দিয়েছে?' তারা বললো- 'না'। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'সে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কিছু ব্যয় করেনি তো?' তারা জবাব দিলো, 'আমাদের জানা নেই।' তাছাড়া তার ওসিয়ত সম্পর্কেও আমরা কিছু জানি না। যাহোক রাসূল [সা] এর দরবারে এ মামলা দায়ের করা হলো। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اِثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ

الْمَوْتِ(ط) تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَاقُرْبيٰ(ط) وَلاَ نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ۰ (المائد ٥)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে এবং সে ওসিয়ত করতে চাইলে তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য বানাবে। আর যদি তোমরা সফরে থাকাবস্থায় মৃত্যুর কঠিন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে অমুসলিমদের মধ্য থেকে [যদি কোনো মুসলিম না পাও] দু'জন সাক্ষ্য নিযুক্ত করবে। পরে যদি কোনো প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটে তবে নামাযের পর উভয়ে সাক্ষীকে [মসজিদে] ধরে রাখবে। তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, ' আমরা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের কারণে সাক্ষ্য বিক্রয় করতে প্রস্তুত নই। সে আমাদের কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্যকে গোপন করবো না। আমরা যদি তা করি, তবে গুনাহ্গারদের মধ্যে গণ্য হবো। [সূরা আল মায়িদা-১০৬]

এরপর ঐ দু'জনকে আসর নামাযের পর নবী করীম [সা] এর মিম্বরের নিকট দাঁড়িয়ে শপথ করানো হলো এবং তারপর ছেড়ে দেয়া হলো। পরে তামীমদারীর নিকট রুপার কারুকাজ এবং সোনার প্রলেপ দেয়া একটি থালা পাওয়া গেলো। দালায়েলে বলা হয়েছে- তা মক্কায় পাওয়া গিয়েছিলো। অন্যান্যদের মতে সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিয়েছিলো এবং উভয়ে পাঁচশ' দিরহাম করে ভাগ করে নিয়েছিলো। তখন লোকজন দাবী করলো, 'এটি আমাদের সেই লোকের থালা যা সে সফরে সাথে নিয়ে গিয়েছিলো। তোমরাইতো বলেছো, সে কোনো জিনিস বিক্রি করেনি।' তারা বললো, 'এ থালা আমাদের কাছে বিক্রি করেছে। কিন্তু তোমাদেরকে জানাতে ভুলে গেছি।' পুণরায় তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর নিকট হাজির করা হলো। তখন নিচের আয়াত দু'টো অবতীর্ণ হয়-

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰيٓ اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰن مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٥) ذٰالِكَ اَدْنٰي اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰي وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ (٥) وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا– وَاللّٰهُ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الفَاسِقِيْنَ (٥)

"আর যদি জানা যায়, ঐ দু'জন নিজেরাই নিজেদেরকে গুনাহে লিপ্ত করেছে তবে তাদের পরিবর্তে এমন দু'জন লোক তাদের মধ্য হতে দাঁড়াবে ইতোপূর্বে যাদের স্বার্থ পূর্ববর্তী সাক্ষীদ্বয় নষ্ট করতে চেয়েছিলো। তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমাদের দু'জনের সাক্ষ্য তাদের দু'জনের সাক্ষ্য থেকে অধিকতর সঠিক। আর আমরা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সীমালংঘন করিনি। আমরা যদি এরূপ করি তবে আমরা জালিমদের অন্তর্ভূক্ত হবো। আশা করা যায়, এভাবে লোকেরা সঠিক সাক্ষ্য দেবে। অথবা তারা অবশ্যই এ ভয় করবে যে, তাদের কসম করার পর আর কোনো কসম দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো আল্লাহ্ ফাসিকদের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করে দেন।"- [সূরা আল মায়িদা-১০৭-১০৮]

অতঃপর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো। তারা সাক্ষ্য দিলো, ওসিয়ত নামায় যা কিছু লিখা আছে তা সঠিক, কিন্তু তামীম ও তার সাথী তার মধ্যে খিয়ানত করেছে। অতঃপর তাদের দু'জনের নিকট যা বর্তমান পাওয়া গেলো, তা নিয়ে নেয়া হলো। মৃতের ওয়ারিশদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলো আবদুল্লাহ ইবনু আমর ও মুতালিব ইবনু আবু দাওয়া।

মা'আনিল কুরআনে বর্ণিত আছে, আবু তামাআ' নামে আনসারদের এক ব্যক্তি ছিলো, সে একটি জেরা [যুদ্ধের পোশাক] চুরি করে আটার থলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। আটার থলের তলা ফুটো ছিলো তাই চুরির জায়গা থেকে ঘর পর্যন্ত আটা পড়ে একটি রেখার মতো হয়ে গিয়েছিলো। তাকে চোর বলে সন্দেহ করা হলো। এর মধ্যে সে জেরাটি এক ইহুদীর নিকট গিয়ে গচ্ছিত রেখে এলো। তারপর সে নিজের ভাইদের নিকট গিয়ে বললো, 'আমাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, আমি নাকি জেরা চুরি করেছি।' যখন তাকে খুব চাপ দেয়া হলো তখন জানা গেল জেরাটি এক ইহুদীর কাছে। সেই আনসারীর ভাইয়েরা রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর খেদমতে হাজির হলো। তার আশা ছিলো, নবী করীম [সা] এর কাছে নিজের ভাইয়ের নির্দোষিতা প্রমাণ করা এবং ইহুদীকে চোর সাব্যস্ত করা। আল্লাহর রাসূল [সা] ও তাদের কথার ওপর প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে আনসারীর কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করালেন। কাজেই তার পক্ষ নিয়ে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়তে স্বয়ং আল্লাহ্ নিষেধ করে দিলেন। তবে যদি সে তার অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে, তবে তা কবুল করা হবে একথাও বলে দেয়া হলো। কিন্তু আবু তামাআ' পালিয়ে মক্কায় গিয়ে মুরতাদ হয়ে গেলো। কিছুদিন পর মক্কায় এক দেয়াল ধ্বসে সে মারা যায়।

অষ্টম অধ্যায়

আরো কতিপয় কাজে রাসূল [সা] এর নির্দেশ

কারো ঘরে উকি দেয়া

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি নবী করীম [সা] এর হুজরার মধ্যে উঁকি দেয়। তখন তিনি দু'মাথা ধারালো একটি পাথর দিয়ে তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। যখন তাকে দেখলেন, তখন বললেন- 'যদি আমি বুঝতাম, তুমি উঁকি দিয়ে আমাকে দেখছো, তবে আমি তোমার চোখ ফুটো করে দিতাম। অনুমতি নেয়ার বিধানতো ভিতরে দেখার পূর্ব পর্যন্ত।' রাসূল [সা] আরো বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি তোমাদের অনুমতি নেয়ার পূর্বেই উঁকি দেয় এবং তোমরা কংকর নিক্ষেপ করে তার চোখ দু'টো ফুটো করে দাও, তবে কোনো দোষ নেই।'

মারওয়ানের পিতার নির্বাসন এবং প্রত্যাবর্তন

রাসূলুল্লাহ্ [সা] মারওয়ানের পিতা হাকাম ইবনু আবুল আসকে নির্বাসন দেন। সে তায়েফ গিয়ে বসবাস করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর ইন্তিকালের পর যখন আবু বকর [রা] খলিফা নির্বাচিত হোন, তখন তাকে তায়েফ থেকে আরো দূরে বহিস্কার করেন। তখন সে বিভিন্ন জায়গায় যাযাবরের মতো জীবন যাপন করতে থাকে। আবু বকর [রা] এর ইন্তিকালের পর হযরত ওমর [রা] খলিফা নির্বাচিত হয়ে, তাকে আবু বকর [রা] এর চেয়েও আরো দূরে নির্বাসন দেন। যখন ওমর [রা] শাহাদাত বরণ করেন এবং হযরত ওসমান [রা] খলিফা হন তখন তিনি তাকে মদীনায় ডেকে আনেন। মাবরু 'কিতাবু কামিল' এ লিখেছেন, যখন নবী করীম [সা] তাকে নির্বাসন দেন তখন তিনি তাঁর থেকে এ অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন যে, তার নিকট ক্ষমতা এলে তিনি তাকে ফিরিয়ে আনবেন।

বেপর্দা ও উচ্ছৃঙ্খল মহিলা সম্পর্কে

আবু দাউদ ও ওয়াজিহায় হযরত ইবনু আব্বাস [রা] থেকে বর্ণিত-একবার এক ব্যক্তি নবী করীম [সা] এর কাছে এসে আরজ করলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার স্ত্রী এমন, সে তাকে স্পর্শকারী কোনো পুরুষের হাতকেই প্রত্যাখ্যান করে না।' তিনি বললেন, 'তাকে তালাক দিয়ে দাও।' অন্য বর্ণনায় আছে- 'তাকে তাড়িয়ে

দাও।' সে বললো ' আমার ভয় হয়, আমার কন্যাটাও না তার সাথে চলে যায়।' ওয়াজিহার বর্ণনা আছে, 'আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারবো না।' নবী করীম [সা] বললেন- 'তবে তুমি তার থেকে ফায়দা উঠাতে থাকো।'

সা'দ ইবনু উবাদা [রা] কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে- সে বললো, 'আমি যদি আমার স্ত্রীর ওপর কাউকে দেখতে পাই তখন কি আমি তাকে হত্যা করতে পারবো, না চারজন সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করবো?' তখন রাসূল [সা] বলতে বলতে প্রস্থান করলেন, 'ঐ অবস্থায় তোমার তরবারী সাক্ষী হওয়াই যথেষ্ট। তবে অন্ধ কোনো লোকের সাথে এমন করো না।'

কুকুর পোষা

কাজী ইবনু যিয়াদের 'আহকাম' এ আছে, তিনি কোনো বিচারকের কাছে একটি পত্র দিয়েছিলেন। যার মধ্যে কুকুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিলো। তাতে এভাবে লেখা ছিলো- 'আল্লাহ্ তা'আলা কাজী সাহেবকে যেন তওফিক দেন, আমাকে একথা বলার জন্য, যেসব কুকুর লোকালয়ে পালন করা হয় সে সম্পর্কে। সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মানুষকে কষ্ট দেয়, কামড় দেয় এবং বাচ্চাদের আহত করে, এ বিষয়ে অসংখ্য অভিযোগ এখানে পাওয়া যাচ্ছে।'

প্রতি উত্তরে তিনি লিখে পাঠান- 'এ ব্যাপারে অপরিহার্য কাজ হচ্ছে, কুকুর মারার জন্য নির্দেশ জারী করা। আল্লাহ্ যেন আপনাকে সে তওফিক দেন। তবে যে সব কুকুর শিকার এবং ক্ষেত খামার পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োজিত সে সব কুকুর হত্যা করা যাবে না।'

নবী করীম [সা] কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। একবার একজনকে তিনি কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি এক বৃদ্ধা অন্ধ মহিলার বাড়ি গেলেন, যেখানে একটি কুকুর ছিলো। কুকুরটিকে মারার জন্য উদ্যত হলে বৃদ্ধা তাকে বাধা দেন এবং বলেন, 'তুমি দেখছোনা আমি একজন অন্ধ। কুকুরটি আমার জন্য ক্ষতিকর জীবজন্তু তাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া আযান হলে আমাকে জানিয়ে দেয়।' তখন তিনি নবী করীম [সা] এর নিকট ফিরে গিয়ে সব কিছু বললেন। সব কিছু শোনার পরও তিনি ঐ কুকুরটিকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। বৃদ্ধার কোনো ওজরই গ্রহণ করলেন না।

অর্পণকৃত বস্তুর লভ্যাংশ মালিকের

ইবনু মুগিরা সুফিয়ান সাওরী থেকে এবং তিনি ইবনু হুসাইন থেকে আর তিনি হাকিম ইবনু হিযাম [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ [সা] তাঁর হাতে এক দিনার দিয়ে একটি কুরবানীর পশু কেনার জন্য পাঠালেন। তিনি এক দিনার দিয়ে একটি পশু কিনে আবার তা দু'দিনারে বিক্রি করে দিলেন। তারপর এক দিনার দিয়ে একটি পশু কিনে এবং লাভের এক দিনার নিয়ে রাসূল [সা] এর কাছে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ [সা] সে দিনারটি দান করে দিলেন এবং তাঁর জন্য ব্যবসায়ে বরকত হওয়ার দু'আ করলেন। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, পরবর্তীতে তার অবস্থা এমন হয়েছিলো, যদি তিনি মাটি কিনেও বিক্রি করতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি এক দিনার দিয়ে দুটো পশু কিনে একটি পশু এক দিনারে বিক্রি করে সে বিক্রিত দিনার এবং পশুটি নবী করীম [সা] এর কাছে হাজির করলেন।

উপঢৌকন ফেরত আসা

আহমদ ইবনু খালিদ [রা] বলেছেন, যখন নবী করীম [সা] হযরত উম্মে সালমা [রা] কে বিয়ে করেন। তখন তিনি তাকে বললেন- 'আমি নাজ্জাসীর কাছে একটি পোষাক ও ক'আওকিয়া মিশ্ক পাঠিয়েছি। আমার মনে হয় তিনি মারা গেছেন। কাজেই যদি তা ফেরত আসে, তোমাকে দিয়ে দেবো।' রাসূল [সা] যা বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটলো অর্থাৎ হাদিয়া ফেরত এলো। তখন প্রত্যেক স্ত্রীকে এক আওকিয়া করে মিশ্ক দিয়ে অবশিষ্ট সবটুকু উম্মে সালমা [রা] কে দিয়ে দিলেন।

ইমাম আহম্মদ [রহ] বলেন, হাদিয়া ফেরত এলে তা গ্রহণ করার জন্য হাদীসটি দলিল। কিন্তু সাদকা যদি ফেরত আসে তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এ ব্যাপারে নবী করীম [সা] নিষেধ করেছেন। বুখারী শরীফে আছে, 'দান করে যে ফেরত নেয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ কুকুরের মতো যে নিজে বমি করে আবার তা খায়।'

কোনো প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা

বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, একবার নবী করীম [সা] আমাকে এক সৈন্যদলের সাথে এক অভিযানে পাঠান। পাঠানোর সময় তিনি আমাদেরকে বললেন, 'তোমরা যদি

অমুক অমুককে পাও তাহলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করবে।' যখন আমরা রওয়ানা হবো তখন তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, 'শোন! আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে পুড়িয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা তা করো না। কেননা আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। বরং তোমরা যদি তাদেরকে ধরতে পারো তবে হত্যা করে ফেলবে।' যাদেরকে তিনি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা হচ্ছে, হুবার ইবনু আসওয়াদ ও নাফে ইবনু আবদে আমর। ইবনু ইসহাক বলেন, তার নাম ছিলো নাফে ইবনু আবদে শাম্স।

এরা দু'জন বদর যুদ্ধের পর যখন যয়নাব [রা] মক্কা থেকে মদীনায় যেতে চেয়েছিলেন তখন তাঁর পিছু লেগেছিলো। 'যুজী তুলা' নামক স্থানে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে। তিনি তখন উটের হাওদার ওপর বসা ছিলেন। এ নরাধম দুটো উটকে লাকড়ী দিয়ে জোরে আঘাত করলে হযরত জয়নাব [রা] উট থেকে নিচে পড়ে যান। এ সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন ফলে সেই আঘাতে তাঁর গর্ভপাত ঘটে যায় এবং তিনি মারাত্মক আহত হন। এজন্য তিনি তাদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দয়া ও অনুগ্রহের অনুপম দৃষ্টান্ত

মুসুর ইবনু মাখরামা উরওয়াকে বলেছেন- যখন হাওয়াযিন গোত্রের এক দূত মুসলমান হয়ে নবী করীম [সা]এর নিকট এলো, তখন তিনি তার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি কয়েদী ও মালামাল ফেরত দেবেন?' হুজুরে পাক [সা] বললেন- 'আমার নিকট তাই প্রিয় ও পছন্দনীয় যা সত্য। তোমরা দুটোর যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারো। একটি হচ্ছে তোমাদের মালামাল এবং অপরটি হচ্ছে তোমাদের বন্দী। আমি তোমাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রইলাম। তারা প্রায় ১০ দিনের মতো অবস্থান করলো। যখন বুঝতে পারলো যে কোনো একটিই গ্রহণ করতে হবে তখন তারা বললো, 'আমরা আমাদের বন্দীদের মুক্তি চাই।' আল্লাহর রাসূল [সা] দাঁড়িয়ে হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন- 'তোমাদের ভাইয়েরা তাদের বন্দীরকে মুক্ত করে নেয়ার জন্য তায়েফ থেকে এসেছে। কাজেই তোমরা স্বেচ্ছায় যার নিকট যে বন্দী আছে মুক্ত করে দাও। আর যদি কেউ বিনা শর্তে মুক্ত করতে না চাও, তবে আমি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এরপর প্রথম যে গনীমতের মাল আমার

হস্তগত হবে তা থেকে প্রথমে তাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে।' লোকেরা বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিলাম।' তখন তিনি বললেন, 'আমিতো বুঝতে পারলাম না, তোমাদের মধ্যে কে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলে এবং কে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিলে? তোমাদের গোত্রপতিকে আমার সাথে আলাপ করতে পাঠাও।' তখন প্রত্যেক গোত্রপতি এসে বললো, 'আমরা স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়ে দিলাম।'

এ ঘটনা থেকে একটি মাসয়ালা জানা যায়- ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে কিন্তু বর্তমানে নেই এমন বস্তু হিবা করা বৈধ।

রাসূলুল্লাহ্ [সা] কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ্ [সা] কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধের মর্যাদা সম্পর্কে উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। আহলে জাহের ও আহলে হাদীসদের মতে রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর নির্দেশ ফরয এবং তাঁর নিষেধকৃত বস্তু বা কাজ হারাম। তারা তাঁর কথাকে কুরআনের সমমর্যাদা দিয়ে থাকেন।

অন্য দলের মতে রাসূলুল্লাহ্ [সা] এর আদেশ নিষেধ উলামাগণ যেভাবে গ্রহণ করেছেন তা সেভাবেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। তাঁর নির্দেশের কোনো কোনোটি ফরয, আবার কিছু ওয়াজিব আবার কিছু সুন্নাত ও মুস্তাহাব পর্যায়ের। তবে [নিষেধের ব্যাপারে অভিমত হচ্ছে] যা তিনি নিষেধ করেছেন তা অধিকাংশই হারাম। অবশ্য সামান্য কিছু ব্যাপার আছে যা মাকরুহ বা মুবাহ পর্যায়ের। যেমন নিম্নোক্ত হাদীসগুলো - রাসূলুল্লাহ্ [সা] বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তবে সে কোনো পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে যেন তার হাত দুটো ভালো করে ধুয়ে নেয়। কেননা সেতো জানে না, তার হাত ঘুমের সময় কোথায় অবস্থান করেছে।' আরো বলেছেন- 'যে ব্যক্তি ওযু করবে সে যেন ভালোভাবে নাক পরিস্কার করে নেয়। আর যে পায়খানা করতে যাবে সে যেন তিনটি কুলুখ নিয়ে যায়।' হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত কাজগুলো উলামাদের দৃষ্টিতে ফরজ নয়। এরকম আরো বহু হাদীস আছে। যথা- ইমামের 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' বলার পর 'রব্বানা লাকাল হামদ' এবং 'ওয়ালাদ্দুয়াল্লীন' বলার পর আমিন বলা ইতাদি।

সমাপ্ত